

আজিক আত-তাহরীক

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘অচিরেই তোমরা শাসন ক্ষমতা লাভের জন্য খুবই আগ্রহী হয়ে উঠবে। অথচ ক্বিয়ামতের দিন তা লজ্জা ও আফসোসের কারণ হবে। ক্ষমতা লাভের সূচনাকাল কতই না মধুর, কিন্তু তা হারানোর যন্ত্রণা কতই না কঠিন!’ (বুখারী হা/৭১৪৮)।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৯তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০২৫



বন্ধ হোক
ক্ষমতার লড়াই

প্রকাশক : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০



"التحرير" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية
المجلد ٢٩ : العدد ٣ : جمادى الآخرة ورجب ١٤٤٧ هـ / ديسمبر ٢٠٢٥ م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور / محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤন্ডيشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

অনলাইনে ভর্তি আবেদন গ্রহণ : ২২শে নভেম্বর থেকে ২৩শে ডিসেম্বর '২৫ পর্যন্ত। www.amis.edu.bd



ভর্তি পরীক্ষা : ২৭শে ডিসেম্বর ২০২৫, শনিবার, সকাল ৯-টা।
ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৫, রবিবার।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মজুব ও হিফয বিভাগ সহ নার্সারী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/অনাবাসিক)

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।
- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- মেধাবী ছাত্রদের জন্য ছানাবিয়াহ (আলিম) পাশের পর মদীনী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ।
- সর্বোচ্চ শ্রেণী কুল্লিয়া (দাওরায়ে হাদীছ) পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ।
- ইয়াতীম শিক্ষার্থীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য স্বতন্ত্র 'ইয়াতীম বিভাগ'।
- দাওরায়ে হাদীছ, ফাযিল বা অনার্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের জন্য ১ বছর মেয়াদী তাখাছুছ ফিল হাদীছ ওয়াল ফিকুহ বিভাগে ভর্তির সুযোগ।
- আরবী ব্যাকরণে দুর্বল ও স্কুল থেকে আগত শিক্ষার্থীদের জন্য এক বছর মেয়াদী মা'হাদ বিভাগে ভর্তির ব্যবস্থা।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষক মণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- মানসম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।



আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৩০৯-১৩৪০৫১ (বালক শাখা), ০১৩১৮-৯৬৬০০০ (বালিকা শাখা) ই-মেইল : almarkazrajshahi@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম



মাদরাসা তারবিয়াতুল উম্মাহ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আদর্শ মুসলিম নর-নারী গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত

■ আবাসিক ■ অনাবাসিক ■ ডে-কেয়ার

■ ইসলামী শিক্ষা/কিতাব বিভাগ
শিশু শ্রেণী থেকে ছানাবিয়া ২য় বর্ষ

■ তাহফীযুল কুরআন বিভাগ

■ বিশেষ কোর্স (এক বছর)

স্কুল পড়ুয়া/দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য

● বালক ● বালিকা

হটলাইন: ০১৮৫৯ ৫৫৩৩৫৫

আবাসনে এসি/নন-এসির ব্যবস্থা রয়েছে

যাত্রাবাড়ী শাখা (শুধু বালিকা)

গাজীপুর শাখা (বালক-বালিকা)

৭৯/০২/জি, বিবির বাগিচা, গেইট-৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।
০১৭১৩ ৮৬৩৪৯০, ০১৬১৩ ৮৬৩৪৯০

৮৭৪, কামারজুরী, সাইনবোর্ড, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।
০১৭১৩ ৮৬৩৪৯০, ০১৮১৭ ৫৫৫৫৫৬-৮



আত-তাহরীক

"التحریر" مجلة علمية دينية وأدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৯তম বর্ষ

৩য় সংখ্যা

জুমাঃ আখেরাহ-রজব	১৪৪৭ হি.
অগ্রহায়ণ-মাঘ	১৪৩২ বাং
ডিসেম্বর	২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মঞ্জুরী সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া
(আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফণ্ডেয়া ইটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
(বিকাল ৪.০০ থেকে ৬.০০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সাধারণ ডাক/রেজিঃ ডাক

বাংলাদেশ	৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/- ২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/- ২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/- ৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/- ৩৫০০/-

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

◆ সম্পাদকীয় :	
▶ ভূমিকম্প : সতর্কবার্তা ও আত্মশুদ্ধিতার আহ্বান	০২
◆ দরসে হাদীছ :	
▶ নেতৃত্বের লোভ	০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	
◆ প্রবন্ধ :	
▶ ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে	০৬
-আব্দুল্লাহ আল-মারুফ	
▶ মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১৪
-মুহাম্মাদ রাফাত আনাম	
◆ মহিলা অঙ্গন :	
▶ নারীর ভরণ-পোষণের বিধান ও ফযীলত	১৮
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম	
◆ আত্মচিন্তা :	
▶ দুনিয়ার খেলাঘর -সারওয়ার মিছবাহ	২৪
◆ প্রচ্ছদ রচনা :	
▶ সুদানে গণহত্যা : বন্ধ হোক ক্ষমতার লড়াই	২৮
-আত-তাহরীক ডেস্ক	
◆ সন্তান পরিচর্যা :	
▶ শিশুদের আদব : পারিবারিক শিক্ষার প্রথম পাঠ	৩০
-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান	
◆ শিক্ষাঙ্গন :	
▶ কি পড়ব? কিভাবে পড়ব? -সারওয়ার মিছবাহ	৩৩
◆ ইতিহাস-ঐতিহ্য :	
▶ ঐতিহাসিক বাগদাদের মর্যাদাসিক পতন	৩৬
- মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ	
◆ কবিতা :	
▶ একদিন এই সত্য	৪১
▶ তুমি কবি, তুমি সৈনিক	
▶ যুবসংঘ তুমি পারবে	
◆ স্বদেশ-বিদেশ	৪২
◆ মুসলিম জাহান	৪২
◆ বিজ্ঞান ও বিশ্বায়	৪৩
◆ সংগঠন সংবাদ	৪৪
◆ প্রশ্নোত্তর	৪৯

ভূমিকম্প : সতর্কবার্তা ও আত্মশুদ্ধিতার আহ্বান

ছোট ছোট ভূকম্পন আরও বড় ভূমিকম্পের সতর্কবার্তা। সে হিসাবে বাংলাদেশ যে বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে সেটা এখন স্পষ্ট। গত ২১শে নভেম্বর শুক্রবার ১ বার ৫.৭ মাত্রার এবং ২২ তারিখ শনিবার ৩ বার সর্বমোট ৩১ ঘণ্টায় ৪ বার মাঝারি ও হালকা মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যাতে ১০ জন নিহত ও ৬ শতাধিক আহত হয়। এজন্য জনসাধারণকে সন্ধ্যা ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য সরকারীভাবে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব যরুরী। ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ড. জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দুর্বল ভবন-কাঠামো ও আসবাবপত্র ধ্বংস পড়ে সর্বাধিক প্রাণহানি ঘটে। তিনি বলেন, আমেরিকা ও চীনের সফল দু'টি মডেল অনুসরণ করা হ'লে ভূমিকম্প-পূর্ববর্তী ডিজিটাল অ্যালার্ট ব্যবস্থায় মানুষ তাত্ক্ষণিক সতর্কতা ও প্রস্তুতি গ্রহণে সক্ষম হবে। বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট এবং ব্যাপক মোবাইল নেটওয়ার্ক রয়েছে। সেই সুবাদে কম বাজেটেই সরকার দ্রুত এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে ভূমিকম্প রক্ষা পাবে অনেক অমূল্য জীবন।

বর্তমানে ৭ থেকে ৮.৫ মাত্রার ভূমিকম্পের শঙ্কায় রয়েছে বাংলাদেশ। ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হ'লে পুরো ঢাকা ধ্বংস স্তূপে পরিণত হবে। যা আল্লাহ 'কুন' বললেই যে কোন সময় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, তিনিই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাকে বলেন, হও! অতঃপর তা হয়ে যায়' (বাক্বারাহ ২/১১৭)। তিনি বলেন, 'তোমাদের যেসব বিপদাপদ হয়, তা তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। আর তিনি তোমাদের অনেক পাপই মার্জনা করে দেন'। 'তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহকে ব্যর্থ করতে পারবে না। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই ও সাহায্যকারী নেই' (শূরা-মাক্কী ৪২/৩০-৩১)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না ইল্ম উঠিয়ে নেওয়া হবে। অধিক পরিমাণে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিৎনা প্রকাশ পাবে এবং খুন-খারাবী ব্যাপক হবে। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা উপচে পড়বে' (রুঃ মুঃ মিশকাত হা/৫৪১০)। খাত্তাবী বলেন, 'সময় সংকুচিত হয়ে আসবে' অর্থ মাহদী আগমনের সময় নিকটবর্তী হবে (মিরক্বাত)। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা ছাদাকা কর। কেননা তোমাদের ওপর এমন একটা যুগ আসবে যখন মানুষ তার ছাদাকা নিয়ে ঘুরবে। কিন্তু তা নেওয়ার মত কাউকে পাবে না। (যাকে সে দিতে চাইবে) সে বলবে, গতকাল নিয়ে আসলে আমি নিতাম। আজ আমার কোন প্রয়োজন নেই' (রুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৮৬৬)। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মজলিসে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্বিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি বলল, আমানত কিভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন অযোগ্য লোকের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা কর' (বুখারী হা/৫৯; মিশকাত হা/৫৪৩৯)। বর্তমানে এসবের বাস্তবতা প্রকট হয়ে উঠেছে।

মানুষ যখন নিজের ক্ষমতা, অর্থ-বিস্তার আর নব্য প্রযুক্তির অহংকারে মত্ত হয়ে ভুলে যায় তার প্রকৃত অবস্থান, তখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে কখনো কখনো আসে মহা সতর্কবার্তা। এমনই এক এলাহী হুঁশিয়ার বাণীর নাম ভূমিকম্প। পায়ের নীচের শক্ত মাটি যখন হঠাৎ কঁপে ওঠে, সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো দুলতে থাকে, তখন নিমিষেই মানুষের সমস্ত দম্ভ চূর্ণ হয়ে যায়। তাই ভূমিকম্প কেবল ভূগর্ভের টেকটোনিক প্লেট সমূহের নড়াচড়া নয়; বরং এটি মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন। যা আত্মভোলা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এই পৃথিবী, এই জীবন, সবকিছুই মহান রবের হুকুমের অধীন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আসমানে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়ে দিবেন না? যখন তা হঠাৎ প্রকম্পিত হবে' (মূলক-মাক্কী ৬৭/১৬)। ভূমিকম্পের প্রতিটি ঝাঁকুনি আমাদের এই বার্তাই দেয় যে, মৃত্যুর জন্য কোন নোটিশ লাগে না, প্রস্তুতির সময় পাওয়া যায় না। আল্লাহ বলেন, 'আর অবশ্যই আমরা তাদেরকে (আখেরাতে) কঠিন শাস্তির পূর্বে (দুনিয়াতে) লঘু শাস্তির স্বাদ আশ্বাদন করাবো। যাতে তারা (আল্লাহর পথে) ফিরে আসে' (সাজদাহ-মাক্কী ৩২/২১)। তিনি আরো বলেন, 'আমি নিদর্শনসমূহ পাঠাই কেবল ভয় প্রদর্শনের জন্য' (ইসরা ১৭/৫৯)। আজ আমরা যে হাইরাইজ বিন্ডিং আর সম্পদের বড়াই করছি, মুহূর্তেই তা আমাদের চিরস্থায়ী কবরস্থানে পরিণত হ'তে পারে। তাই এখনই সময় তওবা করার। এখনই সময় সিজদাবনত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করার। আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নাক্ষত্রমালী ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করা।

অনেক সময় আল্লাহ বিপদ আর বিপর্যয় দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন। তাদের ধৈর্য, তওবা এবং ঈমানী শক্তি যাচাই করেন। তাই এ ধরনের ভূমিকম্প ঈমানদারদের জন্য আত্মসমালোচনার সুযোগ; তওবা এবং আল্লাহর রহমতের দিকে ফিরে যাওয়ার মাধ্যম। পথভ্রষ্টতা, শরীআতের বিধান লঙ্ঘন, উদাসীনতা, দুর্নীতি এসব কিছু সংশোধনের সুযোগ তৈরি করে এসকল আসমানী বাল্য-মুহূর্ত। এ সকল বিপর্যয়ে ভয়-আতঙ্ক, কষ্ট, ক্ষয়ক্ষতি সবই বান্দার গুনাহ মাক্ফের কারণ হ'তে পারে, যদি সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাই এ সময় অস্থিরচিত্ত না হয়ে আমাদের উচিত প্রতিনিয়ত তওবা-ইস্তিগফার করা এবং দো'আ, ধৈর্য ও নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। মনে রাখতে হবে, পরীক্ষা যত বড় হয়, প্রতিদানও তত বড় হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাদের পরীক্ষায় ফেলেন। তাতে যে সন্তুষ্ট থাকে, তার জন্য রয়েছে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি; আর যে অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে অসন্তুষ্টি' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬৬)।

সর্বোপরি ভূমিকম্প আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই মহাপ্রলয়ের কথা, যা সম্পন্ন হবে যে কোন সময় চোখের পলকে (নাহল-মাক্কী ১৬/৭৭)। অতএব আসুন! এই ভূমিকম্প থেকে আমরা আত্মশুদ্ধিতা অর্জন করি। হতাহতদের জন্য দো'আ করি এবং পরকালের পাথেয় সঞ্চয়ে ব্রতী হই। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন! (স.স.)।

নেতৃত্বের লোভ

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّكُمْ سَتَحْرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ، وَتَسْكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنَعَمْ الْمُرْضِيعَةُ وَبُسْتِ الْفَاطِمَةِ-

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, “অচিরেই তোমরা নেতৃত্বের লোভী হবে। অথচ ক্রিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে। অতএব দুধ দায়িনী (নেতৃত্ব লাভের সূচনাকাল) কতই না মধুর। আর দুধ বিচ্ছিন্নকারিণী (অর্থাৎ তা ছিন্ন হওয়ার যন্ত্রণা) কতই না মন্দ!”^১

নেতৃত্বের লোভ মানব চরিত্রের এমন এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা কেবল একজন ব্যক্তিকে নয়, বরং পুরো সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। ক্ষমতার জৌলুস বা চাকচিক্য মানুষকে এমনভাবে মোহগ্রস্ত করে রাখে যে, সে এর পেছনের কঠিন দায়িত্ব ও পরকালের ভয়াবহ জবাবদিহিতার কথা বেমালুম ভুলে যায়। অথচ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) চৌদ্দশ বছর আগেই উম্মতকে এই ব্যাধি সম্পর্কে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। তিনি ক্ষমতা বা নেতৃত্বকে ‘দুধদানকারিণী’ এবং এর সমাপ্তিকে ‘দুধ বিচ্ছিন্নকারিণী’-এর সাথে তুলনা করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নেতৃত্বের সূচনাকালের মিষ্টতা এবং সমাপ্তিলগ্নের তিক্ততার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

কারণ নেতৃত্ব হারানোর সাথে সাথে সকল দায়-দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়, কিন্তু কাঁধে থেকে যায় হিসাব-নিকাশের ভয়াবহতা।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ক্ষমতা দুধদানকারী পশুতুল্য। কারণ ক্ষমতা থাকলে পদ, পদবী, সম্পদ, হুকুমজারী, নানা রকম ভোগ-বিলাসিতা ও মানসিক তৃপ্তি অর্জিত হয়। কিন্তু মৃত্যু কিংবা অন্য কোন কারণে ক্ষমতা যখন চলে যায়, তখন আর তা মোটেও সুখকর থাকে না। বিশেষত আখেরাতে যখন এজন্য নানা ভীতিকর অবস্থার মুখোমুখি হ'তে হবে তখন ক্ষমতা মহাজ্বালা হয়ে দেখা দিবে।^২

তবে নেতৃত্ব ও আনুগত্য ব্যতীত সমাজ চলেনা। আবার নেতৃত্ব কখনো চেয়ে নেওয়া যায় না। বরং আল্লাহ যাদেরকে নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, অন্যদের কর্তব্য তাকে নেতৃত্বে বসানো। তাই নেতার চাইতে নেতৃত্ব বাছাইকারীদের অধিক বিচক্ষণ হওয়া আবশ্যিক। এজন্য যোগ্য মজলিসে শূরা প্রয়োজন। সত্যিকারের জ্ঞানী যারা, তারা নেতৃত্ব চেয়ে নিতে পারেন না। কারণ এর গুরু দায়িত্ব পালন করা, খুবই কঠিন কাজ। তাকে যেমন বাছাইকারীদের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয়, তেমনি সাধারণ জনগণের নিকট

কৈফিয়ত দিতে হয়। সর্বোপরি তাকে আল্লাহর নিকটে কৈফিয়ত দিতে হয়। এজন্য আব্দুর রহমান বিন সামুরাকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُوْتِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتَ، تَوْمِي نَعْتُزُّ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوْتِيَتْهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتَ عَلَيْهَا- চেয়ে নিয়ো না। কেননা যদি তুমি সেটা চাওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হও, তাহ'লে তোমাকে তার দিকে সোপর্দ করা হবে। আর যদি না চেয়ে পাও, তাহ'লে তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।^৩

তিনি আবু মূসা আশ'আরীকে বলেন, إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ، وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ : ‘আমরা আল্লাহর কসম! এই শাসনকার্যের দায়িত্ব এমন কাউকে দেইনা, যে তা চেয়ে নেয় বা তার লোভ করে বা তার আকাংখা করে’।^৪

ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ :

কুফরী নেতৃত্বের উপরে ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামী নেতৃত্বের স্বরূপ। ইসলামী নেতা সর্বদা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে বাধ্য। এখানে অন্যের দাসত্বের উর্ধে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠা করাই লক্ষ্য থাকে। যেমন ৫ম হিজরীতে ইরাক বিজয়ের সময় ক্বাদেসিয়ার যুদ্ধে পারস্য বাহিনীর সেনাপতি রশ্তমের নিকট মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সা'দ বিন আবু ওয়াক্বাহ (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে প্রেরিত দূত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) রশ্তমকে বলেছিলেন, آمَاةَدِ الْعِبَادِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى رَّبِّ الْعِبَادِ- ‘মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর গোলামীতে ফিরিয়ে নেওয়া’। অতঃপর তিনি বললেন, যদি আমরা আপনাদের দ্বীনে প্রবেশ করি, তাহ'লে কি আপনারা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যাবেন? মুগীরা বললেন, لَا نَقْرَبُ بِلَادَكُمْ إِلَّا فِي حَاجَةٍ- ‘আল্লাহর কসম, অবশ্যই। অতঃপর আমরা আপনাদের নিকটবর্তী হব না ব্যবসা কিংবা বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া’। অতঃপর মুগীরা (রাঃ) বেরিয়ে গেলে রশ্তম পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট যথারীতি রিপোর্ট পেশ করলেন এবং এটাও বললেন, آمِي مَنَءِ كَرِي وَاللَّهِ ذَهَبُوا

‘আল্লাহর কসম! ওরা আমাদের মাটির চাবিগুলো নিয়ে গেল’।^৫ সেটাই হয়েছিল এবং ইরাক বিজিত হয়েছিল। সেই থেকে অদ্যবধি ইরাকসহ সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে কুফর পরাজিত এবং ইসলাম বিজয়ী হিসাবে আছে।

৩. বুখারী হা/৬৬২২; মুসলিম হা/১৬৫২; মিশকাত হা/৩৬৮০ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়।

৪. মুসলিম হা/১৭৩৩; বুখারী হা/৭১৪৯; মিশকাত হা/৩৬৮৩ ‘নেতৃত্ব ও পদমর্যাদা’ অধ্যায়-১৮, রাবী আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ)।

৫. আল-বিদায়াহ ৭/৪৩; বিস্তারিত দ্র. লেখক প্রণীত ‘ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন’ বই।

১. বুখারী হা/৭১৪৮; মিশকাত হা/৩৬৮১।

২. ফাতহুল বারী ১৩/১২৬।

অতএব নেতৃত্ব ও ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু নেতৃত্বের লোভ থাকবে না। যেমন ১৫ হিজরীতে ইয়ায়মুকের যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় রাজধানী মদীনা হ'তে নবনিযুক্ত খলীফা ওমরের পক্ষ থেকে খালিদ ইবনু ওয়ালাদকে পরিবর্তন করে, তার অধিন্ত সেনাপতি আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহকে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন খালিদ তার দায়িত্ব নতুন প্রধান সেনাপতির নিকটে অর্পণ করেন। কিন্তু এ নিয়ে সেখানে কোনরূপ বিরূপ পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি।^{১০}

আখেরাতে ভয়াবহ জবাবদিহিতা :

কিয়ামতের দিন নেতা ও শাসকদের কঠিন হিসাবের সম্মুখীন হ'তে হবে। আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ رَجُلٍ يَلِي أَمْرَ عَشْرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَعْلُولًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَذُّهُ إِلَى عُنْفِهِ فَكُهُ بُرُهُ أَوْ أَوْيَقَهُ إِسْمُهُ 'এমন কোন ব্যক্তি নেই যে দশ কিংবা তার বেশী লোকের উপর কর্তৃত্ব করে। কিন্তু সে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সামনে তার গলার সাথে স্বীয় হাত বাধা অবস্থায় উপস্থিত হবে। তার নেকী তাকে মুক্ত করবে অথবা তার গোনাহ তাকে ধ্বংস করবে।'^{১১}

আওফ ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, إِنَّ شَيْئَكُمْ أَتْبَأْتُكُمْ عَنِ الْإِمَارَةِ، قَالُوا: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: أَوْلُهَا مَلَأَمَةٌ، وَتَأْنِيهَا تَوَمَرًا، نَذَامَةٌ، وَتَأْنِيهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ عَدَلَ- চাইলে আমি তোমাদেরকে নেতৃত্বের দায়িত্ব ও তার অবস্থা বর্ণনা করতে পারি। এ পদের প্রথমে রয়েছে তিরস্কার। দ্বিতীয় পর্যায়ে রয়েছে অনুশোচনা এবং তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে কিয়ামত দিবসের মহাশাস্তি। তবে যে ইনছাফ বা ন্যায়নীতি অবলম্বন করবে সে এসব থেকে রেহাই পাবে।'^{১২}

মা'ক্বিল বিন ইয়াসার হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ، بَلَعَهُ اللَّهُ حَرَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ- 'আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে লোকদের উপর দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন। অতঃপর সে তার লোকদের সাথে খেয়ানতকারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন।'^{১৩}

নেতৃত্বের লোভ থেকে বাঁচার উপায় :

এ থেকে বাঁচার সবচেয়ে বড় উপায় হ'ল নেতৃত্বকে আমানত মনে করা। কারণ এটি কোন ভোগের বস্তু নয়, বরং এটি একটি বিরাট 'আমানত' বা দায়িত্ব। যেদিন আমরা বুঝতে পারব যে, ক্ষমতার প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব আল্লাহর কাছে

দিতে হবে, তখন এর প্রতি আর লোভ থাকবে না। বরং ভয় কাজ করবে যে, 'আমি কি এই গুরুদায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারব?। একারণেই রাসূল (ছাঃ) আবু যর গেফারীর কাঁধে হাত রেখে বলেন, إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحِفْظِهَا، وَأَدَّى وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَذَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحِفْظِهَا، وَأَدَّى 'হে আবু যর! তুমি দুর্বল মানুষ। আর নেতৃত্ব এক বিশাল আমানত। এ নেতৃত্ব কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনা ও লজ্জার কারণ হবে। অবশ্য যে হক সহকারে এটাকে গ্রহণ করে এবং এ দায়িত্ব গ্রহণের ফলে তার কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে তার কথা আলাদা।'^{১৪}

সাল্লাফে ছালেহীনের জীবন থেকে শিক্ষা :

ইসলামের সোনালী যুগের খলীফা ও আমীরগণ দায়িত্ব নিতে চাইতেন না, বরং দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়াতেন। তাঁরা বিচারক বা শাসক হওয়ার ভয়ে ক্রন্দন করতেন। যা ছিল মহান আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতার তীব্র অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ। তাঁরা বুঝতেন, নেতৃত্ব প্রদর্শনের বিষয় নয়, বরং তা নিজের কাঁধে লক্ষ মানুষের বোঝা তুলে নেওয়া।

তাই তো দেখা যায়, (১) দুনিয়াতে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েও মহান খলীফা ওমর (রাঃ) দায়িত্ববোধের অস্থিরতায় বলেছিলেন, لَوْ مَاتَتْ شَاةٌ عَلَى شَطِّ الْفُرَاتِ ضَائِعَةً لَطَنَنْتُ أَنْ، 'যদি ফোঁরাত নদীর কূলে একটি ভেড়ার বাচ্চাও হারানো অবস্থায় মারা যায়, আমার ভয় হয় যে, সেজন্যও আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে কিয়ামতের দিন কেফিয়তের সম্মুখীন হবে।'^{১৫}

(২) ইসলামের ৫ম খলীফা হিসাবে খ্যাত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে খলীফা বানানোর পর একদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে জায়নামায়ে বসে কাঁদতে দেখলেন। কান্নার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, হায় ফাতেমা! এই উম্মতের শাসনের গুরুদায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। আমি ভাবছি এ উম্মতের ক্ষুধার্ত ও দরিদ্রের কথা। চিকিৎসাহীন অসহায় রোগীর কথা, কষ্টক্লিষ্ট বস্ত্রহীন মানুষের কথা। ভগ্নহৃদয় ইয়াতীম ও একাকী বিধবার কথা। আমি চিন্তা করছি নির্ধারিত ময়লুম, আশ্রয়হীন মুসাফির, বন্দী এবং জরাজীর্ণ বৃদ্ধের কথা। আমি ভাবছি সেই পরিবারের কর্তার কথা, যার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু আয়-উপার্জন খুবই সামান্য। এদের মতো অসংখ্য মানুষের কথা ভেবে আমি অস্থির। আমি নিশ্চিত জানি, কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ আমাকে এদের সবার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর সেদিন তাদের পক্ষ থেকে আমার বিরুদ্ধে যিনি দাঁড়াবেন, তিনি হলেন স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

আমার ভয় হচ্ছে, রাসূল (ছাঃ)-এর সেই অভিযোগের সামনে আমার কোন ওয়রই টিকবে না। নিজের এই পরিণতির কথা

৬. ইবনু কাছীর, আল-বেদায়াহ: ইবনু জারীর, তারীখ আব্বারী।

৭. আহমাদ হা/২২৩৫৪; মিশকাত হা/৩৭১৪; ছহীহুল জামে' হা/৩৪৯।

৮. আব্বারাগী, আওসাতু হা/৬৭৪৭; ছহীহুল জামে' হা/২৩০০।

৯. মুসলিম হা/১৪২ 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৬৮৬।

১০. মুসলিম হা/১৮২৫; মিশকাত হা/৩৬৮২।

১১. বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪১৫; ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৬২৭, সনদ হাসান।

ভেবে আমার নিজের ওপরেই করুণা হচ্ছে। তাই আমি কাঁদছি।^{১২}

(৩) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর একটি ঘটনা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তৎকালীন আব্বাসীয় খলীফা আবু জা'ফর আল-মানছুর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে বাগদাদের প্রধান বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করতে চাইলে তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। খলীফা মানছুর বললেন, 'আপনাকে বিচারকের দায়িত্ব নিতেই হবে'। ইমাম বললেন, 'আমি এই পদের যোগ্য নই'। খলীফা রেগে বললেন, 'আপনি মিথ্যা বলছেন!' ইমাম জবাব দিলেন, 'যদি আমি মিথ্যা বলে থাকি, তবে তো আমি ফাসেক। আর মিথ্যুক ব্যক্তি বিচারক হওয়ার যোগ্য নয়। আর যদি আমি সত্য বলে থাকি, তবে তো আমি নিজেই বলেছি আমি যোগ্য নই। সুতরাং কোনভাবেই আমাকে নিয়োগ দেওয়া যায় না'। এই অস্বীকৃতির কারণে তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং চারুক মারা হয়, তবুও তিনি পদ গ্রহণ করেননি।^{১৩}

এই ঘটনাগুলো প্রমাণ করে যে, আমাদের পূর্বসূরী খলীফাগণ ক্ষমতা বা দায়িত্বকে 'সুযোগ' হিসাবে দেখতেন না, বরং

'বিপদ' ও বড় ধরনের 'আমানত' হিসাবে দেখতেন। তাঁরা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী পদমর্যাদার চেয়ে পরকালীন জবাবদিহিতার ভয়কে অধিক প্রাধান্য দিতেন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নেতৃত্বের লোভ থেকে হেফযত করুন এবং কোন দায়িত্ব অর্পিত হ'লে তা আমানতদারিতার সাথে যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দান করুন- আমীন!

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪



Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- ▶ আম (মৌসুমি)
- ▶ লিচু (মৌসুমি)
- ▶ সকল প্রকার খেজুর
- ▶ মরিচের গুড়া
- ▶ হলুদের গুড়া
- ▶ আখের গুড় (মৌসুমি)
- ▶ খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- ▶ খাঁটি মধু
- ▶ খাঁটি পাওয়া মি
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল (এগুয়া জর্জিন)
- ▶ খাঁটি সরিষার তৈল
- ▶ খাঁটি জয়ন্তনের তৈল
- ▶ খাঁটি নারিকেল তৈল
- ▶ খাঁটি কালো জিরার তৈল
- ▶ নাটোরের কাঁচাপোস্তা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

- ① facebook.com/banglafoodbd
- ② E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
- ③ Whatsapp & lmo : 01751-103904
- ④ www.banglafoodbd.com



SCAN ME

১২. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১২/৬৯৭।

১৩. যাহাবী, সিয়াকু আ'লামিন নুবালা ৬/৪০২; খতীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ ১৫/৪৪৪।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, দারুস সুন্নাহ মহিলা মাদ্রাসা, রংপুর

পদের নাম	সংখ্যা	চাকুরীর ধরন	যোগ্যতা	বেতন ও সুবিধা
আরবী (সিনিয়র)/ শিক্ষিকা/শিক্ষক	২	আবাসিক ফুলটাইম	দাওরায়ে হাদীছ/কামিল পাশ আরবী ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে	১৪,০০০-১৬০০০/ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী
আরবী (সহকারী) শিক্ষিকা/শিক্ষক	২	আবাসিক ফুলটাইম	দাওরায়ে হাদীছ/কামিল পাশ	১০,০০০- ১২,০০০/ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী
নূরাণী শিক্ষিকা	২	আবাসিক	কমপক্ষে ৫ পারা কুরআন হিফয, আলিম/ফাযিল পাশ, অবশ্যই নূরাণী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হবে।	৭,০০০+/ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী
বিজ্ঞান ও আইসিটি (সহকারী) শিক্ষিকা/শিক্ষক	২	আবাসিক/ অনাবাসিক	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স/মাস্টার্স অধ্যয়নরত	১০,০০০+/ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী
ইংরেজি-১ বাংলা-১ (সহকারী) শিক্ষিকা/শিক্ষক	২	আবাসিক	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স/মাস্টার্স অধ্যয়নরত	১০,০০০+/ দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী
অফিস সহকারী (পুরুষ-১)	১	আবাসিক	আলিম/এইচ এসসি পাশ বয়স ৪৫+ হতে হবে।	৬০০০ - ৮০০০/ দক্ষতা অনুযায়ী
কেয়ারটেকার মহিলা-১	১	আবাসিক	দাখিল/এসএসসি পাশ। বয়স ৩০+ বিধবা, তালাক প্রাপ্তা অগ্রাধিকার পাবেন।	৬০০০-৮০০০/ দক্ষতা অনুযায়ী

শর্ত ও সুবিধা সমূহ : (১) আল্লাহতীরা, বিশুদ্ধ আকীদা, ছালাত আদায়কারী ও সুন্নতের পাবন্দ হ'তে হবে। (২) সিনিয়র ও সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের দাওরা/আলিম ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর যোগ্যতা থাকতে হবে। (৩) আবাসিক শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে একাডেমিক ক্লাস ছাড়াও বাদ ফজর/বিকালে ২টি অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হবে। (৪) ৫০ নম্বরে লিখিত, ৩০ নম্বরে ডেমে ক্লাস এবং ২০ ভাইভায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। (৫) আবাসিকগণ মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বাসস্থান ও খাবার সুযোগ-সুবিধা পাবেন। (৬) আগামী ১৫/১২/২৫ ইং তারিখের মধ্যে উল্লেখিত dsbmadrasah@gmail.com -এর মাধ্যমে চেয়ারম্যান/পরিচালক বরাবর শুধুমাত্র আবেদনপত্র শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মোবাইল নং উল্লেখ পূর্বক ০১৭১২ ৫৯৩ ৬৮৩ নম্বরে বিকাশ/নগদের মাধ্যমে ২০০ টাকা (অফেরত যোগ্য) পাঠিয়ে Transaction ID নং সহ জীবন বৃত্তান্ত প্রেরণ করতে হবে। (৭) শুধুমাত্র কৃতকার্য প্রার্থীকে টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে।

যোগাযোগ : পরিচালক, দারুস সুন্নাহ বালিকা মাদ্রাসা, উত্তম বানিয়া পাড়া, সিও বাজার, রংপুর।

মোবাইল : ০১৭১২ ৫৯৩ ৬৮৩ (চেয়ারম্যান), ০১৭৩৫ ৪৭৪ ০৭২ (পরিচালক)।

ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করবেন যেভাবে

-আব্দুল্লাহ আল-মারকুফ*

ভূমিকা : জ্ঞান হ'ল আলো। আর আমল হ'ল সেই আলোর প্রতিফলন। একটি ছাড়া অন্যটি অসম্পূর্ণ। আমলবিহীন ইলম যেমন নিস্প্রাণ বোঝা, ঠিক তেমনি ইলমবিহীন আমলও অন্ধের পথচলার মত বিপদসংকুল। সেজন্য ইলম ও আমলের সমন্বয়ের মাঝেই মুমিনের প্রকৃত সফলতা ও মর্যাদা নিহিত থাকে। পুণ্যবান সালাফগণ সামান্য জ্ঞান পেলে সেটা দিয়ে আমলের পাহাড় গড়তেন। আর আমরা জ্ঞানের বিশাল সমুদ্রে ডুব দিয়েও আমলের ক্ষেত্রে দেওলিয়া। জ্ঞান ও কর্মের বৈপরীত্যই মূলত এই অবক্ষয়ের মূল কারণ। কিভাবে এই নিষ্ফল জ্ঞানকে জীবন্ত আমলে রূপান্তরিত করা যায়? কিভাবে এ দুইয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে নাজাতের পথে ফেরা যায়? তার কার্যকরী উপায় খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে।

ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় করার উপায়

১. নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা :

আমলের বাগানে প্রথম যে বীজটি রোপণ করতে হয়, তা হ'ল বিশুদ্ধ নিয়তের বীজ। এই বীজটা যদি লৌকিকতা ও পার্থিব স্বার্থের বিষে দুষ্ট হয়, তবে ইলমের সুউচ্চ বৃক্ষটিও নিষ্ফলতায় পর্যবসিত হয়। তাই ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রথম শর্ত হ'ল নিয়তকে পরিশুদ্ধ করা, একে একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিত করা। ইলম অর্জনের মূল উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিত, তা স্বয়ং আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, 'আর মুমিনদের এটা সঙ্গত নয় যে, সবাই একত্রে (জিহাদে) বের হবে। অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহর নাক্ষত্রমণী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যাতে তারা সাবধান হয়' (তওবা ৯/১২২)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ আল-মুহাম্মাদ সা'দী (রহঃ) বলেন, 'যে ইলম শিখেছে, তার দায়িত্ব হ'ল তা বান্দাদের মাঝে প্রচার করা ও ছড়িয়ে দেওয়া এবং এ বিষয়ে তাদের নব্বীহত করা। কেননা আলেমের পক্ষ থেকে ইলম প্রচার করা তার বরকতের অংশ এবং বর্ধনশীল প্রতিদান'।^১ তাই ইলমের উদ্দেশ্য হ'ল প্রথমে নিজে আমল করা, অতঃপর অন্যকে নব্বীহত করা, সতর্ক করা। এই নিয়তের গুরুত্ব বুঝতে গিয়ে আবু আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে 'আত্বা আর-রুযাবারী (মৃ.৩৬৯হি.) বলেন, مَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِلْمِ يُرِيدُ

الْعِلْمَ، لَمْ يَنْفَعَهُ الْعِلْمُ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِلْمِ يُرِيدُ الْعَمَلَ بِالْعِلْمِ، نَفَعَهُ قَلِيلُ الْعِلْمِ، وَقَالَ: الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَالْعَمَلُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ يُورِثُ الْفَهْمَ, 'যে ব্যক্তি শুধু জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ইলমের সন্ধানে বের হয়, ইলম তার কোন উপকার করে না। আর যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করার উদ্দেশ্যে ইলমের সন্ধানে বের হয়, সামান্য ইলমই তার উপকার করে। তিনি আরো বলেন, ইলম আমলের উপর নির্ভরশীল, আর আমল ইখলাছের উপর নির্ভরশীল। আর আল্লাহর জন্য ইখলাছ মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে গভীর প্রজ্ঞা দান করে'।^২ বর্তমান সময়ে আমাদের মাঝে এমন অনেকে আছেন, যারা ইলমের পাহাড় গড়েছেন, কিন্তু সে অনুযায়ী আমলের তাওফীক হয়নি। আবার এমন সাধারণ মানুষও আছেন, যিনি হয়তো শুধু জেনেছেন যে 'ছালাত আদায় করা ফরয, ক্বিয়ামতর দিন সর্বপ্রথম ছালাতের হিসাব গ্রহণ করা হবে। আর তা জানার পর জীবনে কখনো ছালাত ছাড়েননি। ঐ 'সামান্য ইলম'ই তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।

তবে কখনো এমন হ'তে পারে যে, ইলম অর্জনের শুরুতে নিয়ত শতভাগ পরিশুদ্ধ ছিল না। হয়তো দুনিয়ার কোন চাকচিক্য বা পার্থিব স্বার্থ মনের কোণে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু ইলমের নূর এতই শক্তিশালী যে, তা যদি নিষ্ঠার সাথে অব্বেষণ করা হয়, তবে তা একসময় অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে ফেলে। মা'মার (৯৫-১৫৩হি.) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِعَيْرٍ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছু জন্য ইলম অব্বেষণ করে, ইলম তাকে প্রত্যাখ্যান করতে থাকে, যতক্ষণ না সে ইলমকে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে আনে'।^৩ বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মানুষ শুধু সার্টিফিকেট, চাকরী, খ্যাতি বা দুনিয়াবী পদের জন্য ইলম অর্জন করেন। ফলে সেই ইলমে বরকত থাকে না। সুতরাং এই জ্ঞান তখনই সত্যিকারের উপকারী ও বরকতময় হবে, যখন তা আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের নিঃস্বার্থ কল্যাণের উদ্দেশ্যে খালেছ করা হবে।

হাবীব ইবনু আবী ছাবিত (মৃ. ১১৯হি.) বলেন, طَلَبْنَا هَذَا الْأَمْرَ, 'আমরা এই ইলম অব্বেষণ শুরু করেছিলাম, তখন আমাদের কোন (খালেছ) নিয়ত ছিল না। অতঃপর নিয়ত পরে এসেছে'।^৪ এমনকি ইমাম হাসান আল-বাহরী ও সুফিয়ান আছ-ছাওরী (রহঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, তাঁরা বলতেন, كُنَّا نَطْلُبُ الْعِلْمَ لِلدُّنْيَا، فَجَرَّأْنَا إِلَى الْآخِرَةِ, 'আমরা দুনিয়ার জন্য ইলম অব্বেষণ শুরু

*. শিক্ষক, আল-মারকাতুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী।

১. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩৫৫।

৩. খাজীব বাগদাদী, আয-যুহদ ওয়ার রাব্বুল-ইয়াহুদ (বৈরত : দারুল বাশায়ের আল-ইসলামিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২০হি./২০০০খ.), পৃ. ৭১।

৪. ইবনু আদিল বার, জামে'উ বায়ানিল ইলম ওয়া ফায়ালিহী, ১/৭৪৮।

৪. তাফসীরে কুরতুবী ১/২২; জামে'উ বায়ানিল ইলম, ১/৭৪৯।

করেছিলাম, অতঃপর তা (ইলম) আমাদেরকে আখেরাতের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।^৫

অনেকে হয়তো দুনিয়াবী সম্মান, উপাধি বা চাকরীর লোভে জ্ঞানার্জন শুরু করে। কিন্তু পবিত্র কুরআন ও হুদীহ সুন্যাহর বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা করতে গিয়ে তাদের অন্তর পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পরকালমুখী হয়ে যায়। তাই শুরুতেই হতাশ না হয়ে আল্লাহর কাছে খাঁটি নিয়তের জন্য বেশী বেশী দো'আ করা উচিত।

২. আমল করার উদ্দেশ্যে ইলম হাছিল করা :

জ্ঞানার্জন কোন একাডেমিক বিলাসিতা নয়, বরং তা হ'ল অন্ধকারে পথচলার জন্য আলো সংগ্রহ করা। যে ব্যক্তি কেবল জানার জন্য জানে, কিন্তু মানার জন্য নয়, সে যেন এমন এক ভোজনরসিক, যিনি কেবল সুস্বাদু খাবারের বর্ণনা শোনেন; কিন্তু কখনো সেই খাবারের স্বাদ আস্বাদন করেন না। জৈনৈক সালাফ বলেন, **وَالْعَمَلُ غَايَةُ الْعِلْمِ، فَلَوْلَا الْعَمَلُ لَمْ يُطَلَّبْ عِلْمٌ، وَلَوْلَا الْعِلْمُ لَمْ يُطَلَّبْ عَمَلٌ، وَلَكِنْ أَدْعَ الْإِلْمَ ه'ল** 'ইলম হ'ল **الْحَقُّ جَهْلًا بِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعَى زُهْدًا فِيهِ**, আমলের সেবক। আর আমল হ'ল ইলমের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যদি আমল না থাকত, তবে ইলম অন্বেষণ করা হ'ত না। আর যদি ইলম না থাকতো, তবে আমল অন্বেষণ করা হ'ত না। আর হক্ব বা নেক আমল সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও অবহেলাবশত তা ছেড়ে দেওয়ার চেয়ে আমার কাছে না জানার কারণে সেই আমল ছেড়ে দেওয়া উত্তম।^৬ উদাহরণস্বরূপ, একজন সাধারণ রিকশাচালক, যে হয়তো জানেই না তাহাজ্জদের ফযীলত কী, কিয়ামতের দিন তার জবাবদিহিতা, আর সেই আলেমের জবাবদিহিতা এক নয়, যিনি তাহাজ্জদের উপর শত শত হাদীছ মুখস্থ করেছেন, জেনেছেন; কিন্তু কখনো শেষ রাতে সিজদায় মাথা রাখেননি।

ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যের উপরই নির্ভর করে আত্মিক উন্নতি বা অবনতি। মালেক ইবনে দীনার (মৃ. ১৪০ হি.) বলেন, **مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَقَفَّهَ اللَّهُ وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ لَزِيَ** 'যে ব্যক্তি আমল করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে অন্য কোন কারণে ইলম তালাশ করে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তার অহংকার বৃদ্ধি পায়।^৭ সত্যিই তাই। যখন একজন আলেম তার ইলম দিয়ে মানুষের বাহবা কুড়ান, তখন তার অহংকার বাড়ে। কিন্তু যখন তিনি সেই ইলম অনুযায়ী গভীর রাতে একাকী আল্লাহর সামনে কাঁদেন, তখন আল্লাহ তাকে বিনয়ী হওয়ার তাওফীক দান করেন।

ইমাম নববী (৬৩১-৬৭৬ হি.) বলেন, এমন কত আলেম আছে, আল্লাহ যাকে তার অর্জিত ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দেননি, ফলে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করতে পারেনি। আবার এমন কত সাধারণ লোক আছে, আল্লাহ যাকে নেক আমল করার তাওফীক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।^৮ লুকমান হাকীম স্বীয় সন্তানকে উপদেশ দিয়ে বলেন, **يَا بُنَيَّ! لَا تَعْلَمْ مَا لَا تَعْلَمُ حَتَّى تَعْمَلَ بِمَا تَعْلَمُ**, 'বৎস আমার! অর্জিত জ্ঞানের উপর আমল না করা পর্যন্ত অজানা ইলম শিখ না।'^৯

তাই সালাফে ছালেহীন যখন নতুন কিছু শিখতেন, তখন সাথে সাথে তা আমলে পরিণত করতেন। আবু ক্বিলাবাহ (মৃ. ১০৪ হি.) বলেন, **إِذَا أَحْدَثَ اللَّهُ لَكَ عِلْمًا فَأَحْدِثْ لَهُ عِبَادَةً، وَلَا يَكُنْ،** 'যখন আল্লাহ তোমাকে কোন নতুন ইলম দান করেন, তখন তুমি তার জন্য নতুন একটি ইবাদত চালু কর। আর (ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে) তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য যেন এটা না হয় যে, তুমি তা লোকদেরকে বলে বেড়াবে।'^{১০} কি অপূর্ব নছীহত! আজ আমরা নতুন একটি হাদীছ জানলে বা নতুন কোন মাসআলা শিখলে আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য থাকে কখন তা ফেইসবুকে শেয়ার করবো বা মানুষকে বলে বেড়াব। যদিও খালেছ নিয়তে মানুষকে সেটা জানালে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু আবু ক্বিলাবাহ (রহঃ)-এর উপদেশটা একটু গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হবে যে, আপনার-আমার প্রথম কাজ হ'ল নিজে সেই অনুযায়ী একটি নতুন ইবাদত শুরু করা। যেমন আপনি আজ জানলেন যে, রাসূলুল্লাহ (হঃ) প্রতি রাতে সূরা সাজদাহ ও সূরা মুলক তেলাওয়াত করতেন এবং সূরা দু'টি তেলাওয়াত না করা পর্যন্ত তিনি ঘুমাতে না।^{১১} এখন আমাদের প্রথম কাজ কি? এই হাদীছটি ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেওয়া? নাকি আজ রাত থেকেই ঘুমের আগে সূরা দু'টি তেলাওয়াত করা?

জ্ঞানী ও তথ্য বর্ণনাকারীর মাঝে মূল পার্থক্য এটাই। তারা কোন ইলম হাছিল করলে আগে নিজে আমল করতেন, তারপর সেটা প্রচার করতেন। আর আমাদের কর্মনীতি তাদের থেকে কতই না দূরে! হাসান বাহরী (২১-১১০ হি.) বলেন, **هَمَّةُ الْعُلَمَاءِ الرَّعَايَةِ، وَهَمَّةُ السُّفَهَاءِ الرِّوَايَةِ**, 'আলেমদের মূল লক্ষ্য হ'ল ইলমের যত্ন নেওয়া বা বাস্তবায়ন করা। আর নির্বোধদের লক্ষ্য হ'ল শুধু বর্ণনা করা।'^{১২} বর্তমান যুগ হ'ল ইলম বর্ণনার যুগ। আমরা অধিকাংশই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং শেয়ারকারী। কিন্তু ইলমের যত্ন কয়জন করি? আমরা গীবতের ভয়াবহতা নিয়ে লেকচার শেয়ার করি, আবার নিজেরাই বন্ধুদের আড্ডায় গীবতে লিপ্ত হই।

৮. মুহাম্মাদ খাদেমী, বারীক্বাহ মাহমুদিয়াহ (দামেশক : মাতুব্বা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮ হি.) ১/২৯৯।

৯. খতীব বাগদাদী, ইকুতিয়াউল ইলমিল আমল, পৃ. ৫৬।

১০. ইকুতিয়াউল ইলমিল আমল, পৃ. ৩৪।

১১. তিরমিযী হা/২৮৯২; হুদীহাহ হা/৫৮৫; সনদ হুদীহ।

১২. ইকুতিয়াউল ইলমিল আমল, পৃ. ৩৫।

৫. শাত্তুবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, সম্পাদনা : বকর ইবনে আব্দুল্লাহ আবু য়ায়েদ (কায়রো : দারুল ইবনে আফফান, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৭খ.) ১/১০৩-১০৪।

৬. খতীব বাগদাদী, ইকুতিয়াউল ইলমিল আমল, পৃ. ১৫।

৭. আবু নু'আইম আফহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮।

‘বিপুল জ্ঞানের চেয়ে আমাদের অল্প শিষ্টাচারের প্রয়োজনই বেশী’^{২২}

ইমাম মালেক (৫৩-১৭৯হি.)-এর সুযোগ্য ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব (১২৫-১৮৭হি.) বলেন, ‘الَّذِي نَقَلْنَا مِنْ أَدَبِ’ ‘আমরা ইমাম মালেকের জ্ঞান থেকে যা শিখেছি, তার চেয়ে পরিমাণে অনেক বেশী তাঁর শিষ্টাচার থেকে গ্রহণ করেছি’^{২৩} ইবরাহীম ইবনু হাবীব ইবনু শাহীদ (মৃ. ২০৩হি.) বলেন, ‘আমরা আব্বা আমাকে বলেছেন, وَحُذِّتُ مِنْ أَدَبِهِمْ وَأَخْلَافِهِمْ وَهَدْيِهِمْ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ لَكَ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ’ ‘হে আমার বোটা! ফক্বীহ ও আলেমদের নিকট যাও, তাঁদের থেকে ইলম শেখ। আর (বিশেষভাবে) তাদের শিষ্টাচার, আখলাক ও চালচলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। অনেক বেশী হাদীছ শেখার চেয়ে তোমার জন্য এই শিষ্টাচার শেখা আমার কাছে অধিকতর প্রিয়’^{২৪}

ইলমের শিষ্টাচার বা আদব বলতে কি বুঝানো হয়? এ মর্মে খাত্বীব আল-বাগদাদী (৩৯২-৪৬৩হি./১০০২-১০৭২খৃ.) বলেন, ‘وَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ طَلِبَةُ الْحَدِيثِ أَكْمَلَ النَّاسِ أَدَبًا، وَأَشَدَّ الْخَلْقِ تَوَاضُعًا، وَأَعْظَمَهُمْ نَزَاهَةً وَتَدَنُّيًا، وَأَقْلَهُمْ طَيْشًا، وَغَضَبًا’ ‘হাদীছ অন্বেষণকারীদের জন্য অপরিহার্য হ’ল-মানুষের মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণাঙ্গ শিষ্টাচারের অধিকারী হওয়া, সৃষ্টির মাঝে সর্বাধিক বিনয়ী হওয়া, সততা ও ধার্মিকতায় শ্রেষ্ঠতম হওয়া এবং অস্থিরতা ও ক্রোধে সর্বনিম্ন হওয়া’^{২৫} ইমাম আল-গাযালী (৪৫০-৫০৫হি./১০৫৭-১১১১খৃ.) বলেন, ‘مِنْ آدَابِ الْمُتَعَلِّمِ...طَهَارَةُ النَّفْسِ عَنْ رَذَائِلِ الْأَخْلَاقِ وَمَذْمُومِ الْأَوْصَافِ وَالصِّفَاتِ الرَّدِيئَةِ مِثْلُ: الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَأَخْوَاتِهَا’ ‘শিক্ষার্থীর অন্যতম শিষ্টাচার হ’ল...আত্মকে নীচু নৈতিকতা, নির্দিত বৈশিষ্ট্য এবং মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র রাখা। যেমন ক্রোধ, কুপ্রবৃত্তি, বিদ্বেষ, হিংসা, অহংকার, আত্মমুগ্ধতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বদ অভ্যাস’^{২৬}

এ কারণেই সালাফগণ ইলম বিতরণের আগে দেখতেন-ইলম অর্জনকারীর আদব ঠিক আছে কি-না! আর তারা শুধু সিলেবাস শেষ করতেন না, বরং ছাত্ররা যা শিখল, সে অনুযায়ী আমল করল কি-না, সেই খবরও নিতেন। শু’আইব

ইবনে হারব (রহঃ) ইলম অর্জনের জন্য সুফিয়ান ছাওরী (৯৭-১৬১ হি.)-এর কাছে গেলেন। তখন সুফিয়ান (রহঃ) তাকে বললেন, ‘حَتَّى تَعْمَلُوا بِمَا تَعْلَمُونَ ثُمَّ تَأْتُونِي فَأَحَدْتُكُمْ’ ‘তোমরা অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল কর। এরপর আমার কাছে এসো, তখন আমি তোমাদের হাদীছ শুনাব’^{২৭} ইমাম সুফিয়ান (রহঃ) আগে আমলের ‘হোমওয়ার্ক’ জমা নিয়েছেন, তারপর নতুন ‘ইলম’ শিক্ষা দিয়েছেন।

আদব ও আমল নিশ্চিত না করে শুধু তথ্য দিয়ে মস্তিষ্ক বোঝাই করা সালাফদের পদ্ধতি ছিল না। তাই ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয় ঘটাতে চাইলে জ্ঞানের আগে আদবকে তার যথার্থ স্থানে ফিরিয়ে আনা আবশ্যিক। আব্দুল্লাহ ইবনু হারুন (রহঃ) বলেন, ‘আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ আল-ফিরইয়্যাবী (১২০-২১২হি.)-এর কাছে এসে বললাম, আমাকে পাঁচটি হাদীছ বলুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি তাঁর সামনে পড়তে শুরু করলাম, আর তিনি গণনা করছিলেন, যা আমি জানতাম না। যখন আমি ষষ্ঠটি শুরু করলাম, তিনি বললেন, اَذْهَبْ فَتَعْلَمْ الصَّدَقَ، ثُمَّ اكْتُبِ الْحَدِيثَ، ‘যাও, আগে সত্যবাদিতা শেখ, তারপর হাদীছ লেখ’^{২৮}

সালাফদের কর্মনীতি আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বড় নছীহত। আমরা শুধু সিলেবাস শেষ করছি, কিন্তু ছাত্ররা যা শিখল তা আমল করলো কি-না, সেই খবর নিচ্ছি না। ইলম অর্জনের আগে তাই আত্মকে পবিত্র করা, আর ইলম অর্জনের পরে আমল করা আবশ্যিক। অন্যথায় শুধু তথ্য সংগ্রহ করা হবে, আলেম উপাধি পাওয়া যাবে; কিন্তু সেই ইলমের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে না।

৪. আমল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা :

ইলম অর্জনের পর আমাদের হৃদয়ে যে আবেগ ও অনুভূতি তৈরী হয়, তা অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু সেই আবেগ যদি বাস্তবায়নের পরিকল্পনায় রূপ না নেয়, তবে তা ভোরের শিশিরের মত উবে যায়। আমরা অনেকেই কোন আলেমের বক্তব্য শুনে বা বই পড়ে ভীষণভাবে আলোড়িত হই, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলে যাই। কারণ আমরা সেই ইলমকে ‘আমলে’ পরিণত করার কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করি না। অথচ আমাদের সালাফগণ যখন কুরআন-হাদীছের কোন ইলম অর্জন করতেন, তখন সেটা তাদের জীবনে খুব গভীরভাবে রেখাপাত করত। ইসমাদিল ইবনে ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন, ‘একবার সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) আমাকে দেখলেন, আমি কা’বা ঘরের পাশে বনু শাইবা গোত্রের এক ব্যক্তির সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছিলাম। আমাকে এভাবে হাসতে দেখে সুফিয়ান (রহঃ) বললেন, تَبَسُّمٌ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَسْمَعَ الْحَدِيثَ الْوَاحِدَ فَتَرَى عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَمْتَهُ

২২. ইবনুল কাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, মাদারিজুস সালেকীন (দারুল আত্বাআতিল ইলম) ৩/১৪২।

২৩. শামসুদ্দীন যাহাবী, তারীখুল ইসলাম, ১১/৩২৩।

২৪. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে’ লি আখলাকির রাবী, ১/৮০।

২৫. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে’ লি আখলাকির রাবী, ১/৭৮।

২৬. আবু হামিদ গাযালী, ইহয়াউ উলুমুদ্দীন, ১/৪৮।

২৭. ইকুতিয়াউল ইলমি আল-আমল, পৃ. ৮৫।

২৮. খত্বীব বাগদাদী, আল-জামে’ লি আখলাকির রাবী, ১/৩০৪।

হিসাবে। সেজন্য কুরআন তেলাওয়াতের অর্থ শুধু পাঠ করা নয়; বরং কুরআনের হালাল-হারাম, আদেশ-নিষেধের অনুসরণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, **الَّذِينَ آمَنُوا هُمُ الْكَتَابَ يَتْلُونَهُ** ‘আমরা যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, তা যারা যথার্থভাবে তেলাওয়াত করে, তাই তার (মুহাম্মাদের) উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে’ (বাক্বারাহ ২/১২১)।

কুরআন যথাযথভাবে তেলাওয়াত করা (حَقَّ تِلَاوَتِهِ)-এর অর্থ হ’ল- ‘তারা কুরআনের আদেশ ও নিষেধ মেনে চলার মাধ্যমে যথাযথ অনুসরণ করে। ফলে তারা এর হালাল করা বস্তুকে হালাল মনে করে, হারামকে হারাম মনে করে এবং এতে যা বর্ণিত আছে সে অনুযায়ী আমল করে’। ইকরিমা (রহঃ) বলেন, তেলাওয়াত করার অর্থ হ’ল ‘অনুসরণ করা’। যেমন আল্লাহ বলেন, **وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّاهَا** ‘শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের অনুগামী হয়’ (শামস ৯১/২)। এখানে **تَلَّاهَا** অর্থ **أَتَعَلَّاهَا** (তার অনুসরণ করে)।^{৩২} সুতরাং না বুঝে এবং আমলকারী না হয়ে কুরআনের অর্থ পাঠ করাকে ‘কুরআন তেলাওয়াত’ বলা হয় না; বরং যারা কুরআন পাঠের মাধ্যমে এর বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করে তাই প্রকৃত কুরআন তেলাওয়াতকারী। সুতরাং ‘যথাযথ তেলাওয়াত’ শুধু তাজবীদ সহকারে পড়া নয়। বরং যখন আপনি পড়ছেন, ‘তোমরা সূদের কাছেও যেও না’, তখন সূদভিত্তিক সকল লেনদেন থেকে যখন একশ হাত দূরে থাকতে পারছেন, তখন এটাই ‘যথাযথ তেলাওয়াত’।

কুরআন যদি বুঝে পড়া না হয়, তবে তা আমলের প্রেরণা যোগায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ** **صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يَقْرَأُ، حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى** ‘মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কণ্ঠের তেলাওয়াতকারী সেই ব্যক্তি, যার তেলাওয়াত শুনে তোমাদের মনে হবে যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত-সম্ভ্রান্ত (হয়ে তেলাওয়াত করছে)’।^{৩৩}

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস’উদ (রাঃ) বলেন, **كَانَ الرَّحْلُ مَتْنًا إِذَا تَعَلَّمَ** **عَشْرَ آيَاتٍ لَمْ يَجَاوِزْهُنَّ حَتَّى يَعْرِفَ مَعَانِيَهُنَّ، وَالْعَمَلُ مِنْ** ‘আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতে পারতেন এবং আমল করতে পারতেন’।^{৩৪}

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, **إِنَّمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ لِيُعْمَلَ بِهِ** ‘কুরআন নাযিল হয়েছে এর উপর আমল করার জন্য। সুতরাং মানুষ যেন এর তেলাওয়াতকে আমল হিসাবে গ্রহণ করে’। তাকে জিজ্ঞেস করা হ’ল- ‘কুরআনের

উপর আমল করা হবে কীভাবে?’ তিনি বলেন, **لِيُحْلِلُوا حَلَالَهُ، وَيُحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَيَتَّبِعُوا عَنْ نَوَاهِيهِ، وَيَقْفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ** ‘তারা এর হালাল বিধানকে হালাল মনে করবে এবং হারামকে হারাম মনে করবে। এর নির্দেশনাবলী পরিপূর্ণরূপে মেনে চলবে, নিষেধসমূহ থেকে বিরত থাকবে এবং এর আশ্চর্য বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে’।^{৩৫}

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (৬৬১-৭২৮ হি.) বলেন, **الْمَطْلُوبُ مِنَ الْقُرْآنِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةً حَافِظِيهَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالَّذِينَ** ‘কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ’ল- এর অর্থ অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। কুরআনের বাহকের যদি এই অভিপ্রায় না থাকে, তবে সে আলেম ও বীনদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে না’।^{৩৬} উদাহরণস্বরূপ, একজন রোগী যদি ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনকে সুন্দর করে গিলাফে মুড়িয়ে চুমু খায়, কিন্তু তা খুলে না পড়ে এবং সে অনুযায়ী ঔষধ না খায়, তবে কি সে সুস্থ হবে? কখনোই না। কুরআন হ’ল আমাদের অন্তরের রোগের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেসক্রিপশন বা শিফা। আমরা একে পাঠ করি, চুমু খাই; কিন্তু তা বুঝে পড়ি না, এর মর্ম অনুধাবনের চেষ্টা করি না এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি না। ফলে কুরআন পাঠ করার পরেও আমাদের আত্মার রোগ সারছে না এবং এর আলোকে আমরা জীবন গড়তে পারছি না। কুরআনের প্রতিটি আয়াতে আল্লাহর এক বিশেষ রহমত সঞ্চিত আছে, এর এক অলৌকিক শক্তি আছে। কোন মানুষ যদি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে, অনুধাবন করে তেলাওয়াত করে, তবে তার দেহ-মন প্রভাবিত হবেই। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মহান আল্লাহ আমাদের নিয়মিত কুরআন অনুধাবনের তাওফীক দিন- আমীন!

৬. ইলম বিতরণ করা বা (ইলমের প্রচার ও প্রসার ঘটানো) :

বন্ধ পুকুর যেমন সময়ের সাথে দূষিত হয়ে যায়, তেমনি যে ইলম বিতরণ করা হয় না, তা অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দেয়। জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমেই জ্ঞানের যথার্থ আমল হয় এবং ইলমের নূর বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা’আলা শুধু জ্ঞানীদের প্রশংসা করেননি; বরং তিনি তাদের প্রশংসা করেছেন যারা জানে এবং সে অনুযায়ী আমল করে। যেমনটি তিনি সূরা আছর-এ নাজাত লাভের জন্য চারটি শর্ত দিয়েছেন: (১) ঈমান [ইলম], (২) সৎকর্ম [আমল], (৩) পরস্পরকে ‘হক’-এর উপদেশ (দাওয়াত) ও (৪) ধৈর্যের উপদেশ। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইদরীস আশ-শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন, **لَوْ تَذَكَّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورَةَ لَوَسَّيْتُهُمْ** ‘যদি মানুষ এই সূরাটি গবেষণা করত, তাহ’লে এটাই তাদের

৩২. তাফসীরে কুরতুবী ২/৯৫।

৩৩. ইবনে মাজাহ হা/১৩৩৯, সনদ ছহীহ।

৩৪. তাফসীরে ত্বাবারী, ১/৮০।

৩৫. খতীব বাগদাদী, ইকুতিয়াউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৭৬।

৩৬. ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়ালা কুবরা (বৈরুত: দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮হি./১৯৮৭খ.), ২/১৩৫।

(হেদায়াতের) জন্য যথেষ্ট হ'ত।^{৩৭} এখানে আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন যে, শুধু ব্যক্তিগত আমল যথেষ্ট নয়; বরং সেই আমল ও ইলমের দাওয়াত না দিলে ক্ষতির চক্র থেকে বের হওয়া সম্ভব হবে না।

প্রত্যেক নবী-রাসূল দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের ইলমের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছেন। কেননা অর্জিত জ্ঞানের প্রচার-প্রসার ঘটানোর মাধ্যমেই যমীনের বুকে আল্লাহর দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং জ্ঞানকে শুধু নিজের আমলে সীমাবদ্ধ করে ফেলা এবং গোপন করা উচিত নয়। ইমাম ইবনে আদিল বারী (৩৬৮-৪৬৩হি.) বলেন, 'إخفاء العلم نجاة، وإخفاء العلم هلكة'।^{৩৮} অর্থাৎ আমরা যখন কোন নফল ইবাদত, যেমন তাহাজ্জুদের ছালাত বা গোপন দান মানুষের চোখের আড়ালে করি, তখন তা লৌকিকতা থেকে মুক্ত থাকে এবং আমাদের নাজাতের অঙ্গীলা হয়। কিন্তু যখন আমরা এমন একটি জ্ঞান গোপন করি যা মানুষের জানা প্রয়োজন, তখন তা ধ্বংস ডেকে আনে। সূদখোরকে সূদের ভয়াবহতা থেকে, ঘূষখোরকে ঘূষের অনিষ্ট থেকে এবং মাদকাসক্তকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সাবধান না করলে সমাজে এসব বিস্তার লাভ করে সমাজকে ধ্বংস করবে। আর এ ক্ষতি থেকে সমাজের কোন ব্যক্তি রেহাই পাবে না। ক্বাতাদা (রহঃ) বলেন, 'فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا، قَاتَادَا (রহঃ) বলেন, 'فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا،

فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا، قَاتَادَا (রহঃ) বলেন, 'فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا،

فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا، قَاتَادَا (রহঃ) বলেন, 'فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا،

فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا، قَاتَادَا (রহঃ) বলেন, 'فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا،

এ কারণেই আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সাদী (১৮৮৯-১৯৫৬ খ্রি.) বলেন, 'وَحَفِظْ لِمَا عَلِمَهُ،

وَحَفِظْ لِمَا عَلِمَهُ، 'যে ব্যক্তি তার ইলম প্রচার করে, সেটা যেন তার জন্য দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ। ইলম বিতরণের মাধ্যমে তার অর্জিত জ্ঞান সংরক্ষিত থাকে। আর আল্লাহ তাকে তার এ কাজের অনুরূপ প্রতিদানই দান করেন'।^{৪১} ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম ইবনে তায়মিয়া, ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) প্রমুখ ওলামায়ে কেরাম আজ আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তাদের বিতরণ করা ইলমের মাধ্যমে তাঁরা হাজার বছর ধরে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন। এটাই হ'ল 'দ্বিতীয় জীবন'। আমরাও এমন সুযোগ লাভের চেষ্টা করতে পারি। যাতে একটি ছোট মাসআলা শেখানো, কাউকে একটি আয়াত বা একটি হাদীছ শিক্ষা দেওয়া, সন্তানকে ছালাতের সঠিক নিয়ম শেখানো, বন্ধুকে একটি ভুলের ব্যাপারে সুন্দরভাবে শুধরানো ইত্যাদি আমার-আপনার বরকত লাভের মাধ্যমে অথবা আকাঙ্ক্ষিত সেই 'দ্বিতীয় জীবন' হতে পারে।

তবে এই ইলম বিতরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব রয়েছে। আর তা হ'ল অপাত্রে ইলম বিতরণ না করা। কেননা ইলম হ'ল মুক্তার মত; তা যত্রতত্র ছড়িয়ে দেওয়ার জিনিস নয়। ইলম কেবল তার প্রকৃত গ্রাহকের কাছেই পৌঁছাতে হয়। ইবনে হাজার আসক্বালানী (৭৭৩-৮৫২হি.) বলেন, 'لَا يَنْبَغِي

لَا يَنْبَغِي 'যে ব্যক্তি ইলমের প্রতি আগ্রহী নয়, তার কাছে তা প্রচার করা উচিত নয়। বরং যে শুনতে আগ্রহী তাকেই হাদীছ শোনাবে। কারণ সেই এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিক যোগ্য। আবার সতর্ক থাকতে হবে যে, ইলম যেন অযোগ্য পাত্রেরে রাখা না হয়। যে ব্যক্তি তা বুঝতে সক্ষম কেবল তাকেই তা বলা উচিত। আর কম বোঝে এমন ব্যক্তিকে এমন কথা বলা উচিত নয়, যা সে ধারণ করতে পারবে না'।^{৪২}

বর্তমান যুগে আমরা প্রায়ই এই ভুল করি। যেমন, ফেইসবুকের মত পাবলিক প্লেসে, যেখানে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে জ্ঞানী-গুণী সবাই আছেন, সেখানে আক্বীদার কোন গভীর বা জটিল মাসআলা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দেওয়া হয়। এর ফলে মানুষ হেদায়াত পাওয়ার বদলে আরও বেশী বিভ্রান্তি ও ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়। আবার ধরুন, কোন ব্যক্তি হয়তো সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি হয়তো ঠিকমতো পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতই আদায় করেন না। তার কাছে

৩৭. তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮/৪৭৯।

৩৮. ইবনু আদিল বারী, আত-তামহীদ (লন্ডন : মুআসসাআতুল ফুক্বান, ১ম মুদ্রণ, ১৪৩৯হি./২০১৭খ্রি.), ১৩/৩২৮।

৩৯. তাফসীরে বাগাভী ১/৫৫২।

৪০. রাসায়ালে ইবনে হাযম, পৃ. ১/৩৪৪।

৪১. মুহাম্মাদ ইবরাহীম আল-হামদ, মা'আল মু'আলি-মীন (সউদী আরব, যুলফী : প্রবি, ১৪১৭হি.) পৃ. ৪১; গহীত : আব্দুর রহমান নাহের আস-সাদী, আল-ফাতাওয়া আস-সাদিয়াহ, পৃ. ৪৫৫।

৪২. ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাৎহুল বারী ১১/১৩৯।

গিয়ে যদি ফিকহের মতভেদপূর্ণ জটিল বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় তাহলে তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহই হারিয়ে ফেলবেন। এটা হ'ল 'অযোগ্য পাত্রের ইলম রাখা'। তার প্রয়োজন ছিল তাওহীদ ও ছালাতের প্রাথমিক জ্ঞান; কিন্তু আপনি তাকে এমন কিছু দিলেন যা সে ধারণ করতে পারবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে করণীয় হ'ল রোগীর অবস্থা বুঝে ঔষধ দেওয়া।

প্রখ্যাত তাবেরী মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরায়ী (৪০-১০৮হি.)

বলেন, لَا يَحِلُّ لِعَالِمٍ أَنْ يَسْكُتَ عَلَى عِلْمِهِ، وَلَا لِلْجَاهِلِ أَنْ

يَسْكُتَ عَلَى جَهْلِهِ, 'কোন আলোমের জন্য তার ইলম থাকা সত্ত্বেও চুপ থাকা বৈধ নয়। আবার কোন মূর্খের জন্যও তার মূর্খতার উপর চুপ থাকাও উচিত নয়'।^{৪০} সমাজে দাঁটি কাজ সমানতালে চলছে, যিনি জানেন, তিনি ভয়ে বা অলসতায় চুপ করে আছেন; আর যিনি জানেন না, তিনি অজ্ঞতাকে আঁকড়ে ধরে আছেন, জানতেও চাচ্ছেন না। এই গন্ডি থেকে বের হয়ে আসা যরুরী। আপনি যা-ই জানেন, তা যতই সামান্য হোক, ইখলাছের সাথে তা অন্যের কাছে পৌঁছে দিন। হ'তে পারে আপনার বলা একটি কথাই কোন মানুষের জীবন বদলে দেবে। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, نَشَرُ الْعِلْمَ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْبِرِّ, 'ইলম প্রচার সর্বোত্তম নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত'।^{৪১}

৪০. তাফসীরে কুরতুবী ৪/৩০৪।

৪১. ইবনু আব্দিল বার, আত-তামহীদ, ৫/২০২; সিয়াক আলমিন নুবালা, ৮/১১৪।

সুতরাং আমরা যেন ইলমকে হৃদয়ে ধারণ করে কেবল নিজের আমল নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকি; বরং সেই ইলমের আলোয় চারপাশকে আলোকিত করার ব্রত গ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইলমের যথার্থ হক আদায় করার এবং তা মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে 'দ্বিতীয় জীবন' লাভ করার তাওকীক দান করুন- আমীন।

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি
ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য শিক্ষা

দারুল উলুম আস-সালাফী (মহিলা শাখা)

অত্র প্রতিষ্ঠানটি হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে

ভর্তি
চলছে

নূরানী

নাযেরা

হিফযুল কুরআন

কিতাব বিভাগ

ভর্তি পরীক্ষা : ০৩ই জানুয়ারী ২০২৬

শনিবার সকাল ১০ ঘটিকায়

শিশু শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যায়ক্রমে দাওরা পর্যন্ত
(স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য জেনারেল বিভাগ)

স্থান : কালনী বাজার, পূর্বাচল, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৭১০০৩০৬৪৭

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- ◆ কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- ◆ প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- ◆ বিভিন্ন ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- ◆ সরিষা ও লিচু ফুলের মিশ্র মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- ◆ শক্তি প্রাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- ◆ শক্তি প্রাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-



যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দৃষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

মুসলিম জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

—মুহাম্মাদ রাসূল আনাম*

মহাকালের স্রোতে মানব মনের এক অনন্ত জিজ্ঞাসা, আমি কে? কেন আমার আগমন? এ জীবনের উদ্দেশ্য কি? কোথায় আমার চূড়ান্ত গন্তব্য? যুগ যুগ ধরে অগণিত দার্শনিক, চিন্তাবিদ এবং সাধারণ মানুষ এই গভীর আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে ফিরেছেন।

বস্তুবাদী জগতের চাকচিক্য আর ক্ষণস্থায়ী মোহের মরীচিকায় মানুষ যখন তার অস্তিত্বের সংকটে নিমজ্জিত হয়, ঠিক তখনই ইসলাম তাকে এক মহিমাম্বিত, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সুস্পষ্ট জীবনদর্শন দান করে। একজন মুসলিমের জীবন নিছক জন্ম, জীবিকা নির্বাহ এবং মৃত্যুর চক্রে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এর রয়েছে এক সুদূরপ্রসারী ও অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য; দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের চিরস্থায়ী মুক্তির এক অপূর্ব সমন্বয়।

এই জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি সিদ্ধান্ত এক ইলাহী মহাপরিকল্পনার অংশ, যা পরিচালিত হয় মহান আল্লাহর নির্দেশনায়। মানুষ এ পৃথিবীতে কেবল পানাহার, পেশা কিংবা জাগতিক সুখ ভোগের জন্য প্রেরিত হয়নি। একজন মুসলিমের জীবন শুধু দুনিয়াবী সাফল্যের পেছনে ছুটে চলার জন্য নয়; বরং তার সম্পূর্ণ অস্তিত্বই স্রষ্টার ইবাদতের জন্য নিবেদিত। অতএব আমাদের প্রত্যেকের জন্য এটি অপরিহার্য যে, মুসলিম হিসাবে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখা এবং সেই আলোকবর্তিকা অনুসারে আমাদের জীবনকে পরিচালিত করা। কারণ এই পথেই নিহিত রয়েছে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি।

কুরআন ও হাদীছের আলোকে মুসলিম জীবনের এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে প্রধানত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) আম বা ব্যাপক উদ্দেশ্য (খ) বিশেষ উদ্দেশ্য।

(ক) আম বা ব্যাপক উদ্দেশ্য :

১. আল্লাহর ইবাদত করা :

মুসলিমের জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা যা সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, 'وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ' 'আমি জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি কেবল আমার ইবাদত করার জন্য' (যারিয়াত ৫১/৫৬)। এই আয়াতটি মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দু। 'ইবাদত' শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক। এটি শুধু ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাতের মত আনুষ্ঠানিক পর্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়! বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষণ, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি কথা যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে সেটিও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন, 'الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ' 'ইবাদত হচ্ছে

এমন এক সামগ্রিক নাম, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সবকিছু যা আল্লাহ ভালোবাসেন ও সন্তুষ্ট হন, তা হোক কথা বা কাজ, প্রকাশ্য বা গোপন'।^১ সুতরাং একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ইবাদতে পরিণত হ'তে পারে, যদি তার উদ্দেশ্য বা নিয়ত থাকে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। তার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি, পড়াশোনা, পারিবারিক জীবন, সামাজিক সম্পর্ক, এমনকি খাওয়া-দাওয়া ও নিদ্রা সবই ইবাদতের অংশ হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল'।^২

ইবাদতের মূল হ'ল তাওহীদ বা একত্ববাদ। অর্থাৎ কাজটি কেবল সর্বশক্তিমান আল্লাহর জন্যই হওয়া, অন্য কারো জন্য নয়। প্রত্যেক নবীই তাঁর জাতিকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার এবং অন্য সবকিছু পরিহার করার আহ্বান জানিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ' 'আর নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির নিকট আমরা রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' (নাহল ১৬/৩৬)।

যে ব্যক্তি ইবাদতের অর্থ উপলব্ধি করতে পারে সে হ'ল ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর আদেশ ও তাঁর সন্তুষ্টির কাছে আত্মসমর্পণ করে। সে তার জীবন ও আচরণকে আল্লাহর নির্দেশনা ও তাঁর আইনের অধীন করে এবং তাঁর আদেশ মেনে চলে। তিনি যতটা সম্ভব তা করেন এবং তাঁর নিষেধ থেকে বিরত থাকেন।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, 'دَعَوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ فَبِلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ' 'তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক। কেননা তোমাদের আগে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদেরকে বেশী বেশী প্রশ্ন করা ও নবীদের (নবীদের) সঙ্গে মতভেদ করার কারনেই ধ্বংস হয়েছে। তাই আমি যখন তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাক। আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহ'লে সাধ্য অনুসারে মেনে চল'।^৩

যখনই কোন মুসলিমকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আদেশ করেন বা নিষেধ করেন তখন এই সবকিছুতে তার অবস্থান হ'ল, 'سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ' 'আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম। আমরা তোমার নিকট ক্ষমা চাই হে আমাদের প্রতিপালক! আর তোমার নিকটেই তো আমাদের প্রত্যাবর্তন' (বাক্বারাহ ২/২৮৫)। এটিই হ'ল সেই সাধারণ লক্ষ্য যা একজন ব্যক্তি বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে অর্জন করেন।

১. ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, আল-উবূদিয়াহ, পৃঃ ১।

২. বুখারী হা/১; মিশকাত হা/১।

৩. বুখারী হা/৭২৮৮; মুসলিম হা/১৩৩৭; মিশকাত হা/২৫০৫।

*শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।

২. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা :

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যগুলির অন্যতম হ'ল সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মুসলমানরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে আল্লাহর নবী সুলাইমান আলাইহিস সালামের উদাহরণ অনুসরণ করে, যখন তিনি তার সৎকর্মের জন্য তাঁর প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নিকটে দো'আ করেছিলেন। যেমন **فَبَسِّمَ صَاحِبًا مِنْ قَوْلِهَا** 'তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসল এবং বলল, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ২৭/১৯)।

এই লক্ষ্য মানুষকে পার্থিব জীবনে আল্লাহর পথ অনুসরণ করতে এবং তাঁর নির্দেশনা পালন করতে অনুপ্রাণিত করে, যা কেবলমাত্র আল্লাহর আদেশ মেনে চলার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। আর আল্লাহর সন্তুষ্টির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জান্নাত, যা আমাদের চূড়ান্ত গন্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَعَدَ اللَّهُ** 'মু'মিন ও নারীদের প্রতি আল্লাহ জান্নাতের ওয়াদা করেছেন, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে এবং ওয়াদা করেছেন 'আদন' নামক জান্নাতের উত্তম বাসস্থান সমূহের। আল্লাহর পক্ষ হ'তে সামান্য সন্তুষ্টিই হ'ল সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। বস্তুত এটিই মহান সফলতা' (তওবা ৯/৭২)।

মুসলিমের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। আর তার ফলাফল হ'ল জান্নাত যা হবে চিরস্থায়ী। আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলার সন্তুষ্টিই হ'ল মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে বড় নে'মত এবং মহাসফলতা।

এ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ** 'যা'হল্ জন্নে'। **يَقُولُونَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ** 'ফিকুল হল্ রুযিয়ুম্ ফিকুলোন্ ওমা লনা লা তরুসী যা রব্'। **وَقَدْ أُعْطِينَا مَا لَمْ نَعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ** 'ফিকুল অলা অ'উটিকুম্ অ'ফ্‌সল্ মিন্ ডল্ক'। **يَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ**

فَيَقُولُ أَحَلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا 'আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, হে জান্নাতবাসীগণ! তখন তারা বলবেন, হে আমাদের রব! আমরা উপস্থিত, আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পেরে আমরা ভাগ্যবান। আপনার হাতেই কল্যাণ। আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না? আপনি আর কোন সৃষ্টিকে যা দান করেননি, তা আমাদেরকে দান করেছেন। তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও উত্তম বস্তু দান করব না? তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম বস্তু কোনটি? আল্লাহ বলবেন, তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি বিধিবদ্ধ করলাম। অতঃপর আমি তোমাদের উপর আর কখনো অসন্তুষ্ট হবো না'।^৪ সুতরাং আমাদের একমাত্র কাজ হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এতে মানুষ খুশি হ'ল কি-না এটা মুখ্য নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بَسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ** 'যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ মানুষের দায়িত্ব নির্বাহে তার সাহায্যকারী হিসাবে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তাকে মানুষের উপরই সোপর্দ করে দেন'।^৫

আল্লাহর সন্তুষ্টি সম্পর্কে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, **ثَمَرَةُ الرِّضَى: الْفَرَحُ وَالسَّرُورُ بِالرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى** 'সন্তুষ্টির ফলাফল হ'ল, প্রভুর প্রতি প্রফুল্লতা ও আনন্দচিত্ততা'।^৬ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির ফলাফল হ'ল আল্লাহর সকল সিদ্ধান্তের উপর পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকা। মানুষের জীবন, রিযিক, কষ্ট, সুখ-দুঃখ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা। এর উপরে মন থেকে সন্তুষ্ট থাকা। আবার আল্লাহর দেওয়া বিধান, হালাল-হারাম সব মেনে চলা, এতে কোন বিরক্তি না থাকা।

জীবনের প্রতিটি কাজ ইবাদত হ'তে পারে যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। এমনকি দুনিয়াবী কাজও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা ইবাদত হয়ে যায়। উদাহরণ স্বরূপ হালাল উপার্জন করা, পরিবারকে খাওয়ানো, মানুষের উপকার করা, সৎকাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ ইত্যাদি। এই সবই ইবাদত যদি উদ্দেশ্য হয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।

৩. সৌভাগ্য অর্জন করা :

সৌভাগ্য অর্জন মানব জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। পবিত্র কুরআনের বহু আয়াতে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে। কেবলমাত্র প্রকৃত বিশ্বাস এবং সৎকর্মের মাধ্যমেই এটি অর্জন করা সম্ভব।

৪. বুখারী হা/৭৫১৮; মুসলিম হা/২৮২৯; মিশকাত হা/৫৬২৬।

৫. তিরমিযী হা/২৪১৪; মিশকাত হা/৫১৩০; ছহীহুল জামে' হা/৬০৯৭।

৬. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালাকীন, ৩/১৪৮ পৃঃ।

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آَللَّاهُ بِمَا كَانُوا فَالْتَّحِيَّةُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا فَلَنَجْزِيَنَّهُ

‘পুরুষ হোক বা নারী হোক মুমিন অবস্থায় যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে, আমরা তাকে অবশ্যই পবিত্র জীবন দান করব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম অপেক্ষা অধিক উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করব’ (নাহল ১৬/৯৭)।

সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি ঈমানের মধ্যে রয়েছে আকীদা সম্পর্কিত সবকিছু এবং সৎকর্মের মধ্যে রয়েছে চারিত্রিক, পারিবারিক এবং সমাজের সাথে সম্পর্কিত সবকিছু। আর মুমিন তার সৎকর্মের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্য অর্জন করে। তার মূল লক্ষ্য থাকে আখেরাতের সুখ, কারণ এই পৃথিবীর সুখ সীমিত ও তুচ্ছ। পক্ষান্তরে আখেরাতের সুখ স্থায়ী ও অফুরন্ত। আল্লাহ বলেন, الدُّنْيَا قَلِيلٌ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ‘তুমি বল, দুনিয়ার সম্পদ তুচ্ছ। আর আখেরাতই হ’ল মুত্তাকীদের জন্য উত্তম। সেদিন তোমরা সুতা পরিমাণও অত্যাচারিত হবে না’ (নিসা ৪/৭৭)।

আর পরকালের সুখই হ’ল এই পৃথিবীর সকল কাজের চূড়ান্ত লক্ষ্য। আল্লাহ বলেন, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، أُولَئِكَ لَهُمْ ‘আর তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের ইহকালে কল্যাণ দাও ও পরকালে কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও! এসব লোকদের কৃতকর্মের জন্য পুণ্যফল রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ (বাক্বারাহ ২/২০১-২০২)।

আনাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এই বলে দো‘আ করতেন, اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ‘হে আল্লাহ, হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতেও আমাদের কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেও কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদের রক্ষা কর’ (বাক্বারাহ ২/২০১)।

হাফয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘এটি হ’ল আল্লাহর আদেশ পালন, যা বান্দার দুনিয়া ও আখেরাতের চূড়ান্ত সৌভাগ্য। দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার জন্য তার প্রভুর আদেশ পালন অপেক্ষা অধিক কল্যাণকর কিছু নেই। তার আদেশ পালন না করলে কেউই দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হ’তে পারে না।’

৪. নেক আমল বেশী বেশী করা :

দুনিয়াতে মানুষের আগমনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। সুতরাং সেই ইবাদত অধিক হারে করাই আল্লাহর নির্দেশ। তিনি বলেন, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ‘আর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও। যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীন পরিব্যপ্ত। যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরদের জন্য’ (আলে ইমরান ৩/১৩৩)।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) ইরশাদ করেন, بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، ‘অন্ধকার রাতের মত ফিৎনা আসার আগেই তোমরা নেক আমলের প্রতি অগ্রসর হও। সে সময় সকালে একজন মুমিন হ’লে বিকালে সে কাফির হয়ে যাবে। বিকালে মুমিন হ’লে সকালে কাফির হয়ে যাবে। দুনিয়ার সামগ্রীর বিনিময়ে সে তার দীন বিক্রি করে দিবে।’

৫. ইলাহী শাস্তি থেকে পরিব্রাজন :

আল্লাহ বান্দাদের সাথে তাদের আমল অনুযায়ী ব্যবহার করবেন। তিনি বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ‘অতঃ জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীর হ’ত, তাহ’লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম’ (আ‘রাফ ৭/৯৬)। আর যদি তারা তাদের প্রভুর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং তাদের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তাহ’লে তাদের উপর শাস্তি আসবেই। আল্লাহ বলেন, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ‘আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও শান্ত। যেখানে প্রত্যেক স্থান থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নে‘মত সমূহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ ক্ষুধা ও ভীতির দুরবস্থার শাদ আশ্বাদন করালেন’ (নাহল ১৬/১১২)। পবিত্র কুরআন আমাদের সামনে সেই জনপদগুলির অন্তত পরিণতি উপস্থাপন করেছে এবং বলেছে যে তাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা তাদের নিজস্ব কর্মকাণ্ডের কারণে, যার মধ্যে বিদ্রোহ, অকৃতজ্ঞতা

৭. বুখারী হা/৪৫২২; মুসলিম হা/২৬৯০।

৮. ইবনুল ক্বাইয়িম (৬৯১-৭৫১ হিঃ), আল-জওয়াবুল কাফী, (মিশর : মাতবা‘আতুল মাদানী, ২য় সংস্করণ তাবি), পৃঃ ২১৯।

৯. মুসলিম হা/১১৮; মিশকাত হা/৫৩৮৩

এবং কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে তারা যে ভুলের মধ্যে পড়েছিল, সেই একই ভুলের মধ্যে আমরা যেন না পড়ি, তাহলে আমরাও আল্লাহর কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হব।

মানুষ তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করলে তারা নিজেদেরকে এবং সমাজকে সামগ্রিক ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারত। আমরা দেখতে পাই, যে সমাজে অন্যায় কাজ ব্যাপকতা লাভ করে, আল্লাহর নিষিদ্ধ সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়, ফিৎনা-ফাসাদ প্রসার লাভ করে এবং কেউই তার কর্তব্য পালন করে নর, তখন তাদের উপর এমন কঠিন আযাব নাযিল করবেন যা সং-অসং সকলকে শামিল করবে। এই বিষয়টি সরাসরি জ্ঞান বা বোধশক্তি সম্পন্ন যে কাউকে অনতিবিলম্বে মন্দকে প্রতিহত করার তাকীদ দেয়, যাতে সে নিজে এবং তার সমাজে আসন্ন আযাব এবং শাস্তি থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ বলেন, وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ

‘আর তোমরা ফিৎনা থেকে বেঁচে থাক, যা তোমাদের মধ্যকার যালেমদেরই কেবল পাকড়াও করবে না (বরং সকলের উপরে আপতিত হবে)।

দারুল হাদীছ মহিলা মাদরাসা ও ইয়াতীমখানা

জয়ভোগা, পাবতলী, বগুড়া

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

পদের নাম : সহকারী শিক্ষিকা (আবাসিক)

যোগ্যতা : ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সকল আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ যেমন মীযান, মুনশাইব, নাহবেমীর, পাঞ্জোগাঞ্জ ইত্যাদি পড়ানোর যোগ্যতা থাকতে হবে।

বেতন : আলোচনা সাপেক্ষে।

সার্বিক যোগাযোগ

মাওলানা মুহাম্মাদ ছহীমুদ্দীন (গামা)

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, মোবাইল : ০১৭১২-৬২৩১৯২

জেনে রেখ আল্লাহ শাস্তি দানে অতীব কঠোর’ (আনফাল ৮/২৫)। ইমাম কুরতুবী বলেন, আয়াতের অর্থ হ’ল- আর এমন এক পরীক্ষার ভয় করো যা অত্যাচারীর বাইরেও বিস্তৃত হবে এবং সং ও দুষ্ট উভয়ের উপরেই আপতিত হবে’।^{১০}

হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, ‘মহান আল্লাহ তাঁর বিশ্বাসী বান্দাদেরকে এমন ফিৎনার বিষয়ে সতর্ক করেছেন, ... যা অন্যায়কারী ও অন্যদের উপর আসবে। এটি কেবল পাপী ও মন্দ ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে এমন নয়, বরং এটি হবে ব্যাপক’।^{১১} পবিত্র কুরআন মুমিনদের এই আম লক্ষ্যগুলোর দিকে আহ্বান জানিয়েছে এবং তাকে তার জীবনে এই লক্ষ্যে উন্নীত হ’তে নির্দেশ দিয়েছে। মুমিনদের তাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক কাজ করতে হবে। কাজ যতই কষ্টকর হোক না কেন দায়িত্বের বিশালতা অনুভব করে তা পালনের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (ক্রমশঃ)

১০. ইমাম কুরতুবী, আল-জামে’ লিআহকামিল কুরআন, ৭/৩৯৩।

১১. ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরুত : দার ইবনে হায়ম, ১ম প্রকাশ ২০০০ খ্রিঃ), পৃঃ ৮৩১।



খলিসুন প্রোডাক্টস

বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত

- বিশুদ্ধ মরিচ গুড়া-৫২০ Tk/Kg
- হলুদ গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ধনিয়া গুড়া-৪২০ Tk/Kg
- ভাজা ধনিয়া গুড়া-৫০০ Tk/Kg
- ভাজা জিরা গুড়া-১৫০০ Tk/Kg

- হোম মেড
- পরিষ্কার ও বাছাই করা মরিচ
- হলুদ ধুয়ে শুকিয়ে তৈরি করা
- সং ও কেমিক্যাল মুক্ত
- দেশী মরিচ, হলুদ ও ধনিয়া
- ১০০% খাঁটি ও অশুদ্ধ
- ধনিয়া/জিরা ধুয়ে শুকিয়ে ভেজে গুড়া করা
- গরম মসলা গুড়া
- শাহী গরম মসলা গুড়া

বি: দ্র: অর্ডার মোতাবেক তৈরী করে সরবরাহ করা হয়।

বিসিক নিবন্ধন নং : RA-20251109-0022719
যোগাযোগ : (ছায়ানীড় আবাসিক এলাকা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৩৩৯-৯৮৬৮৮৮



BSCAN ME

Khalisun Products

দারুলহাদীছ আহমাদিয়াহ সালাফিইয়াহ আলিম মাদ্রাসা

বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক/ অনাবাসিক)

বাঁকাল (সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন), সাতক্ষীরা। মোবাইল : ০১৭২৮-৩২২৮৫৬ ০১৭৪৭-০৪৯৫২৪

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মজব ও হিফয বিভাগ সহ শিশু শ্রেণী হ’তে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- মুহাদ্দেছীদের মাসলাক অনুসরণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা প্রদান।
- হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড প্রণীত নিজস্ব সিলেবাস অনুযায়ী পাঠদান।
- শিক্ষার্থীদেরকে ছহীহ আক্বীদা ও আমল শিক্ষাদান।
- উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা। সকল বিষয়ে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান।

ভর্তি পরীক্ষা : ৩রা জানুয়ারী ২০২৬, শনিবার সকাল ১০-টা।

ক্রাস শুদ্ধ : ৫ই জানুয়ারী ২০২৬, সোমবার।

- বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাশ ও অধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ প্রাপ্তি।
- শিক্ষার্থীদের জন্য নিজস্ব যানবাহনের সুব্যবস্থা।
- বক্তব্য উপস্থাপনা ও বিতর্ক কর্মশালা (ইচ্ছাছল বায়ান)।
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান এবং উন্নতমানের আবাসন ও খাদ্যের ব্যবস্থা।
- নিজস্ব চিকিৎসকের মাধ্যমে সকল শিক্ষার্থীর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা।
- নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা।

নারীর ভরণ-পোষণের বিধান ও ফযীলত

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ইসলামী আহকামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল ইনফাক বা সম্পদ ব্যয়। কিছু ব্যয় নফল বা এচ্ছিক আর কিছু ব্যয় ফরয বা অবশ্যপালনীয়। এই নফল ও ফরয ইনফাকের ক্ষেত্র, বিধান ও নীতিমালা কুরআন-সুন্নাহতে সবিস্তার বিবৃত হয়েছে। জীবনের অন্যান্য বিষয়ের মতো আয় ও ব্যয়ের একটি সুসংহত ও সুসম ব্যবস্থা মহান আল্লাহ মানুষকে দান করেছেন। এই ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ হ'ল পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন। এই ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালনের মৌলিক বিধানগুলো অনেকের অজানা। ফলে ইলম না থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে ওয়াজিব হক আদায় করা হয় না, আবার খরচ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চিন্তাও আসে না। এতদ্ব্যতীত ইসলাম-বিশ্বেষী চক্রের মিথ্যা প্রচারণায় ভীত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে সাধারণ মুসলমান। তাই এই বিধান সম্পর্কে জানা যরুরী।

অপরদিকে নারীঅধিকার বিষয়ক প্রচার-প্রচারণার অসারতা বুঝতে সহজ হ'ত যদি ইসলামের নাফাকাত ও ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা সম্পর্কে মুসলমানদের পর্যাপ্ত দ্বীনী ইলম থাকতো। এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হ'ল ইসলামের পূর্ণাঙ্গ নাফাকাত-ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে জানার অগ্রহ জাগ্রত করা এবং সঠিক নিয়মে হকদারের হক আদায়ের চেতনা সৃষ্টি করা। সর্বোপরি নবী করীম (ছাঃ) ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করার যে ছওয়াব ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন তা অবগত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই খরচ করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ : আহকাম ও ফযীলত

পরিবার গড়ে ওঠে স্বামী-স্ত্রীকে কেন্দ্র করে। আর ইসলাম স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, আবাসন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। এ দায়িত্ব তাকে নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। তাহ'লে পরিবার সুন্দর চলবে। মায়ামমতার অটুট বন্ধনে সবাই যুক্ত থাকবে।

الرَّحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ يَكْفِيْنَ

‘পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে। অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যার হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুণ্ডাদের) হেফাযত করে’ (নিসা ৪/৩৪)। এখানে قَوَامُونَ-এর অর্থ করা হয়েছে অভিভাবক। মুফাসসিরগণের মতে তা হচ্ছে, শাসন ও ব্যবস্থায়ন এবং রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে নারীর দেখভাল করা; আদেশ ও নিষেধের মাধ্যমে তার অবস্থার

সংশোধন করা। যেমন শাসকগণ প্রজাসাধারণের দেখভাল করে। পুরুষ হচ্ছে নারীর প্রধান ও উপরস্থ; নারীর শাসক ও সংশোধক, যদি সে বেকে যায়।’

এই আয়াতে স্ত্রীর উপর স্বামীর অভিভাবকত্বের দু'টি কারণ বলা হয়েছে, প্রথমত দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও বিচার-বিচক্ষণতার মতো গুণাবলী, দ্বিতীয়ত মোহরানা ও ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয়বহন। এই আয়াতে ‘পুরুষের ব্যয়কৃত সম্পদ’ মানে স্ত্রীর মোহরানা, খোরপোষ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ, কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী যা বহন করা অবশ্য কর্তব্য। এ আয়াত প্রমাণ করে, স্ত্রীর নাফাকাত ও খোরপোষ স্বামীর উপর ফরয।^১ অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَالدَّةُ بَوْلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، جُنَادَاتِ

মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়। আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। সাধের অতিরিক্ত কাউকে বাধ্য করা যাবে না। আর সন্তানের কারণে প্রসূতি মাকে এবং জন্মদাতা পিতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না। উত্তরাধিকারীদের প্রতিও একই বিধান’ (বাক্বারাহ ২/২৩০)।

এ আয়াতে মায়ের প্রতি আদেশ হ'ল সন্তানকে দুধপান করানোর, আর পিতার প্রতি আদেশ হ'ল (সন্তানের) মায়ের খোরপোষ বহনের। নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সন্তানের মায়ের খোরপোষের ব্যবস্থা করা পিতার দায়িত্ব। সুতরাং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও স্বাভাবিক খোরপোষে কার্পণ্য করা স্বামীর জন্য জায়েয নয়, তেমনি স্ত্রীর জন্যও বৈধ নয় স্বামীর সামর্থ্যের অধিক বা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী খোরপোষ দাবী করা।

বিবাহের পর দাম্পত্য সম্পর্কের কারণেই স্ত্রীর পরিপোষণ স্বামীর দায়িত্বে থাকে। একই কারণে স্ত্রীর কর্তব্য হয় শিশুকে সন্তানদান করা। তবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ইন্দত শেষ হওয়ার পর মা যদি সন্তানকে দুধপান করান তাহ'লে তখনো তাকে স্বাভাবিক পরিপোষণ বা পারিশ্রমিক দিতে হবে। এটা তাঁর দুধপানের বিনিময়।

তালাকপ্রাপ্ত নারীর পরিপোষণ :

তালাকপ্রাপ্ত নারীর ইন্দত পালনকালে তার ভরণ-পোষণও স্বামীকে দিতে হবে। সে নারী গর্ভবতী হ'লে তাকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত ভরণ-পোষণ দিতে হবে। যদি সন্তান প্রসবের পর তাকে দুধ পান করায় তাহ'লে দুধ পানের বিনিময় দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা তাদের থাকতে

১. জাসসাস, আহকামুল কুরআন ২/১৮৮; ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন ২/৪১৬; তাফসীরে কাশশাফ ১/৫০৫; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৯১।

২. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৪৯২; জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ২/১৮৮।

দাও যেখানে তোমরা থাক তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। তোমরা তাদের ক্ষতি করো না কষ্ট দেওয়ার জন্য। যদি তারা গর্ভবতী হয়, তাহ'লে তাদের জন্য ব্যয় কর, যতদিন না গর্ভ খালাস হয়। যদি তারা তোমাদের সন্তানদের দুধ পান করায়, তাহ'লে তোমরা তাদের পারিশ্রমিক দাও। আর এ বিষয়ে তোমরা পরস্পরে সুন্দরভাবে পরামর্শ কর। কিন্তু যদি তোমরা সংকট সৃষ্টি কর, তাহ'লে অন্য নারী তাকে সন্তানদান করবে। সামর্থ্যবান ব্যক্তি নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে। কিন্তু যার রিষিক সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন, তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার অতিরিক্ত বোঝা কাউকে চাপান না। সত্ত্বর আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দিবেন' (তলাক ৬৫/৬-৭)। এই আয়াতে তলাকপ্রাপ্তা নারীর বিধান দিয়ে বলা হয়েছে, ইন্দতের অবস্থায় তাদের বাসস্থান দেয়া এবং খোরপোষের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। তলাকপ্রাপ্তা নারী গর্ভবতী না হ'লে তার ইন্দত তিন তোহর বা তিন মাস। অর্থাৎ যার হায়েয হয় তার ইন্দত তিন তোহর এবং যার হায়েয হয় না তার ইন্দত তিন মাস। আর গর্ভবতী নারীর ইন্দত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত। ইন্দত পালনকালে তার অনু-বস্ত্র-বাসস্থান স্বামীকে দিতে হবে। পরবর্তী সময়ের খোরপোষ ও বাসস্থানের দায়িত্ব স্বামীর উপর থাকে না। তবে সন্তানকে দুধপান করালে তাকে বিনিময় দিতে হবে, আর তা ধার্য হবে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে।

এ আয়াতগুলো থেকে সাধারণ অবস্থায়ও স্ত্রীর খোরপোষ ও বাসস্থানের অধিকার প্রমাণিত হয়। কারণ তলাক এমন কোন বিষয় নয়, যা দ্বারা স্ত্রী নতুন করে এসব বিষয়ের অধিকার লাভ করতে পারে। খোরপোষ সংক্রান্ত এই কুরআনী বিধান নবী করীম (ছাঃ) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ مِنَ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ**। তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ তাদেরকে তোমরা আল্লাহর আমানত হিসাবে গ্রহণ করেছ। আল্লাহর কালেমার সাহায্যে তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হ'ল, তারা এমন কাউকে তোমাদের বিছানা মাড়তে দেবে না, যাকে তোমরা অপসন্দ কর। এমন করলে তাদেরকে হালকাভাবে প্রহার কর। আর ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব তোমাদের উপর।^৮ অন্য হাদীছে এসেছে, আমার ইবনুল আহওয়াছ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, **لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقٌّ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقٌّ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى**

نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مِنْ تَكَرُّهُنَّ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ، أَلَّا وَحْتَهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ। সাবধান, তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে। আর তোমাদের স্ত্রীদের জন্যও তোমাদের উপর কিছু অধিকার রয়েছে। তোমাদের অধিকার এই যে, স্ত্রীরা কোনভাবেই তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে পদার্পণের সুযোগ দিবে না, যাকে তোমাদের পসন্দ নয়। আর তোমাদের ঘরে এমন কাউকে প্রবেশের অনুমতি দিবে না, যাকে তোমরা অপসন্দ কর। সাবধান, তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, খোরপোষের বিষয়ে তাদের প্রতি সদাচরণ করবে।^৯

হিন্দ বিনতে উতবা নবী করীম (ছাঃ)-এর খেদমতে আরয করল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আবু সুফিয়ান একজন কুপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের প্রয়োজনীয় খোরপোষ দেয় না যতক্ষণ না আমি তার অজান্তে তার মাল থেকে কিছু নেই। তখন নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করলেন, নিজের ও সন্তানের স্বাভাবিক প্রয়োজন পরিমাণ খোরপোষ তুমি নিতে পার।^{১০} এই হাদীছ থেকে বোঝা যায়, স্ত্রী-সন্তানের ভরণ-পোষণ স্বামীর অবশ্য-কর্তব্য এবং এটি তাদের প্রাপ্য। এ কারণেই স্বামীর অগোচরে হ'লেও আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর স্ত্রীকে তা নিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর স্বামীর উপর স্ত্রী-সন্তানের ঐ পরিমাণ খোরপোষ ওয়াজিব, যা দ্বারা তাদের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ হয়।

হাকীম বিন মু'আবিয়া আল-কুশাইরী স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি বললাম, **يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟** قَالَ: **أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحَ، وَلَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوْ اكْتَسَبْتَ، وَلَا تُهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ**। হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কারো উপর তার স্ত্রীর কি হক রয়েছে? তিনি বললেন, তুমি যখন আহার করবে তাকেও আহার করাবে। তুমি পোষাক পরিধান করলে তাকেও পোষাক দিবে। তার মুখমণ্ডলে মারবে না, তাকে গালমন্দ করবে না এবং পৃথক রাখতে হ'লে ঘরের মধ্যেই রাখবে।^{১১}

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ফযীলত :

স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ফযীলত ও গুরুত্ব অত্যধিক। হাদীছে এ ব্যয়কে উত্তম বলা হয়েছে। আর এই ব্যয়ে দান-ছাদাকা করার ন্যায় ছওয়াব অর্জিত হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) **دِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتُهُ فِي**

৪. তিরমিযী হা/১১৬৩; ইবনে মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০; ইরওয়া হা/২০৩০।

৫. বুখারী হা/৫৩৬৪; মুসলিম হা/১৭১৪; মিশকাত হা/৩৩৪২।

৬. আবুদাউদ হা/২১৪২; মিশকাত হা/৩২৫৯; ইরওয়া হা/২০৩৩।

করেছে তার জন্য জান্নাত অবধারিত। কেউ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কারো যদি দু'টি কন্যা থাকে? তিনি বললেন, দু'টি থাকলেও। বর্ণনাকারী বলেন, ছাহাবীদের ধারণা, একটি কন্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লেও তিনি এই ফযীলত বর্ণনা করতেন।^{১২} এছাড়া নবী করীম (ছাঃ) কন্যা সন্তানের ভরণ-পোষণের এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহারের অনেক ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

মায়ের ভরণ-পোষণের বিধান ও ফযীলত :

পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সামর্থ্যবান সন্তানের। আল্লাহ বলেন, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাসনা করো না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করো' (ইসরা ১৭/২৩)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حِمْلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 'আর আমরা মানুষকে তাঁর পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুখ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ,) আমারই নিকটে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু যদি তোমার পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না। অবশ্য পার্থিব জীবনে তুমি তাদের সাথে সন্তাব রেখে চলবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার পথ অবলম্বন কর। অতঃপর আমারই নিকটে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' (লুকমান ৩১/১৪-১৫)।

পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাদের সাথে সন্তাবে জীবন যাপনের গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হ'ল প্রয়োজনের সময় তাদের ব্যয়ভার বহন করা। পিতা-মাতার প্রয়োজনের মুহূর্তে সামর্থ্যবান সন্তান যদি তাদের দিকে জ্রফেপ না করে তবে তা অতি নিন্দনীয় কাজ।

পিতামাতার সাথে সদাচরণের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَسْلُفَنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا يَنْتَعِلَنَّ عِنْدَكَ الْكَبِيرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, 'তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ষক্য উপনীত হন, তাহলে তুমি

তাদের প্রতি 'উফ' শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ে না। আর তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল' (ইসরা ১৭/২৩)।

উফ শব্দ উচ্চারণ করেও যখন পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া নিষেধ তখন প্রয়োজনের মুহূর্তে তাদের খাদ্য-বস্ত্রের দিকে জ্রফেপ না করা যে নিষেধ ও হারাম সেটা বলাই বাহুল্য। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! আমার (কিছু) সম্পদ আছে এবং একজন পিতা আছেন। কিন্তু পিতা আমার সকল সম্পদ নিয়ে যেতে চান। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ও তোমার সম্পদ দু'টোই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তানরা হচ্ছে তোমাদের উত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা নিজ সন্তানের উপার্জন ভোগ কর।^{১৩} অতএব সন্তানের উপার্জন পিতামাতার উপার্জন বলেই গণ্য। সুতরাং নিজের উপার্জন থেকে যেমন ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণ হয় তেমনি সন্তানের সম্পদ থেকেও পিতামাতার প্রয়োজন পূরণ হবে। পিতামাতা দরিদ্র হ'লে এবং পিতার নিজের কোন উপার্জন না থাকলে তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব সচ্ছল সন্তানের।^{১৪}

মায়ের সেবা-যত্নের ফযীলত :

মা পৃথিবীর এক অমূল্য নে'মত। যার অবদানে মানুষ পৃথিবীতে আলোর মুখ দেখতে পায়। তার দেহের রক্তে-গোশতে সন্তানের দেহ গঠিত হয়। তাই মায়ের ঋণ কখনও শোধ করার নয়। সন্তান উপার্জনক্ষম হ'লে মায়ের ভরণ-পোষণ, সেবা-যত্ন সঠিকভাবে করা এবং তার সাথে সর্বোচ্চ সদ্যবহার করা সন্তানের দায়িত্ব।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার সেবা ও সদাচারের সর্বাধিক হকদার কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। ছাহাবী আবার জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। চতুর্থবার জিজ্ঞেস করার পর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা।^{১৫}

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, কোন কাজ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, الصَّلَاةُ لَوْفَتْهَا, সময়মতো ছালাত আদায় করা, মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্যবহার করা, অতঃপর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।^{১৬}

১২. হযীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৪৭; হযীহাহ হা/২৯৫, ২৬৭৯; হযীহত তারগীব হা/১৯৭৯।

১৩. আবু দাউদ হা/৩৫৩০, ৩০৬৭; ইবনে মাজাহ ২/৭৬৯; মুসনাদে আহমদ হা/৬৮২৬-৬৯৬২।

১৪. মুগনিল মুহাজ্জ ৩/৫৬৯; আল-মুগনী ১১/৩৭৩।

১৫. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

১৬. বুখারী হা/৭৫৩৪; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।

অন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ، وَالْمُسْكِينِ كَالْمُحَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلِ الصَّائِمِ، النَّهَارِ، 'বিধবা ও দরিদ্রের জন্য যে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত কিংবা দিনভর ছিয়াম পালনকারী ও রাতভর ছালাত আদায়কারীর ন্যায়'।^{১৭} সাধারণ অভাবী ও বিধবার প্রয়োজন পূরণে যখন এত বড় ছওয়াব তখন সেই বিধবা যদি নিজের মা হন তাহলে ছওয়াব ও ফযীলত আরো অনেক বেশী হবে।

বোন ও অন্যান্য আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ :

ভাই-বোনের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে রক্তের ও আত্মার। সূতরাং বোনের সমস্যায় ভাই তার পাশে দাঁড়াবে, সাধ্যমত সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে সে প্রচুর ছওয়াবের অধিকারী হবে। আল্লাহ বলেন, وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، 'তুমি নিকটাত্মীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার দিয়ে দাও এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর তুমি মোটেই অপচয় করো না' (বনু ইসরাঈল ১৭/২৬)। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، 'নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন ও অশ্লীলতা, অন্যায় ও অবাধ্যতা হতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর' (নাহল ১৬/৯০)।

আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেওয়া ও তাদের প্রয়োজন পূরণ করা কখনো নফল ও মুস্তাহাব থাকে, আবার কখনো তা ওয়াজিব বা অপরিহার্য হয়ে যায়। তুরিক আল-মুহাবিরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা মদীনাতে আসলাম, তখন নবী করীম (ছাঃ) মিশরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, يَدُ الْمَعْطَى الْعُلْيَا، وَأَبْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ: أُمُّكَ، وَأَبَاكَ، وَأَخْتُكَ، وَأَخَاكَ، ثُمَّ 'দাতার হাত হ'ল উপরের হাত। আর দান করা শুরু করবে স্বীয় পোষাদের থেকে, তোমার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, তারপর তোমার নিকটাত্মীয়, নিকটাত্মীয়'।^{১৮}

বোনের ভরণ-পোষণের ফযীলত :

বোনের ভরণ-পোষণের বিভিন্ন ফযীলত ও উপকারিতা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন، مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا 'যে

ব্যক্তি দু'জন বা তিনজন কন্যার লালন-পালন করে কিংবা দু'টি বোন বা তিনটি বোনের প্রতিপালন করে এবং এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় অথবা তারা তার নিকট থেকে আলাদা হয়, তাহলে আমি ও সে এভাবে জান্নাতে থাকবে। একথা বলে তিনি শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন'।^{১৯}

ভরণ-পোষণ ওয়াজিব না হ'লেও দান করা :

উপরোক্ত আলোচনায় ওয়াজিব ইনফাক বা অপরিহার্য ভরণ-পোষণের কথা বলা হয়েছে। তবে যেসব আত্মীয়ের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব নয় তাদের জন্য কিংবা যেসব ক্ষেত্রে ওয়াজিব নয় এসব ক্ষেত্রেও কেউ যদি খরচ করে তাহলে আলাদা ছওয়াব পাবে। সাধারণ দানের চেয়ে আত্মীয়-স্বজনের জন্য খরচ করার ছওয়াব ও ফযীলত অধিক। তবে অপরিহার্য ভরণ-পোষণে কোনরূপ ত্রুটি করা যাবে না। আল্লাহ বলেন، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ، 'আর তারা তোমাকে প্রশ্ন করছে কি পরিমাণ ব্যয় করবে? তুমি বল, উদ্বৃত্ত থেকে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-গবেষণা করতে পার' (বাক্বারাহ ২/২১৯)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পরিবারের ভরণ-পোষণের পর অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করবে। হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, এমন যেন না হয় যে, তুমি তোমার সমুদয় সম্পদ দান করে দিলে, এরপর অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে গেলে। অর্থাৎ ব্যক্তির মূল সম্পদ যেমন চাষাবাদের জমি কিংবা ব্যবসার মূলধন, যার উপার্জন থেকে তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণ হয় তা দান করার আদেশ করা হয়নি। অর্থাৎ মূল সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তা দান করবে।^{২০}

প্রথমে তোমার পরিবারে ভরণ-পোষণ কর। এই দুই শর্ত পূরণ করে যত দান করা যায় ততই ফায়েদা। এক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনের জন্য দান করার ছওয়াব আরো বেশি।

সালমান ইবনে আমির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন، الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى، 'অভাবীকে দান করা ছাদাক্বা আর নিকটাত্মীয়কে দান করা ছাদাক্বা ও আত্মীয়তার হক আদায়'।^{২১} অন্যত্র এসেছে, অভাবীকে দান করা এক ছাদাক্বা আর আত্মীয়কে দান করা দুই ছাদাক্বা। অর্থাৎ তা হচ্ছে ছাদাক্বা ও আত্মীয়তার হক আদায়।^{২২}

ইবনে হিয়াম (রাঃ) ও উম্মে কুলছুম বিনতে উকবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত দু'টি হাদীছে ঐ আত্মীয়দের দান করার অধিক তাকীদ করা হয়েছে, যাদের অন্তরে ঐ ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ

১৭. বুখারী হা/৫৩৫৩; মুসলিম হা/২৯৮২; মিশকাত হা/৪৯৫১।
১৮. নাসাঈ হা/২৫৩২; ইরওয়া হা/২১৭১; ছহীহুল জামে' হা/৮০৬৭।

১৯. আহমাদ হা/১২৫২০; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৪৪৭; ছহীহাহ হা/২৯৬।

২০. ফাফ্বুল বারী ৯/৪০৮।

২১. নাসাঈ হা/২৫৮২; তিরমিযী হা/৬৫৮; ইরওয়া হা/৮৮৩।

২২. ছহীহ ইবনে খুযাইমা হা/২৩৮৫; ছহীহুল তারগীব হা/৮৯২।

রয়েছে। একে সর্বোত্তম ছাদাকা বলা হয়েছে।^{২৩}

মোটকথা আত্মীয়-স্বজনের জন্য দান-ছাদাকা ও সম্পদ ব্যয়ের কথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। এর সাথে যদি ঐসব হাদীছকেও মিলিয়ে পাঠ করা যায়, যা ইয়াতীম, বিধবা, পীড়িত ও প্রতিবন্ধীদের সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রয়োজন পূরণের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে তাহলে বোঝা যাবে, এটা কত বড় নেক আমল। কারণ আত্মীয় বা আত্মীয়দের মাঝে এমন কেউ থাকলে তাদের প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে যেমন আত্মীয়তার হক আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে তেমনি দুর্বলের সহযোগিতার ফযীলতও হাছিল হবে।

২৩. হাকেম হা/১৪৭৫; ইরওয়া হা/৮৯২; ছহীহু তারগীব হা/২৫৩৫।

উপরোক্ত আলোচনা ইসলামের ‘নিয়ামুন নাফকা’ বা পরিপোষণ ব্যবস্থার একটি ক্ষুদ্র অংশ। এই ব্যবস্থায় আদালত ও প্রশাসনের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। ওয়াজিব ভরণ-পোষণের অধিকাংশ ক্ষেত্রে হকদারকে তার হক আদায় করে দেওয়া আদালত ও প্রশাসনের কর্তব্য। কিছু বিষয় এমনও আছে, যা আদালতের রায়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ইলমে দ্বীনের চর্চা না থাকায় হকদার তার হক সম্পর্কে সচেতন নয়, হকদাতাও হক আদায়ে আগ্রহী নয়। ফলে প্রশাসন ও আদালতেরও তেমন কোন তৎপরতা নেই। সুতরাং সর্বাত্মক আমাদেরকে ওয়াজিব হক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং এ বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

‘সর্বোত্তমের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে’ (রুশারী হা/১৯৫৪)। ‘সর্বোত্তম আমল হ’ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা’ (আবুদাউদ হা/৪২৬)।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : ডিসেম্বর ২০২৫-জানুয়ারী ২০২৬ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ ডিসেম্বর	০৯ জুমাহ আখেরাহ	১৬ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:০৫	০৬:২৩	১১:৪৮	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০২ ডিসেম্বর	১০ জুমাহ আখেরাহ	১৭ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:০৬	০৬:২৫	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১১	০৬:৩১
০৩ ডিসেম্বর	১১ জুমাহ আখেরাহ	১৮ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:০৭	০৬:২৬	১১:৪৯	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩২
০৪ ডিসেম্বর	১২ জুমাহ আখেরাহ	১৯ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:০৮	০৬:২৭	১১:৫০	০২:৫২	০৫:১২	০৬:৩২
০৫ ডিসেম্বর	১৩ জুমাহ আখেরাহ	২০ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:১০	০৬:২৯	১১:৫১	০২:৫২	০৫:১৩	০৬:৩৩
০৬ ডিসেম্বর	১৪ জুমাহ আখেরাহ	২১ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১১	০৬:৩০	১১:৫২	০২:৫৩	০৫:১৩	০৬:৩৪
০৭ ডিসেম্বর	১৫ জুমাহ আখেরাহ	২২ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:১২	০৬:৩১	১১:৫৩	০২:৫৪	০৫:১৪	০৬:৩৪
০৮ ডিসেম্বর	১৬ জুমাহ আখেরাহ	২৩ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:১৩	০৬:৩২	১১:৫৪	০২:৫৪	০৫:১৫	০৬:৩৫
০৯ ডিসেম্বর	১৭ জুমাহ আখেরাহ	২৪ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১৪	০৬:৩৩	১১:৫৫	০২:৫৫	০৫:১৫	০৬:৩৬
১০ ডিসেম্বর	১৮ জুমাহ আখেরাহ	২৫ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	০৫:১৫	০৬:৩৪	১১:৫৬	০২:৫৬	০৫:১৬	০৬:৩৭
১১ ডিসেম্বর	১৯ জুমাহ আখেরাহ	২৬ অগ্রহায়ণ	রবিবার	০৫:১৬	০৬:৩৫	১১:৫৭	০২:৫৭	০৫:১৭	০৬:৩৮
১২ ডিসেম্বর	২০ জুমাহ আখেরাহ	২৮ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	০৫:১৭	০৬:৩৬	১১:৫৮	০২:৫৮	০৫:১৮	০৬:৩৯
১৩ ডিসেম্বর	২১ জুমাহ আখেরাহ	২৯ অগ্রহায়ণ	বুধবার	০৫:১৮	০৬:৩৭	১১:৫৯	০২:৫৯	০৫:১৯	০৬:৪০
১৪ ডিসেম্বর	২২ জুমাহ আখেরাহ	৩০ অগ্রহায়ণ	শনিবার	০৫:১৯	০৬:৩৮	১২:০০	০৩:০০	০৫:২০	০৬:৪১
১৫ ডিসেম্বর	২৩ জুমাহ আখেরাহ	৩১ অগ্রহায়ণ	সোমবার	০৫:২০	০৬:৩৯	১২:০১	০৩:০১	০৫:২১	০৬:৪২
১৬ ডিসেম্বর	২৪ জুমাহ আখেরাহ	১ রজব	বুধবার	০৫:২০	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০২	০৫:২২	০৬:৪৩
১৭ ডিসেম্বর	২৫ জুমাহ আখেরাহ	২ পৌষ	শনিবার	০৫:২১	০৬:৪০	১২:০২	০৩:০৩	০৫:২২	০৬:৪৪
১৮ ডিসেম্বর	২৬ জুমাহ আখেরাহ	৩ পৌষ	সোমবার	০৫:২২	০৬:৪১	১২:০৩	০৩:০৪	০৫:২৩	০৬:৪৫
১৯ ডিসেম্বর	২৭ জুমাহ আখেরাহ	৪ পৌষ	বুধবার	০৫:২২	০৬:৪২	১২:০৪	০৩:০৪	০৫:২৪	০৬:৪৬
২০ ডিসেম্বর	২৮ জুমাহ আখেরাহ	৫ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৫	০৩:০৫	০৫:২৫	০৬:৪৭
২১ ডিসেম্বর	২৯ জুমাহ আখেরাহ	৬ পৌষ	রবিবার	০৫:২৩	০৬:৪২	১২:০৬	০৩:০৬	০৫:২৬	০৬:৪৮
২২ ডিসেম্বর	৩০ জুমাহ আখেরাহ	৭ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৭	০৩:০৭	০৫:২৭	০৬:৪৯
২৩ ডিসেম্বর	৩১ জুমাহ আখেরাহ	৮ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৮	০৩:০৮	০৫:২৮	০৬:৫০
২৪ ডিসেম্বর	১ রজব	৯ পৌষ	শনিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২৫ ডিসেম্বর	২ রজব	১০ পৌষ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২৬ ডিসেম্বর	৩ রজব	১১ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২৭ ডিসেম্বর	৪ রজব	১২ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২৮ ডিসেম্বর	৫ রজব	১৩ পৌষ	রবিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২৯ ডিসেম্বর	৬ রজব	১৪ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৩০ ডিসেম্বর	৭ রজব	১৫ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৩১ ডিসেম্বর	৮ রজব	১৬ পৌষ	শনিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১ জানুয়ারী	৯ রজব	১৭ পৌষ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
২ জানুয়ারী	১০ রজব	১৮ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৩ জানুয়ারী	১১ রজব	১৯ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৪ জানুয়ারী	১২ রজব	২০ পৌষ	রবিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৫ জানুয়ারী	১৩ রজব	২১ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৬ জানুয়ারী	১৪ রজব	২২ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৭ জানুয়ারী	১৫ রজব	২৩ পৌষ	শনিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৮ জানুয়ারী	১৬ রজব	২৪ পৌষ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
৯ জানুয়ারী	১৭ রজব	২৫ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১০ জানুয়ারী	১৮ রজব	২৬ পৌষ	শুক্রবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১১ জানুয়ারী	১৯ রজব	২৭ পৌষ	রবিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১২ জানুয়ারী	২০ রজব	২৮ পৌষ	মঙ্গলবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১৩ জানুয়ারী	২১ রজব	২৯ পৌষ	বুধবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১৪ জানুয়ারী	২২ রজব	৩০ পৌষ	শনিবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১
১৫ জানুয়ারী	২৩ রজব	৩১ পৌষ	সোমবার	০৫:২৪	০৬:৪২	১২:০৯	০৩:০৯	০৫:২৯	০৬:৫১

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
বেলাইদী	-১	-১	-১	-১	-১
গাইবান্ধা	+৬	+৪	+১	+০	+১
শরীয়তপুর	-১	+০	+১	+২	+১
নারায়ণগঞ্জ	-১	+০	+০	+০	+০
টাঙ্গাইল	+৩	+২	+১	+১	+১
কিশোরগঞ্জ	+০	-১	-২	-৩	-২
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	-১	-১	+০	+০	+০
রাজশাহী	+৩	+৩	+৪	+৪	+৪
মাদারীপুর	+০	+১	+২	+২	+২
গোপালপুর	+১	+২	+৩	+৪	+৪
ফরিদপুর	+০	+১	+২	+৩	+১

খুলনা বিভাগ	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
খুলনা	+৪	+৫	+৬	+৬	+৬
সাতক্ষীরা	+৩	+৫	+৬	+৬	+৬
মেহেরপুর	+৭	+৭	+৭	+৭	+৭
নড়াইল	+২	+৩	+৫	+৫	+৫
চুয়াডাঙ্গা	+৬	+৬	+৭	+৭	+৬
কুষ্টিয়া	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
মাগুরা	+৩	+৪	+৫	+৫	+৫
খুলনা	+২	+৪	+৭	+৭	+৬
বাগেরহাট	+১	+৩	+৫	+৫	+৫
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৬	+৬	+৬

রাজশাহী বিভাগ	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+৪	+৩	+২	+১	+২
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৪	+৪
বগুড়া	+৬	+৪	+৩	+২	+৩
রাজশাহী	+৮	+৭	+৬	+৬	+৬
নাটোর	+৬	+৫	+৫	+৫	+৫
জয়পুরহাট	+৭	+৫	+৩	+৩	+৩
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+১০	+৯	+৭	+৭	+৭
নওগা	+৮	+৭	+৫	+৪	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	-৪	-৩	-২	-২	-৩
ফেনী	-৫	-৪	-২	-২	-২
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	-৩	-৩	-৩	-৩	-৩
রাঙ্গামাটি	-৯	-৭	-৫	-৪	-৬
নোয়াখালী	-৫	-৩	-১	-১	-২
চাঁদপুর	-৩	-২	-১	০	-১
লক্ষ্মীপুর	-২	-২	-১	০	০
চট্টগ্রাম	-৮	-৬	-৩	-২	-৪
কক্সবাজার	-১০	-৬	-২	-১	-৩
খাগড়াছড়ি	-৭	-৬	-৫	-৫	-৫
বান্দরবান	-১০	-৮	-৪	-৪	-৫

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), ইসলামিক ফাইন্ডার (www.islamicfinder.org), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

দুনিয়ার খেলাঘর

-সারওয়ার মিছবাহ*

এখন ২০২৫ সাল। খুব স্বাভাবিকভাবেই ২১২৫ সালে আমরা কেউই দুনিয়াতে থাকব না। আজ আমরা যেমন এই দুনিয়ার রসে সিক্ত হচ্ছি, মোহ-মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছি তখনও এই দুনিয়ার মায়ায় অনেকেই আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। কারণ দুনিয়া চিরযৌবনা। যতদিন যাবে দুনিয়ার যৌবন ততই ঠিকরে পড়বে। আমরা আজ দুনিয়াকে যেমন দেখছি, আমাদের পরের প্রজন্ম দুনিয়াকে আরো বেশী লোভনীয় অবস্থায় পাবে। তারা জানবে না, তাদের বিলাসী বালাখানা যে মাটির ওপর গড়ে উঠেছে সেই মাটির নিচেই কত সহস্র-কোটি দুনিয়া-প্রেমিক মিশে গেছে। আমরা যেভাবে হারিয়ে যাবো, তারাও সেভাবেই হারিয়ে যাবে। দুনিয়ার রূপ-রস উপভোগ করতে করতে অপ্রস্তুত অবস্থায় সাক্ষাৎ হবে মালাকুল মাউতের সাথে।

মৃত্যুর পরে আমাদের ঠিকানা হবে কবর। কবর সর্বদাই সংকীর্ণ। আমি কল্পনা করি, আমি সেখানে শুয়ে আছি। আমার শরীর হয়েছে পোকাকার খাদ্য। যে পোকাগুলো পাঁচ-গলা রক্ত-পূঁজ খায়। আমি জানি না, আমি সেখানে কিভাবে থাকব। আমি জানি না, আল্লাহর নাফারমান বান্দারা কবরে কিভাবে আছে। আবুদারদা (রাঃ) বলেন, ‘বান্দা মৃত্যুকে যত বেশী স্মরণ করবে, তার উৎফুল্লতা ও প্রতিহিংসা তত বেশী হ্রাস পাবে’।^১ তাই আমি যখন কবরস্থানে যাই তখন, বিভিন্ন কবরের মাথার কাছে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের নেমপ্লেট দেখি। সেখানে পাথর খোদাই করে তাদের নাম-পদবী লেখা থাকে। তারা দুনিয়ার বুকে অনেক ক্ষমতাবান ছিলেন। মানুষ তাদেরকে সালাম করত। তারা যেখানে যেতেন সেখানে মানুষ জমায়েত হ’ত। তবে এখন আর তাদেরকে কেন্দ্র করে মানুষের জমায়েত হয় না। তারা এখন খুব একা। এসব কথা আমার মস্তিষ্কে ধাক্কা দেয়। আমি নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি।

ঠিক সে সময়টায় আমার কাছে এই দুনিয়ার সকল রং ধূসর মনে হয়। মনে হয়, তেতো ছাড়া এই দুনিয়াতে কোন স্বাদ নেই। তবে যখন আমি গোরস্থান থেকে বেরিয়ে আসি, বন্ধু-বান্ধবদের আড্ডায় বসি তখন আবার আমি ভুলে যাই কবরের একাকীত্বের কথা। গোরস্থানের সেই নীরবতা আর আমার মাঝে বিরাজ করে না। আবার আমি সিক্ত হই পাপের রসে। আমার চোখে তখন ধরা দেয় দুনিয়ার হরেক রং। এভাবেই আমি প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বয়সের মানুষকে নিজ হাতে দাফন করেছি। আমি দেখেছি, তারা আর ফিরে আসেনি। আমার অনেক সাথী ছিল। অনেক ক্লাসমেট মারা গেল। অনেক জুনিয়ররাও মারা গেল। আমি তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়েছি। তবে সেখান থেকে গৃহীত শিক্ষা আমার মাঝে স্থায়ী হয়নি।

ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি জানে না হঠাৎ কখন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবে, তার অবশ্য কর্তব্য হ’ল যৌবন ও সুস্থতার ধোঁকায় না পড়ে সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা। কেননা বৃদ্ধরা কম মারা যায় আর যুবকরা বেশী মারা যায়। সেজন্য খুব অল্প মানুষকেই বৃদ্ধ হ’তে দেখা যায়’।^২ আমি যখন জানাযার ছালাতে দাঁড়িয়ে দো‘আগুলো পড়ি তখন এই কথাটা বেশ অনুভব করি। তবে ছালাত শেষ করে যখন জীবিতদের সাথে মিলিত হই তখন আমার মন থেকে সবকিছু হারিয়ে যায়। আমি খুব ভালভাবেই জানি যে, আমার দুনিয়ার বাড়ী মাত্র কয়েক দিনের। যেকোন সময় এই পাপে পূর্ণ সফরের ইতি ঘটবে। পরকাল হবে আমার অনন্তকালের ঠিকানা। আমি এটাও জানি যে, সাজানো গোছানো আবাস ছেড়ে কেউই বিরান ভূমিতে যেতে চায় না। মৃত্যুর সময় হয়তো আমিও যেতে চাইব না। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই। সবাইকে যেতে হবে। তারপরও আমি দুনিয়ার পেছনে ছুটে আমার পরকালকে নষ্ট করছি।

আমরা জানি, কোন্ পেশা আমাদের আখেরাতের জন্য উপকারী। কোন্ পেশায় জীবিকা নির্বাহ করলে আমাদের পরকাল সমৃদ্ধ হবে। তবুও প্রফেশন নির্বাচনে জেনে বুঝে আমি দুনিয়াকেই প্রাধান্য দিয়েছি। ইচ্ছা করেই আমরা পাপের পরিবেশে গিয়েছি। পাপে জড়িয়েছি। এরপর বলছি, আমরা অপারগ। হাসান বাহুরী (রহঃ) বলেন, দুনিয়াবী জীবন তিনদিনের। প্রথমত ‘গতকাল’। যা ইতিমধ্যে চলে গেছে। দ্বিতীয়ত ‘আগামীকাল’। খুব সম্ভবতঃ তুমি তার নাগাল পাবে না এবং সর্বশেষ ‘আজ’। অতএব তোমার যা করার তা আজই কর।^৩ আর আমিও জানি, আমাকে যা করার আজই করতে হবে। কারণ কাল এই দুনিয়ার বুকে থাকব কি-না জানি না।

আমি খুবই আশ্চর্য হই, যখন আমরা দ্বীনি প্রয়োজনের যুক্তি দিয়ে দুনিয়া অর্জনের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হই। কারণ দুনিয়া অর্জনের মাঝে আমরা যা খুঁজি তা দুনিয়ার মাঝে নেই। আমি জীবনভর সম্পদের মাঝে প্রাচুর্য অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তা খুঁজে পেয়েছি অল্পে তুষ্টির মাঝে। সুখ-শান্তি তালাশ করেছি অধিক্যের মাঝে, কিন্তু স্বল্পতার মধ্যেই তা পেয়েছি। আমি নৈতিকতার মাঝে মান-মর্যাদা অনুসন্ধান করেছি, কিন্তু তাকুওয়ার মাঝে সেটা লাভ করেছি। উন্নত খাবার ও পোষাক-পরিচ্ছদের মাঝে নে‘মতের খোঁজ করেছি, কিন্তু তা পেয়েছি আমার দোষ-ত্রুটি গোপন থাকা ও আমি ইসলামের অনুসারী হওয়ার মাঝে। তবুও আমি শান্ত হ’তে পারিনি। তুষ্ট হ’তে পারিনি। আমি নিজের মাঝে কখনো শান্তি খুঁজে পাইনি।

এটা হয়ত আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে শান্তি দেয়া হচ্ছে। কারণ ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, ‘দুনিয়ার অনর্থক বস্ত্রসমূহের পেছনে ছুটে বেড়ানো এক ধরনের শান্তি। যে শান্তি আল্লাহ দুনিয়ার বুকে তাওহীদপন্থীদেরকে দিয়ে থাকেন’।^৪ আমি হয়তো সেই শান্তির আওতায় পড়ে গেছি।

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
১. মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা হা/৩৫৭২৫; গায়যালী, ইহইয়াউ উলুমুদ্দীন ৩/১৮৯।

২. ইবনুল জাওয়ী, ছায়দুল খাতের, পৃ. ২০৬।

৩. ইবনু আব্বিনুনিয়া, আয-যুহুদ, ১৯৭ পৃঃ।

৪. সিয়াকু আ‘লামিন নুবালা ১০/৯৭, ইমাম শাফেঈর জীবনী দ্র.।

আমি দুনিয়া পূজারী হয়ে গেছি! যেমনটা সুফিয়ান বিন উয়ায়না (রহঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়া নিয়ে মত্ত থাকে, তার হৃদয় থেকে আখেরাতের ভীতি দূরীভূত করে দেয়া হয়’।^৫ তেমনই আমার অন্তর থেকে হয়তো আখেরাতের ভয় দূর হয়ে গেছে। আমি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি।

আমি এত দুনিয়া অর্জন করেছি যা ভোগ করার সাধ্য আমার নেই। তবুও আমি স্থির হ’তে পারিনি। এক সময় ভয় হ’ত যে, দুনিয়াতে কি খাব! কি পরব! কোথায় থাকব! আতঙ্কে দিগ্বিদিক ছোট্টাছুটি করে রিষিকের সন্ধান করেছি। এরপর আল্লাহ আমাকে অটেল সম্পদ দান করেছেন। কিন্তু আমি নিজেকে আজও থামাতে পারিনি। আমি এখনো ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারিনি। আজ পর্যন্ত আমি নিজের প্রয়োজন বুঝতে শিখিনি। প্রয়োজন ও বিলাসিতার মাঝে পার্থক্য করতে শিখিনি। আমি এটাও জানি না মানুষ কেন খায়। ক্ষুদা পেলে খায়, নাকি সকাল, দুপুর, রাত হ’লে খায়।

সবাই খায়, তাই আমিও খাই। সবাই টাকা-কড়ি জমায়, তাই আমিও জমাই। সবাই যা করে, আমিও তাই করি। সবাই কৌশলের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাত একসাথে অর্জন করতে চায়, আমিও তাই চাই। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে দুনিয়াকে ভালবাসবে তার আখেরাত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর যে আখেরাতকে ভালবাসবে তার দুনিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হবে’।^৬ ওয়াহাব ইবনু মুনাবিহ (রহঃ) বলেন, ‘দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনা হ’ল দুই সতীনের মতো। তুমি যদি তাদের একজনকে সম্ভ্রষ্ট রাখ, তাহ’লে অপরজনকে অবশ্যই অসম্ভ্রষ্ট করতে হবে’।^৭ দুনিয়া ও আখেরাতের এই দোটানার মাঝে দুনিয়ার ক্ষতি কেউ মেনে নিতে পারেনি, তাই আমিও মেনে নিতে পারিনি। আমি অজুহাত দিয়ে পাপে লিপ্ত হয়েছি। আমি অপারগতার দোহাই দিয়ে হারাম খেয়েছি।

আমি কখনো জীবন নিয়ে চিন্তা করিনি। আমি কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী পড়ে সেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণের চেষ্টা করিনি। আমি কখনো ভেবে দেখিনি যে, এই দুনিয়ার ঐশ্বর্য যদি কোন গর্বের বিষয় হ’ত, কোন কল্যাণের বিষয় হ’ত তবে আল্লাহ এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বেশী সম্পদ দান করতেন হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে। অথচ আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, ‘রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবার মদীনায়া আসার পর থেকে একাধারে তিন দিন গমের রুটি পেটভরে খাননি। এ অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন’।^৮ আহ! এই হাদীছগুলো কখনো আমার অন্তরে দাগ কাটেনি।

ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল শুধু একটি লুঙ্গি। তাঁর পাঁজরে চাটাইয়ের দাগ বসে গিয়েছিল। আমি দেখলাম

যে, তাঁর ঘরের এক কোণে ছিল প্রায় এক ছা’ গম, বাবলা গাছের কিছু পাতা এবং একটি ঝুলন্ত পানির মশক। এ অবস্থা দেখে আমার দু’চোখে অশ্রু প্রবাহিত হ’ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কাঁদছো কেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি কেন কাঁদবো না! এই চাটাই আপনার পাঁজরে দাগ কেটে দিয়েছে। আর এই হচ্ছে আপনার ধনভাণ্ডার। অথচ আজ কিসরা ও কায়সার বিরাট বিরাট উদ্যান ও বর্ণা সমৃদ্ধ অট্টালিকায় বিলাস-ব্যসনে জীবন-যাপন করছে। আর আপনি হ’লেন আল্লাহর নবী এবং তাঁর মনোনীত প্রিয় বান্দা। আপনার ধনভাণ্ডারের অবস্থা এই! তিনি বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এতে সম্ভ্রষ্ট নও যে, আমাদের জন্য রয়েছে আখেরাতের স্থায়ী সুখ-শান্তি এবং ওদের জন্য রয়েছে পার্থিব ভোগবিলাস? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ।^৯ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ) আমার কাঁধের ওপর দুই হাত রেখে বলেছিলেন, ‘তুমি দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যেন তুমি একজন মুসাফির বা পথযাত্রী’।^{১০} আফসোস! আমিও যদি আমার চোখ থেকে দুনিয়ার রঙ্গিন চশমা সরিয়ে ফেলতে পারতাম! আমিও যদি দুনিয়াকে সেভাবেই দেখতে পারতাম যেভাবে রাসূল (ছাঃ) দেখেছেন। হয়তো আজ আমার জীবনটা প্রাচুর্যে ভরে যেত।

আমি জীবনে অল্পেতুষ্ট থাকার পরিবর্তে সর্বদা দরিদ্রতারই অভিযোগ করে এসেছি। আমি তো ঐ ব্যক্তির মত হয়ে গেছি যে ইউনুস ইবনে ওবায়দ (রহঃ)-এর কাছে এসে তার অভাব-অনটনের অভিযোগ করেছিল। তখন ইউনুস তাকে বলেছিলেন, ‘তুমি যে চোখ দিয়ে দেখ, এই চোখের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তুমি কি তাতে আনন্দিত হবে? সে বলেছিল, না। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমার দুই হাতের বিনিময়ে যদি তোমাকে এক লক্ষ দিরহাম দেওয়া হয়, তাতে কি খুশি হবে? সে বলেছিল, না। তিনি বলেছিলেন, ‘যদি তোমার দুই পায়ের বিনিময়ে এটা দেওয়া হয়?’ সে বলেছিল, না। তখন ইউনুস (রহঃ) তার প্রতি আল্লাহর এই নে’মতগুলো স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, ‘আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমার কাছে লক্ষ লক্ষ দিরহামের সম্পদ আছে, অথচ তুমি দরিদ্রতার অভিযোগ করছ’।^{১১} ঠিক এই অভিযোগকারীর মতই আমারও জীবনটা শুধু দারিদ্রতার অভিযোগ করতে করতেই কেটে গেল। আমি আমার জীবনের দিকে তাকালে শুধু শূন্যতাই দেখি। কোন প্রাপ্তি খুঁজে পাই না।

দুনিয়ার খেলাঘরে আমি এক পাগলের ভূমিকায় অভিনয় করছি! কারণ সবকিছু জানার পরেও যে দেহ কবরস্থ করার পরে পোকা-মাকড়ের খাবার হবে সেই দেহকে ঘিরেই আমার সকল আয়োজন। আমি জানি, কোন্ তৈল খেলে পেট ভাল থাকে। তবে কোন্ কাজে আমার রুহ সুস্থ থাকে তা আমি জানি না। আমাদের দেহ তো মাটি থেকে তৈরি। তার খাবারও মাটি থেকেই আসে। তবে আমার রুহ মাটির তৈরি নয়। এটা

৫. সিয়রু আ’লামিন নুবালা, ৭/২৬৮ পৃঃ।

৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/২৪৯ সন্দ ছহীহ।

৭. হিলয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫১।

৮. বুখারী হা/৬৪৫৪।

৯. ইবনু মাজাহ হা/৪১৫৩।

১০. বুখারী হা/৬৪১৬।

১১. হিলয়াতুল আউলিয়া ৩/২২।

তো আসমান থেকে এসেছে। সুতরাং সে মাটির রসে সিজ হয় না। তার খাবার মাটি থেকে আসে না। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ‘তুমি নিজ রুহকে তিনটি স্থানে খোঁজ কর। কুরআন শ্রবণের সময়, যিকির-আযকারের মজলিসে এবং নিরিবিলি সময়। যদি এই তিন স্থানে তোমার মাঝে রুহ খুঁজে না পাও, তবে আল্লাহর নিকটে প্রার্থনা কর, তিনি যেন তোমাকে রুহ দান করেন। কেননা তোমার মাঝে কোন রুহ নেই’।^{১২}

আফসোস! আমি আমার রুহের পরিচর্যা কখনো করিনি। আমি আমার রুহের খোরাক কখনো প্রদান করিনি। এভাবে চলতে চলতে আমার রুহের অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে গেছে যে, কখনো আমি নিজের মাঝে তার উপস্থিতি বুঝতে পারিনি। আমি জানি, ছিয়াম, ক্বিয়াম, যিকর, ইস্তেগফারে রুহ সবল হয়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আমি ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘সর্বদা আল্লাহর যিকির করা রুহের জন্য সেরূপ, মাছের জন্য পানি যেরূপ। মাছ যখন পানি থেকে পৃথক হলে তার অবস্থা যেমন হয় ঠিক তেমনি রুহ যিকর থেকে পৃথক হলে তারও অবস্থা এমনই হয়’।^{১৩} আমি এই সবকিছুই জানি। তবে কখনো এই ইবাদতগুলোর প্রতি যত্নবান হইনি।

আমি জানি, আমার অস্তিত্বের একমাত্র সফলতার সংজ্ঞা কী! একমাত্র সফলতা হ’ল হাশরের ময়দানে জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশ করা। সেদিন যদি আমি সফল হ’তে পারি তবে আমার জীবনভর ব্যর্থতার গ্লানি নিমিষেই ধুয়ে যাবে। সারা দুনিয়ার পূর্বাপর সকল মানুষ চেয়ে দেখবে আমার সফলতা। আর সেদিন যদি আমি সফল হ’তে না পারি তবে... কি হবে আমার নোবেল! কি হবে আমার বাদশাহী! সারা দুনিয়া সেদিন মানবাকৃতির এক পশুকে দেখবে। যাকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাই আমি বলেছি, আমি এক পাগল। দুনিয়ায় ক্ষণিকের জন্য এসে আমাকে যে অভিনয়গুলো করতে দেখছে এগুলো আমার পাগলামি।

আমি এগুলোকে পাগলামী না বলে আর কি বলব! কারণ আমি জানি, সালাফদের চোখে কেমন ছিল এই রঙ্গিন দুনিয়া। হাসান বাছরী (রহঃ) যুবকদেরকে প্রায়ই বলতেন, ‘হে যুব সমাজ! তোমরা আখেরাতের সন্ধানে নিয়োজিত থাকবে। কেননা অধিকাংশ সময় আমি দেখিছি, যে আখেরাতের জীবন প্রত্যাশা করে, সে আখেরাত তো অর্জন করেই, পাশাপাশি পার্থিব কল্যাণও লাভ করে। কিন্তু আমি কখনো এমন কাউকে দেখিনি, যে দুনিয়াবী জীবন অন্বেষণ করেছে এবং দুনিয়ার সাথে আখেরাতের কল্যাণও হাছিল করতে পেরেছে’।^{১৪} আওন বিন আব্দুল্লাহ (রহঃ) বলেন, ‘অন্তরে দুনিয়া ও আখেরাতের তুলনাটা যেন দাড়িপাল্লার মত। এক পাশের পাল্লা যতটা ভারী হয়, অপর পাল্লাটি ঠিক ততটাই হালকা হয়ে যায়’।^{১৫}

মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, ‘তুমি দুনিয়া নিয়ে যতটুকু পেরেশান হবে, তোমার হৃদয় থেকে ততটুকু আখেরাতের চিন্তা উধাও হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আখেরাতের ব্যাপারে তুমি যতটুকু চিন্তা-ভাবনা করবে, সেই পরিমাণ পার্থিব দুশ্চিন্তা তোমার হৃদয় থেকে বের হয়ে যাবে’।^{১৬} ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, ‘ভ্রাতৃমণ্ডলী! তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক হও। কেননা এটা হারুত ও মারুতের চেয়েও দক্ষ যাদুকর। কারণ তারা স্বামী ও স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটাতো। আর দুনিয়া বান্দা ও তার রবের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটায়’।^{১৭} ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, ‘দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য, দুনিয়া যার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্থল এবং পাপ করাই তার কাজ। সে অত্যন্ত ভোজন রসিক, স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী। সে পার্থিব বিষয়ে বিজ্ঞ হ’লেও আখেরাতের ব্যাপারে অজ্ঞ’।^{১৮}

ইয়াহইয়া ইবনে মু‘আয (রহঃ) বলেন, ‘যে দুনিয়া তালিশ করে, দুনিয়া তার আমীর বা পরিচালক হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে, দুনিয়া তার খাদেম হয়ে যায়। দুনিয়া হচ্ছে আখেরাতের সাকো। তোমরা এই সাকো পার হয়ে চলে যাও। এখানে বসতি স্থাপন করতে যেয়ো না। কেননা সাকোর উপরে প্রাসাদ নির্মাণ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়’।^{১৯} তিনি আরো বলেন, ‘দুনিয়া হ’ল শয়তানের মাদক। যে ব্যক্তি এই মাদকে আসক্ত হবে, সে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে মৃতদের দলভুক্ত হওয়া ছাড়া হুঁশ ফিরে পাবে না’।^{২০} আমি এই সবকিছুই জানি। তারপরও আমি দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে পারিনি।

আমাকে এই দুনিয়ার বুকে সবচেয়ে বড় ঠোঁকা দিয়েছে যে শব্দটি তা হ’ল, ‘লাইফ সেটেলমেন্ট’। যখন ছাত্র ছিলাম তখন মনে হ’ত, কর্ম জীবনে যাই, লাইফ সেটেলমেন্ট হোক, তারপর দুনিয়ার সব চিন্তা বেড়ে ফেলে আখেরাত গুছানো শুরু করব। কর্ম জীবনে এসে মনে হ’ল, কিছু টাকা জমাই, বাড়ী-গাড়ী করি। তারপর আখেরাত গুছানোর কাজে হাত দেব। বাড়ী-গাড়ী হওয়ার পরে মনে হ’ল ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেই। এখনো তো অনেক কাজ বাকী। ছেলে-মেয়ের বিয়ে হ’ল। তাদেরও সন্তান-সন্ততি হ’ল। হঠাৎ একদিন খেয়াল করলাম, আমার নাতি-নাতনিরা বলছে, কর্ম জীবনে যাই, লাইফ সেটেলমেন্ট হোক, তখন আখেরাত গুছানো শুরু করব। আমার ছেলে-মেয়েরা বলছে, ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দেই...।

মনে পড়ে গেল, এই একই কথা আমার বাবাও বলেছিলেন। তবে তিনি আখেরাত গুছানোর সুযোগ পাননি। এখন আমিও মৃত্যু থেকে মাত্র এক কদম দূরে। আখেরাত গুছানোর কোন সুযোগ আমারও হয়নি। এর মাঝেই আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আমার শরীর এখন রোগের বাসা। ফরয ইবাদতগুলোও করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জীবনের এই ক্লান্তিলগ্নে

১৬. আহমাদ ইবনু হাম্বল, আয-যুহুদ, পৃ. ২৫৯।

১৭. ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ: ৩৮৬; তাসলিয়াতু আহলিল মাছায়েব, পৃ: ২৪৮।

১৮. আল-আশবিলী, আল-‘আক্বিবাহ ফী যিকরিল মাওত, পৃ. ৯০।

১৯. আবু নু‘আইম, হিলয়াতুল আওলিয়া, ১০/৫৩।

২০. ইবনুল জাওযী, হিফাতুছ ছাফওয়া ৪/৬৭।

১২. আল-ফাওয়ায়েদ ১৪৯ পৃঃ।

১৩. ইবনুল ক্বাইয়িম, আল-ওয়াবেলুছ ছাইয়িব ৪২ পৃঃ।

১৪. বায়হাকী, আয-যুহুদুল কাবীর, পৃঃ ৬৫।

১৫. জামে‘উল ‘উলুম ওয়াল হিকাম ২/৮৯০।

আমি ভাবছি, হায় আফসোস! জীবনে কতবার কুরআন পড়েছি! আল্লাহ বার বার বলেছেন, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী। তবে কখনো বুঝতে পারিনি যে, ক্ষণস্থায়ী শব্দটির সাথে 'সেটেলমেন্ট' শব্দটা কোনভাবেই যায় না। দুনিয়ায় কখনোই 'লাইফ সেটেলমেন্ট' সম্ভব নয়। একটুকু বুঝতেই আমার এক জীবন সময় লেগে গেল!

এভাবেই জানি না কখন মালাকুল মাউত এসে সামনে উপস্থিত হবে। তখন আমি বলব, হায়! আমার তো এখনো অনেক কাজ বাকী! আমি তো ভেবেছিলাম, জীবনটা একটু গুছিয়ে নিই তারপর আখেরাতের কাজ শুরু করব। এর মাঝেই আমার সময় ফুরিয়ে গেল! আমাকে আর একটু সময় দাও! তবে তখন আমাকে কোন সময় দেয়া হবে না। হাশরের মাঠে যখন জাহান্নাম নিজ চোখে দেখব তখন আমি অনুনয়-বিনয় করে আল্লাহকে বলব, আর একবার আমাকে দুনিয়ায় ফেরত পাঠান! আমি আমার সকল সম্পদ ছাদাক্বা করে দিব। আমি সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তখনও আমার এই অনুরোধ আর রাখা হবে না। আমার 'লাইফ সেটেলমেন্ট' হবে জাহান্নামের নিকৃষ্টতম স্থানে। সেখানে আমি অনাদী-অনন্তকাল থাকব।

এই সকল ধোঁকার জাল ছিঁড়ে আমি এখন থেকেই আমার পরকাল গুছাতে চাই। সে জীবনে আমি কোথায় থাকব, কিভাবে থাকব তা এখন থেকেই নিশ্চিত করতে চাই। আমি আজই একটি খাতায় হিসাব করব, আমার কাছে কার কি পাওনা আছে। আমি কার কোন হক নষ্ট করেছি। তাদেরকে আমি সেই প্রাপ্যগুলো ফিরিয়ে দিব। তাদের কাছে মাফ চেয়ে নিব। হাশরের ময়দানে ছওয়াবের বিনিময়ে ঋণ পরিশোধ করার চেয়ে এটা আমার কাছে অনেক সহজ। হারাম খাওয়ার চেয়ে না খেয়ে থাকা আমার কাছে অনেক সহজ। এখন থেকে আমি সারাদিন এটাই ভাবব যে, কোন্ কাজ করলে আমি কয়টা ছওয়াব পাব। কারণ এটাই আমার সঞ্চয়। আমি প্রতিটি মুহূর্তকে যিকর ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে মূল্যায়ন করব। হালাল উপার্জনে নিম্নবিত্ত জীবনই আমার কাছে অধিক আনন্দের। মানুষের মন্তব্যকে আমি আর পরোয়া করি না।

মানুষ কি বলল, কি করল এটা দেখে আমার কোন লাভ

নেই। কারণ আমার কবরে তারা থাকবে না। আমার পরকাল আমাকেই সুন্দর করতে হবে।

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দার কল্যাণ চান, তখন তাকে নিজের পাপ স্বীকারের যোগ্যতা এবং অন্যের পাপ অশ্বেষণ করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। আর সে আপন সম্পদ নিয়েই প্রাচুর্য বোধ করে ও অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ থাকে এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের ভার বহন করে। আর যখন কারো অকল্যাণ চান, তখন বিপরীতটাই ঘটে।^{২১} সুতরাং হে পাপিষ্ঠ নফস! এই দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। একটু স্থির হও। একটু শান্ত হয়ে ভাব, যেকোন সময় আমাকে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কবরের একাকীত্ব সহ্য করতে হবে। জীবনের ছোট-বড় প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহ আমার কাছে চাইবেন। সেদিনের জন্য আমাকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। আমার কাছে সময় খুবই কম!

২১. আল-ফাওয়ায়েদ, ৯৯ পৃঃ।

আল-মাদ্রাসাতুল ইসলামী আস-সালাফী

মোহনপুর উপজেলা টিএন্ডটি মোড়ের পশ্চিমে, মোহনপুর, রাজশাহী

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

মজব ও হিফয বিভাগ সহ ১ম শ্রেণী হ'তে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত
বালক ও বালিকা শাখা (আবাসিক-অনাবাসিক)

- ◆ ভর্তি ফরম বিতরণ : ১লা থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০২৫
- ◆ ভর্তি পরীক্ষা : ১লা জানুয়ারী ২০২৬
- ◆ ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ : ৩রা জানুয়ারী ২০২৬
- ◆ ভর্তি চলবে : ৩ থেকে ৮ই জানুয়ারী ২০২৬
- ◆ ক্লাস শুরু : ১০ই জানুয়ারী ২০২৬ ইং

বৈশিষ্ট্য সমূহ

- * শিক্ষার্থীদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল শিক্ষা দান।
- * আবাসিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষকমণ্ডলীর তত্ত্বাবধানে পাঠদান।
- * স্বাস্থ্য সম্মত খাবার ও সুন্দর আবাসিক ব্যবস্থা।
- * নিয়মিত খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা।

মোবাইল : ০১৭৬৪৯০৬২৫৬, ০১৭২৯৯০২৪৩৪



ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং
০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাত-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছ ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাকফলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের বিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সূনাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু থাকবে (যাযী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্টাট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

সূদানে গণহত্যা : বন্ধ হোক ক্ষমতার লড়াই

- আত-তাহরীক ডেস্ক

সূদান উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটি বৃহৎ মুসলিম রাষ্ট্র। আয়তন ১৮ লক্ষ ৮৬ হাজার ৬৮ বর্গকিলোমিটার। ২০১১ সালে দক্ষিণ-সূদান ভাগ হওয়ার আগ পর্যন্ত ছিল আফ্রিকার সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র। মোট জনসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লাখ। এর মধ্যে ৭০% মুসলিম, ২৫% আদিবাসী এবং ৫% খৃষ্টান। ভাষা আরবী ও ইংরেজী। মিসর, লিবিয়া, চাদ, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়াসহ সাতটি দেশের সঙ্গে সীমান্তের পাশাপাশি লোহিত সাগরের উপকূল থাকায় সূদান কৌশলগত দিক থেকে বৈশ্বিক শক্তিগুলোর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নীল নদ এই দেশের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে। দেশটি বিশাল আবাদযোগ্য জমি এবং প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। যার মধ্যে রয়েছে পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস, সোনা, রূপা, ক্রোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ, জিপসাম, মাইকা, দস্তা, লোহা, সীসা, ইউরেনিয়াম, তামা, গ্রানাইট, নিকেল, টিন ও অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।

ভৌগলিক গুরুত্বপূর্ণ এই দেশটি বিগত আড়াই বছরেরও অধিক সময় ধরে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধের আগুনে জ্বলছে। সে দেশের সরকারী বাহিনী ‘সূদান আর্ম ফোর্সেস’ (এসএএফ) ও আধা-সামরিক ‘র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস’ (আরএসএফ)-এর ক্ষমতার লড়াই দেশটিকে মৃত্যুপুড়িতে পরিণত করেছে। ঠেলে দিয়েছে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের দিকে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, সূদান আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকটের মুখোমুখি। ২০২৩ সালের এপ্রিলে শুরু হওয়া সংঘাতে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে দেড় লাখের বেশী মানুষ। বাস্তবায়িত হয়েছে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ মানুষ। যা ইউক্রেন ও ফিলিস্তিনের গায়েকেও হার মানিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে- কেন এই গৃহযুদ্ধ? কি কারণে মুসলিম অধ্যুষিত এই দেশটি ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে?

জবাব হচ্ছে- ক্ষমতার লড়াই। জোর করে ক্ষমতা দখল করা, ক্ষমতা আগলে রাখা, যেকোন মূল্যে ক্ষমতায় যেতেই হবে এই মানসিকতা, আদল ইনছাফ থেকে যোজন দূরে থাকা, সাধারণ জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা, শাসনের নামে শোষণ ও যুলুম-নির্যাতন করা, সর্বোপরি সৃষ্টির জন্য স্রষ্টার বিধান তথা ইসলামী খেলাফতের আদলে রাষ্ট্র পরিচালনা না করে মানব রচিত বিধানের আলোক রাষ্ট্র পরিচালনা করা ইত্যাদি কারণে আজ বিশ্বব্যাপী মুসলিম রাষ্ট্রগুলি অধঃপতনের অতল তলে হারিয় যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

বর্তমান সংকটের সূত্রপাত হয় ২০১৯ সালে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীরের ক্ষমতাচ্যুতির পর থেকে। তাঁর শাসনকাল ১৯৮৯ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। প্রেসিডেন্ট বশীরও এক রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই ক্ষমতায় আসেন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর এক নাগাড়ে দেশ শাসন করেন। তার বিরুদ্ধে কর্তৃত্ববাদ, ব্যাপক দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনাসহ নানা অভিযোগ উত্থাপিত হয়।

এক পর্যায়ে তা বিদ্রোহে রূপ লাভ করে। आमजनता ওমর আল-বশীরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ফুঁসে ওঠে। অবশেষে জেনারেল আবুল ফাভাহ আল-বুরহানের নেতৃত্বে সে দেশের সামরিক বাহিনী (এসএএফ) এবং জেনারেল মুহাম্মাদ হামদান দাগালোর নেতৃত্বে আধা-সামরিক বাহিনী (আরএসএফ) যৌথভাবে ২০১৯ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্ট বশীরই জেনারেল দাগালোর নেতৃত্বে আরএসএফ নামের আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করেছিলেন নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত ও স্থায়ী করার জন্য। এই আধা-সামরিক বাহিনীটি গঠিত হয় ২০১৩ সালে, যাদের নিয়ে দেশের ভেতরে ও বাইরে অনেক বিতর্ক রয়েছে। এই বাহিনীর মূলে রয়েছে কুখ্যাত ‘জানজাওয়িদ মিলিশিয়া গ্রুপ’, যারা দারফুরের বিদ্রোহীদের নিষ্ঠুরভাবে দমন করেছিল। ২০০৩ থেকে ২০০৫ সালের মধ্যে দারফুর সংঘাতে এই মিলিশিয়া প্রায় ২ লক্ষ আদিবাসী কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। এই গ্রুপের নেতা ছিলেন জেনারেল দাগালো। আন্তর্জাতিক নিন্দা ও সমালোচনা সত্ত্বেও ওমর আল-বশীর এই গ্রুপটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি আধা-সামরিক বাহিনী হিসাবে স্বীকৃতি দেন, যার নামকরণ করা হয় ‘বর্ডার ইন্টেলিজেন্স ইউনিটস’। পরে এই গ্রুপটির সদস্যরা সূদানের গোয়েন্দা বিভাগের অংশ হয়ে ওঠে। এর কয়েক বছর পর ওমর আল-বশীর আরএসএফ বাহিনীটি গঠন করেন। তিনি নিজে এই বাহিনীর কার্যক্রম তদারকী করলেও এর প্রধান ছিলেন জেনারেল দাগালো। এই দাগালো পরে প্রেসিডেন্ট ওমরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। অতঃপর তাকে উৎখাতের পর সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বাধীন সরকারে তিনি উপ-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জেনারেল দাগালো পরে আরএসএফকে একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে গড়ে তোলেন এবং এর মধ্য দিয়ে খুব দ্রুত তার ক্ষমতার উত্থান ঘটতে শুরু করে।

আরএসএফ বাহিনী ইয়েমেন ও লিবিয়ার সংঘাতেও জড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় সূদানের বেশ কয়েকটি সোনার খনিতেও তারা তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই বাহিনীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বড় ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনেরও অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালে প্রেসিডেন্ট ওমর আল-বশীরের সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলাকালে ১২০ জনেরও বেশী প্রতিবাদকারীকে হত্যা করা। দেশটির সেনাবাহিনীর বাইরে এরকম শক্তিশালী একটি বাহিনীর উপস্থিতিতেও সূদানের অস্থিতিশীলতার অন্যতম কারণ বলে বিশ্লেষকগণ মনে করেন। অন্যদিকে ওমর আল-বশীরকে যখন ক্ষমতা থেকে সরানো হয় তখন জেনারেল বুরহান ছিলেন সেনাবাহিনীর ইন্সপেক্টর জেনারেল। দারফুর সংঘাতের সময় তিনি আলোচনায় আসেন এবং এই সময়েই তার ক্ষমতার উত্থান ঘটে।

প্রেসিডেন্ট বশীরের অপসারণের পর অসামরিক প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অসামরিক এবং সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে দ্রুত এ চুক্তিও ভেঙে যায় এবং ২০২১ সালের অক্টোবরে

জেনারেল বুরহান আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভেঙে দিয়ে নিজেই ক্ষমতার মসনদে আসীন হন।

উল্লেখ্য, বশীর বিরোধী অভ্যুত্থানের দুই মূল নায়কই আজ পরস্পরের শত্রু। সেনাপ্রধান জেনারেল বুরহান এবং আরএসএফ প্রধান জেনারেল মুহাম্মাদ হামদান দাগালো। প্রথমে তারা একসঙ্গে বশীরকে ক্ষমতাচ্যুত করলেও পরে ক্ষমতার ভাগাভাগি এবং বেসামরিক শাসনে ফেরার প্রশ্নে উভয়ে দ্বন্দ্ব জড়িয়ে পড়েন। দুই নেতাই তাদের ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রভাব বজায় রাখতে চাওয়ায় দু'জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। তাদের দ্বন্দ্বের পেছনে অন্যতম ইস্যু ছিল আরএসএফের এক লাখের বেশী সৈন্যকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার প্রশ্ন। এই সৈন্যদের সেনাবাহিনীতে নিয়োগ দেওয়া হলে নতুন বাহিনীকে কে নেতৃত্ব দেবেন সেটি নিয়েও দ্বন্দ্ব শুরু হয় দুই নেতার মধ্যে। দুই নেতার মধ্যে এমন উত্তেজনা চলাকালীন অবস্থায় ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে আরএসএফ সেনাদের সূদানের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তকে সেনাবাহিনী হুমকি হিসাবে দেখে। যার ধারাবাহিকতায় সে বছরের ১৫ই এপ্রিল দুই পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আরএসএফের সেনারা রাজধানী খার্তুমের একটা বড় অংশ দখল করে নেয়। প্রায় দুই বছর পর ২০২৫ সালের মে মাসে পুনরায় সেনাবাহিনী খার্তুমের দখল ফিরে পায়।

আরএসএফ সর্বশেষ নৃশংসতা চালায় দারফুর অঞ্চলের আল-ফাশের শহরে। গত অক্টোবর মাসে সূদানের সরকারী বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি বলে পরিচিত আল-ফাশের শহর দখল করে আরএসএফ সেখানে ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড চালায়। মাত্র ৩ দিনে ১৫০০ মানুষকে তারা নির্মমভাবে হত্যা করে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হ'ল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নির্লিপ্ততা। ইউক্রেন বা গাযায় সংঘাতের মতো বৈশ্বিক প্রতিক্রিয়া সূদানের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমে এই বিপর্যয় তুলনামূলকভাবে অল্প জায়গা পাচ্ছে, আর বড় শক্তিগুলো নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থে নীরব রয়েছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেছেন, 'সূদানে যা ঘটছে তা মানবতার জন্য লজ্জার।' তবু নিরাপত্তা পরিষদে এখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। মানবিক সহায়তা পাঠাতে ব্যর্থ হচ্ছে বিশ্ব, কারণ কোন পক্ষই যুদ্ধবিরতিতে সম্মত নয়। বিশ্বের নীরবতা এই যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করছে। যখন গণহত্যা চলছে, তখন 'রাজনৈতিক ভারসাম্য' রক্ষার নামে নীরব থাকা মানে নৈতিকভাবে অপরাধে অংশ নেওয়া।

সূদানের মতো দেশগুলোর বিপর্যয় কেবল তাদের অভ্যন্তরীণ নয়; এটি গোটা বিশ্ববাসীর জন্য একটি নেতিবাচক বার্তা। বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই বাংলাদেশী হিসাবে আমাদের কণ্ঠস্বরও এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে আরও জোরালো হওয়া উচিত। কূটনৈতিকভাবে ও আন্তর্জাতিক ফোরামে সূদানের গণহত্যা বন্ধে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়া দরকার। আজ যদি আমরা নীরব

থাকি, আগামীকাল এই আগুন অন্য কোথাও ছড়িয়ে পড়বে। গণহত্যার ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে, নীরবতা কখনো নিরপেক্ষতা নয়, বরং তা অপরাধীদের পক্ষে দাঁড়ানো। যখন কোন গণহত্যা সংঘটিত হয়, তখন বিশ্ব পরাশক্তিগুলো প্রথমে নীরব থাকে, পরে অনুতপ্ত হয়। আর এতে কোন লাভ হয় না। কারণ ইতিমধ্যে যা ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার হয়েই যায়। ১৯৯৪ সালে রুয়ান্ডায় এমন নীরবতাই লাখো প্রাণ কেড়ে নিয়েছিল। সূদানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হবে না।

সুতরাং মানবতার প্রশ্নে জাতিসংঘ, আরব লীগ, ওআইসিসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাকে একত্রিতভাবে শান্তির পথ খুঁজে বের করতে হবে। এখনই যদি পদক্ষেপ না নেওয়া হয়, সূদান ভেঙে যাবে কয়েকটি খণ্ডে, আর লাখ লাখ মানুষ হারাবে তাদের ভবিষ্যৎ। জাতিসংঘের ভাষ্য মতে, সূদানে এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট চলছে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব, যাদের মানবাধিকারের বুলি এত জোরালো, তারা যেন সূদানের নাম ভুলে গেছে। গাযা বা ইউক্রেন নিয়ে প্রতিদিন সংবাদ শিরোনাম হয়, কিন্তু দারফুরের মৃত্যুর খবর তেমন সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রকাশ করতে দেখা যায় না। এটি আমাদের বিবেকের ওপর এক গভীর ক্ষত। সূদানের আল-ফাশেরে যা ঘটছে, তা শুধু একটি দেশের অভ্যন্তরীণ সংকট নয়, এটি মানবতার ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি।

পরিশেষে বলব, সূদানে চলমান এই মানবিক নৃশংসতা ও গণহত্যা রোধে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক জবাবদিহীতা। প্রয়োজন মানবিক সহায়তা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে- নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। কারণ প্রতিটি নীরবতা, প্রতিটি বিলম্ব, প্রতিটি অনীহা আরও বহুসংখ্যক প্রাণের মৃত্যু ডেকে আনবে, বহু বনু আদমকে বাস্তুচ্যুত করবে এটিই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দকে সঠিক বুঝ দান করুন-আমীন!

হালাল পয়েন্ট বিডি

নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তৈরি ১০০% খাঁটি পণ্যের নিশ্চয়তা

আমাদের পণ্যসমূহ

- ◆ সরিষার তৈল
- ◆ ১০০% খাঁটি খেজুরের গুড়
- ◆ আখের গুড়
- ◆ ১০০% খাঁটি আখের গুড়
- ◆ হোম মেড ঘি
- ◆ প্রাকৃতিক চাকের খাঁটি মধু
- ◆ হাতে তৈরি গমের আটার সেমাই
- ◆ খাঁটি খেজুর গুড় (ঝোলা, পাটালি, দানাদার ও বিচ গুড়)
- ◆ ফরমালিন মুক্ত সকল ধরনের আম ও লিচু ইত্যাদি।

বি.দ্র. দেশের যেকোন স্থানে খুচরা ও পাইকারী সরবরাহ করা হয়।

সার্বিক যোগাযোগ

প্রোঃ খুরশেদ আলম

মোবাইল : ০১৭৫১৪৭৫৩৬২

বানেশ্বর, পুষ্টিয়া, রাজশাহী

facebook.com/khurshad.rony

Facebook Page : হালাল পয়েন্ট বিডি

E-mail : khurshadrony607@gmail.com

Whatsapp : 01863024259

শিশুদের আদব : পারিবারিক শিক্ষার প্রথম পাঠ

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান*

ভূমিকা : শিশুরা হ'ল পরিবারের আয়না। সেই আয়নাতেই প্রতিফলিত হয় বাবা-মায়ের শিক্ষা, আচরণ ও চরিত্রের সূক্ষ্ম ছাপ। আখলাক বা চরিত্রের সবচেয়ে সুন্দর বাহ্যিক রূপ হ'ল আদব। একজন মানুষের সৌন্দর্য ফুটে উঠে তার আদবের মধ্যে। উত্তম আদবের মাধ্যমে মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্রই রয়েছে আদবের ছাপ। নবী কারীম (ছাঃ) আমাদের সকল বিষয়ের আদব শিক্ষা দিয়েছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থাকলেও আদব বা শিষ্টাচারের শিক্ষা পরিবার থেকেই শুরু হয়। পরিবার হ'ল শিশুর প্রথম ও প্রধান শিক্ষালয়। যেখানে পুথিগত বিদ্যার আগে ধৈর্য, যত্ন ও অনুশীলনের মাধ্যমে রোপিত হয় শিষ্টাচারের প্রথম বীজ। সবকিছুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শেখানো সম্ভব নয়। কিছু বিষয় পরিবার থেকেই শেখাতে হয় ধৈর্য ও অনুশীলনের মাধ্যমে। পরিবারই পারে শিশুকে আদবের আলায়ে উদ্ভাসিত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে। এজন্য বলা হয়ে থাকে, শিশুরা জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে, আর আদব শিখে পরিবার থেকে।

যে আদবগুলো পরিবার থেকে শেখাতে হবে : আদবের বিষয়টি অনেক বিস্তৃত। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা কিছু মৌলিক আদব সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাব, যেগুলো পরিবার থেকেই শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

ঈমান ও আকীদাগত আদব : শিশুদের ঈমান ও আকীদার শিক্ষা কেবল ধারণাগত নয়, বরং এর সাথে কিছু মৌলিক আদবও জড়িত। মহান আল্লাহ তা'আলার পরিচয়, তাঁকে চেনা ও জানা, তাঁকে সকল কিছুর চেয়ে বেশী ভালোবাসা, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করা, আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখা, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর ভরসা রাখা ইত্যাদি বিশ্বাসগুলো শিশুদের প্রথম পাঠ হওয়া উচিত। অতঃপর নবী কারীম (ছাঃ)-এর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর আদর্শ ও সুন্নাতকে মেনে চলা, তাঁর নাম শুনলে দরুদ পাঠ করা ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষা দেওয়া। এভাবে ক্রমান্বয়ে ঈমানে মুফাছ্বালের ছয়টি বিষয়ে ধারণা দেওয়া। এছাড়াও সমাজে প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদার বিপরীতে সঠিক আকীদা শিক্ষা দিতে হবে।

সামাজিক ও আচরণগত আদব : ইসলামী জীবনবিধানের এই আদবগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ এই আদবগুলো শুধু সামাজিক সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে না বরং এগুলো ইবাদতেরও অংশ। সামাজিক ও আচরণগত আদবগুলো হ'ল :

ক. কথা বলা ও যোগাযোগের আদব : দেখা হ'লে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং সালামের উত্তর সুন্দরভাবে দেওয়া, সর্বদা বিনয়ী থাকা এবং নম্র হওয়া, যেকোন পরিস্থিতিতে এমনকি নিজের বিপক্ষে হ'লেও সত্য কথা বলা, মিথ্যা সম্পূর্ণ পরিহার করা, ভাল কথা বলা নচেৎ চুপ থাকা, গীবত ও চোগলখোরি না করা, কেউ কথা বললে মনোযোগ দিয়ে শোনা, বক্তার কথা শেষ না হ'লে তাকে থামিয়ে না দেওয়া, তর্ক এড়িয়ে চলা ইত্যাদি আদবগুলো সর্বপ্রথম পরিবার থেকেই শিক্ষা দেওয়া উচিত।

খ. দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশার আদব : কারো ঘরে বা ব্যক্তিগত স্থানে প্রবেশের আগে অবশ্যই সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং অনুমতি চাওয়া (তিনবার), মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা, বাড়িতে অতিথি এলে খুশি হওয়া এবং সামর্থ্য অনুযায়ী আপ্যায়ন করা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করা, তাদের আগে কথা না বলা এবং তাদের জন্য স্থান ছেড়ে দেওয়া, ছোটদের স্নেহ করা ইত্যাদি ছোট ছোট আদবগুলো যথাসম্ভব অল্প বয়সেই শিক্ষা দিতে হবে। কেননা শিশুকালেই চরিত্রের ভিত্তি গড়ে ওঠে।

গ. মজলিস বা জনসমাগমের আদব : শিশুদের মানসিক বিকাশ, জ্ঞান অর্জন প্রভৃতি কারণে তাদের বিভিন্ন জনসমাগমে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ দিতে হয়। এসমস্ত স্থানের আদবগুলো মেনে চলা যরুরী। নচেৎ মজলিসগুলোর উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। মজলিস বা জনসমাগমের আদবগুলো হ'ল : কোন আসরে, মজলিসে বা মসজিদে অবস্থান করলে সেখানে শান্তভাবে অবস্থান করা, দেয়ালে আসলে যেখানে জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই বসা, অন্যকে বসার জায়গা করে দেওয়া, কারো ঘাড় ডিঙিয়ে সামনে না যাওয়া, তিন জন থাকলে তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে দু'জন কানকথা না বলা, হাঁচি এলে আল-হামদুলিল্লাহ বলা, হাই তোলার সময় মুখে হাত দেওয়া, বিশেষ প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে কথা বলা, স্থান ত্যাগ করা ও বিদায় নেওয়া। সর্বোপরি একজন ভালো শ্রোতা হওয়া। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, **الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ** 'যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শোনে, অতঃপর তার মধ্যে উত্তমটির অনুসরণ করে। তাদেরকে আল্লাহ সুপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই হ'ল জ্ঞানী' (যুমার ৩৯/১৮)। পরিশেষে দো'আ পাঠের মাধ্যমে মজলিস ত্যাগ করা।

ঘ. ব্যক্তিগত আচরণের আদব : ইসলাম ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শালীনতা ও ভদ্রতা বজায় রাখতে শিখিয়েছে। এজন্য শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর পূর্বেই ব্যক্তিগত আচরণের আদবগুলো পরিবার থেকেই শেখানোর চেষ্টা করতে হবে। নিজের শরীর, পোষাক ও চারপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ ও শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা, ডান হাতে খাওয়া, ডান কাতে দো'আ পাঠ করে ঘুমানো, যেকোন শুভ কাজ ডান দিক থেকে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা, রাতে দ্রুত ঘুমানো এবং ফজরে ঘুম থেকে ওঠা, নিজেকে অন্যের ক্ষতির হাত থেকে বিরত রাখা, নিজের ভুল স্বীকার করা ও ক্ষমা চাওয়া, সমায়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা এবং সর্বদা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা ইত্যাদি আদবগুলো আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ঙ. প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনের সাথে আদব : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **خَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِحَارِهِ** 'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার প্রতিবেশীর নিকট উত্তম'।^১ এজন্য প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ ও আদব বজায় রাখা যরুরী। প্রতিবেশীর খোঁজখবর রাখা, তাদের বিপদে সাহায্য

১. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৪৯৮৭; হুহী তারগীব হা/২৫৬৮।

করা এবং নিজের কোন আচরণে তাদের কষ্ট না দেওয়া, অসুস্থ হ'লে দেখতে যাওয়া, আত্মীয়স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, উপহার বিনিময় করা ইত্যাদি আদবগুলো শিশুর পরিবারের কাছেই পেয়ে থাকে।

চ. হাঁটা-চলা ও রাস্তার আদব : একজন মানুষের হাঁটা-চলার মাধ্যমেই তার ব্যক্তিত্বের অনেকাংশ ফুটে ওঠে। এজন্য রাস্তাঘাটে চলার সময় নিজের দৃষ্টিকে অবনত রাখা, রাস্তা থেকে যেকোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা, কারো সাথে দেখা হ'লে সালাম ও কুশল বিনিময় করা, কেউ পথ হারিয়ে ফেললে বা ঠিকানা জানতে চাইলে তাকে সাহায্য করা, হাঁটার সময় অন্যমনস্ক না হওয়া এবং সামনের দিকে দেখে পথ চলা ইত্যাদি আদবগুলো মেনে চলা।

ছ. ধৈর্য ও সহনশীলতা : জীবনযুদ্ধ ও দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য মুমিন জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতা খুবই প্রয়োজনীয় গুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ**, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন' (বাক্বারাহ ২/১৫৩)। লোকমান তার সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, **اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ** 'বিপদে ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ' (লোকমান ৩১/১৭)। শৈশবকাল থেকে শিশুদের মধ্যে ছবর ও সহনশীলতার অনুশীলন থাকলে ভবিষ্যৎ জীবনের পথ চলা তাদের জন্য সহজ হবে।

ইলম অর্জনের আদব : ইলমের আবরণ হ'ল তার আদব বা শিষ্টাচার। আদব বিহীন জ্ঞান কেবল মস্তিষ্কে জমা হয়; হৃদয়ে প্রবেশ করে না। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম, তাবঈঈনে এযাম তথা সালাফে ছিলেহীন ইলম অর্জনের আগে আদব শেখাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন। খলীফা ওমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেন, **أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ** 'আগে শিষ্টাচার শেখ, তারপর জ্ঞানার্জন কর'।^২ ইমাম গাযালী (রহ.) বলেন **طَهَارَةُ... أَدَابِ الْمُتَعَلِّمِ** **النَّفْسِ عَنْ رَذَائِلِ الْخُلَاقِ وَمَذْمُومِ الْأَوْصَافِ وَالصِّفَاتِ الرَّدِيَّةِ** **مِثْلُ: الْغَضَبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْحَقْدِ وَالْحَسَدِ وَالْكِبْرِ وَالْعُجْبِ وَأَخَوَاتِهَا** 'শিক্ষার্থীর অন্যতম শিষ্টাচার হ'ল...আত্মাকে নীচু নৈতিকতা, নিন্দিত বৈশিষ্ট্য এবং মন্দ গুণাবলী থেকে পবিত্র রাখা। যেমন ক্রোধ, কুপ্রবৃত্তি, বিদ্বেষ, হিংসা, অহংকার, আত্মমুগ্ধতা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বদঅভ্যাস'।^৩ সন্তানকে প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানোর পূর্বেই ইলম অর্জনের মৌলিক আদবগুলো পরিবার থেকে শেখানো অত্যন্ত যরুরী। প্রথমেই সন্তানের মানসপটে এই বিশ্বাসটি স্থায়ীভাবে গেঁথে দিতে হবে যে, জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হবে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। এর পাশাপাশি শ্রেণীকক্ষের শিষ্টাচার যেমন শ্রেণীকক্ষে সালাম দিয়ে প্রবেশ করা, শিক্ষককে মনেপ্রাণে সম্মান ও মান্য করা এবং শিক্ষকের কথা পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনা, সহপাঠীদের সাথে সুন্দর আচরণ করা ইত্যাদি শেখাতে হবে।

সম্বোধন শেখানো : সামাজিক যোগাযোগের প্রথম ধাপ হ'ল সঠিক সম্বোধন। শিশুরা কথা বলা শেখার পর থেকেই পর্যায়ক্রমে তাদেরকে পারিবারিক ও সামাজিক সম্বোধন শেখানো উচিত। যেমন : ভাই-বোন, দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-চাচী, খালা-খালু ইত্যাদি সম্বোধনগুলো। এছাড়াও পিতার বয়সী লোকজনকে চাচা, সমবয়সী বা এর একটু বড়দের ভাই, বন্ধদের দাদু সম্বোধন করা। বয়স, সম্পর্ক বা অবস্থান ভেদে (যেমন : 'আপনি', 'তুমি') কথা বলতে শেখাটা তাদের বিনয়ী ও মার্জিত করে তোলে।

দৈনন্দিন দো'আ ও যিকিরে অভ্যস্ত করা : শিশুদের ছোটবেলা থেকেই দৈনন্দিন গুরুত্বপূর্ণ দো'আ ও যিকিরগুলো শিক্ষা দিলে সেটি তাদের মনে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। এর মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও তাওয়াক্কুল তৈরী হওয়ার পাশাপাশি শিশুরা বদ নয়র, দুষ্ট জীন, জাদু-টোনা ও অন্যান্য বালা-মুছীবত থেকেও রক্ষা পায়।

আদব শেখানোর উপায় :

নিজে আদর্শবান হওয়া : শিশুদের আদব বা শিষ্টাচার শেখানোর সবচেয়ে শক্তিশালী এবং কার্যকরী উপায় হ'ল, পিতা-মাতার আচরণে সেই আদর্শগুলো ফুটিয়ে তোলা। এই পদ্ধতিই ছিল নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষাদানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি ছিলেন 'উসওয়াতুন হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ। ছাহাবীগণ কেবল তাঁর কথা শুনেই ইসলাম শেখেননি বরং তাঁর প্রতিটি কাজ স্বচক্ষে দেখে শিখেছেন ও অনুকরণ করেছেন।

শিশুদের মধ্যে অনুকরণের প্রবণতা খুবই প্রবল। তারা শুনে যতটা শেখে, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী শেখে স্বচক্ষে দেখে। এজন্য আপনি যে আদবগুলো সন্তানকে শেখাতে চান, তা আগে আপনার নিজের জীবনে অনুশীলন করুন। যেমন শিশুকে বিনয়ী হ'তে বলার আগে, নিজেকেও বিনয়ী হ'তে হবে। অন্যের সাথে বিনয়ের সাথে নম্রভাবে কথা বলতে হবে। মনীষী জন সি. ম্যাক্সওয়েলের মতে, মানুষ ৮৯% শিক্ষা গ্রহণ করে দেখার মাধ্যমে, ১০% শেখে কানের দ্বারা এবং বাকী ০১% শিখে হিন্দ্রির দ্বারা। অনেক পিতা-মাতা আছেন, যারা সন্তানকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চান, ভালো উপদেশ প্রদান করেন, সন্তানকে ভালো মাদরাসায় পড়াশুনা করান কিন্তু নিজে জীবনে ইসলাম মেনে চলেন না। এসমস্ত মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ**, 'তোমরা কি লোকদের সংকাজের আদেশ দাঁও এবং নিজেদের বেলায় তা ভুলে যাও?' (বাক্বারাহ ২/৪৪)।

গল্প ও উপমা দিয়ে শেখানো : বাচ্চারা অত্যধিক গল্পপ্রিয় এবং গল্পের চিত্রগুলো নিজের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। এজন্য গল্প ও উপমা শিশুদের আদব শেখানোর জন্য একটি কার্যকরী উপায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে মানবজাতিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক কাহিনী ও উপমা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ**, 'আমরা এই কুরআনে সব ধরনের উপমা দিয়ে

২. আব্দুল ক্বাদের জীলালী (মৃ.৫৬১হি.), আল-গুনয়াহ বৈরুত : দারুল কুতুববিল-ইলমিহিয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭হি.), ১/১১৬।
৩. আবু হামেদ আল-গাযালী, ইহয়াউ উলুমিদীন, ১/৪৮।

হেকিমের উপদেশগুলো একটি গুরুত্বপূর্ণ গাইডলাইন। হিংসা ও ক্রোধের পরিণাম শেখাতে হাবীল ও কাবীলের কুরবানীর ঘটনাটি সংক্ষেপে বলুন। কিভাবে হিংসার বশবর্তী হয়ে কাবীল তার ভাই হাবীলকে হত্যা করেছিল এবং পরে অনুতপ্ত হয়েছিল। মিথ্যা ও অনুশোচনার পরিণাম শেখাতে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা শুনান। কিভাবে তার ভাইয়েরা হিংসা করে তাঁকে কুপে ফেলে দিয়েছিল এবং বাবার কাছে এসে মিথ্যা বলেছিল। কিন্তু বহু বছর পর তারা কিভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক শিশুদের আগে সালাম দেওয়া এবং তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ আচরণের গল্পগুলো আদব শেখানোর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

গল্প বলার কার্যকরী কৌশল : গল্প বলার সবচেয়ে কার্যকরী কৌশল হ'ল সঠিক সময় নির্বাচন করা। যেমন : ঘুমোতে যাওয়ার আগে, খাওয়ার সময় বা যখন শিশু বিশেষভাবে মনোযোগী থাকে। গল্পটি শেষ হ'লে শিশুকে চিন্তা করতে উৎসাহিত করুন। তাকে এভাবে প্রশ্ন করুন : 'বলো তো বাবা, এই গল্প থেকে আমরা কি শিখলাম?' অথবা 'তুমি যদি ঐ গল্পের চরিত্রের জায়গায় থাকতে, তবে তুমি কি করত?' এভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে গল্প উপস্থাপন করলে সে গল্প থেকে শিক্ষাগ্রহণ এবং তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নে আগ্রহী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

স্নেহ ও ধৈর্যশীলতা বজায় রাখা : শিশুদের আদব শেখানোর ক্ষেত্রে স্নেহ এবং ধৈর্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আপনি নিজে যখন অন্যদের সাথে বিশেষ করে আপনার সন্তানের সাথে স্নেহপূর্ণ, বিনয়ী ও মার্জিত ভাষায় কথা বলবেন, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই তা শিখবে। যখন আপনি নিজের কোন বিপদে বা রাগের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ করবেন, তখন শিশুরাও শিখবে যে, কঠিন পরিস্থিতিতেও শান্ত থাকতে হয়। সন্তানের মধ্যে যখন ভালো আদব প্রকাশ পাবে তখন তাকে জড়িয়ে ধরুন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিন বা একটি চুমু খান। আপনার স্নেহ ও সন্তুষ্টির প্রকাশই তার জন্য অনেক বড় পাওয়া।

শিশুরা প্রায়ই ভুলে যাবে, ভুল করবে এটা ই স্বাভাবিক। তাই হতাশ না হয়ে বা রেগে না গিয়ে ধৈর্য ধরে তাকে বারবার মনে করিয়ে দিন। যেমন খাওয়ার আগে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে গেলে ধমক না দিয়ে শান্তভাবে বলুন, বাবা আমরা খাওয়া শুরু করার আগে কিছু বলতে ভুলে গেলাম না তো? আর এটা সর্বদা মনে রাখবেন, শিশুদের আদব শেখানো কোন ১০০ মিটার দৌড় নয়, এটি একটি ম্যারাথন।

পুরস্কারের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান : শিশুদের আদব শেখানোর প্রক্রিয়াকে পুরস্কারের মাধ্যমে আরও গতিশীল করা যায়। শিশুরা ভালো কাজ বা আচরণের জন্য তাৎক্ষণিক পুরস্কার ও মৌখিক স্বীকৃতি পেলে তখন তারা সেই ভালো কাজটি আবার করার জন্য প্রবল উৎসাহ বোধ করে, যা তাদের আত্মবিশ্বাসকে বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এজন্য শিশুদের মধ্যে কোন ভালো আদব প্রকাশ পেলে সাথে সাথে আন্তরিকভাবে তার প্রশংসা করুন। যেমন মাশাআল্লাহ, তুমি যে খাবারটা তোমার ছোট বোনকে ভাগ করে দিলে, এটা দেখে আমার যে কি ভালো লেগেছে! এর পাশাপাশি মাঝেমাঝে খেলনা, গল্পের বই বা চকলেট ইত্যাদি বস্তুগত পুরস্কারও দেওয়া যেতে পারে। সবশেষে এই সদাচরণের সর্বোচ্চ ও আসল প্রতিদান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর এই হাদীছটি স্মরণ করিয়ে দিন, فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ

أَنَا زَعِيمٌ بَيْنَتْ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ

حَسَنَ خُلُقُهُ 'যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সুন্দর করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার'।^৪

ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে শেখানো : ইসলামী শরী'আতের বিধানগুলো একদিনেই নাখিল হয়নি। বরং তা পর্যায়ক্রমে নাখিল হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ)-এর শেখানোর পদ্ধতিও ছিল অনুরূপ। তাঁর পালক পুত্র ওমর বিন আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমি শৈশবকালে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাবার গ্রহণ করার সময় আমার হাত পাত্রে রাখতাম-সেখানে পড়লে তিনি আমাকে বললেন, يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلْ يَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا

يَلِيكَ 'হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, তোমার ডান হাত দিয়ে খাও এবং নিজের পার্শ্ব থেকে খাও'।^৫ হাদীছটিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, রাসূল (ছাঃ) তাকে কঠোরভাবে বকা দেননি বা খাওয়ার সমস্ত আদব যেমন : শব্দ না করা, খাবারে ফুঁ না দেওয়া, হেলান দিয়ে না খাওয়া ইত্যাদির দীর্ঘ তালিকা দেননি। তিনি ইবনু আবু সালামাহ (রাঃ)-এর বয়সের দিক খেয়াল করে প্রয়োজনীয় তিনটি মৌলিক নির্দেশ দিলেন। এভাবে বয়স উপযোগী এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় শিশুর মধ্যে স্থায়ী ও সুন্দর চরিত্র গড়ে ওঠে।

পারিবারিক শিক্ষার প্রভাব : পরিবার থেকে পাওয়া আদব শিক্ষার প্রভাব কেবল বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কারণ এই প্রাথমিক শিক্ষাই নির্ধারণ করে দেয় একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে কেমন ভূমিকা রাখবে। যে শিশু পরিবার থেকে শিক্ষককে সম্মান করতে, সহপাঠীর সাথে বিনয়ী হ'তে এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'তে শিখেছে, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন আদর্শ শিক্ষার্থী হিসাবে পরিগণিত হয়। পরবর্তীতে সমাজে প্রবেশ করে সে সুনামগরিক, দায়িত্বশীল প্রতিবেশী এবং বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হয়। তার সততা, দয়া ও আমানতদারিতা সামাজিক সম্প্রীতি নিশ্চিত করে। রাষ্ট্রের মূল একক হিসাবে পরিবার থেকে শেখা শৃঙ্খলা, আইন মান্য করার মানসিকতা এবং নিষ্ঠা তাকে একজন দুর্নীতিমুক্ত, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিকে পরিণত করে, যা একটি ন্যায্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র বিনির্মাণে সরাসরি ভূমিকা রাখে। সর্বোপরি পারিবারিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় এবং চূড়ান্ত প্রভাবটি পড়ে পরকালীন জীবনে। ইসলামে এই উত্তম চরিত্রই (হুসনুল খুলুক) ইবাদত হিসাবে গণ্য হয়। যা পিতা-মাতার জন্য ছাদাক্বায়ে জারিয়া এবং সন্তানের নিজের জন্য জান্নাতে গৃহ লাভের মাধ্যম হয়। তাই পারিবারিক আদব শিক্ষা একজন মানুষকে ইহকালীন সম্মান ও পরকালীন সফলতার বন্দরে পৌঁছে দেয়।

উপসংহার : আধুনিক বস্তুবাদী সমাজে মানুষের মধ্যে আদব - আখলাকের যে চরম দুর্ভিক্ষ চলছে তা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের পারিবারিকভাবে ভূমিকা রাখতে হবে। তাই আমাদের আগামী প্রজন্মকে আদবের আলোয় সুসজ্জিত করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা যে আদব ও আখলাক আমাদের সন্তানের মাঝে রোপণ করছি, কাল সেটিই মহীরুহ হয়ে ইহকালে আমাদের জন্য সম্মান এবং পরকালে ছাদাক্বায়ে জারিয়া হিসাবে ছায়া দান করবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

৪. আবুদাউদ হা/৪৮০০, ছহীহাহ হা/২৭৩।

৫. বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/৫৩৮৮৮।

কী পড়ব? কিভাবে পড়ব?

-সারওয়ার মিছবাহ*

ছাত্রজীবন শেখার সময়। এই সংক্ষিপ্ত সময়কে কাজে লাগিয়ে যে যত বেশী শিখতে পারে সে তার জীবনে তত বেশী এগিয়ে যায়। অনেক সময় আমরা অনেক বেশী পরিশ্রম করি। কিন্তু আমাদের ফলাফল আশানুরূপ হয় না। কারণ আমাদের পদ্ধতিগত কিছু ভুল রয়েছে। যেগুলো আমাদেরকে পিছিয়ে দেয়। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা লেখাপড়ার কিছু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব। আশা করি এই দিকনির্দেশনাগুলো মেনে চললে আমাদের শিক্ষার্থীরা উন্নতির পথে আরো বেশী অগ্রগামী হবে ইনশাআল্লাহ।

বিষয়ের গুরুত্ব বোঝা : একজন শিক্ষার্থীকে জানতে হবে, কারিকুলাম তৈরি হয় সকলের জন্য। তবে এখানে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সকলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একরকম হয় না। একই শ্রেণীর একজন ছাত্র হয়ত আলেম হবে। তার পাশেই বসা আরেকজন হবে ডাক্তার। তবে এখন তারা উভয়েই আরবী, ইংরেজী, গণিত সবকিছুই পড়ছে। এ অবস্থায় উভয়েই যদি সবগুলো বিষয় ১০০ নম্বরের বলে সবগুলোকে সমান গুরুত্ব দেয় তবে কেউই কিছু হ'তে পারবে না। এখানে যে আলেম হ'তে চায় তাকে অবশ্যই আরবীকে প্রাধান্য দিতে হবে। সবগুলো বিষয়ে ৪০ করে মার্কস আসলেও আরবীতে যেন ১০০ তে ৯৯ না হয়। এটা তাকে নিশ্চিত করতে হবে। একইভাবে যে ডাক্তার হ'তে চায় তার জন্যও অনুরূপ কথা।

আমাদের শিক্ষার্থীরা দীর্ঘ একটা সময় সবগুলো বিষয়কে সমান গুরুত্ব দিয়ে আসে। ফলে অধিকাংশ মেধাবীরা নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রফেশন নির্বাচনেও তারা হীনমন্যতায় ভোগে। এজন্য ছাত্রজীবনেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোনটি আমার এবং আমি কার। এক্ষেত্রে যে বিষয় পড়ে মনে হবে, আমার জন্য এই বিষয়টি ঠিক আছে, সেটার পেছনেই সময় দিতে হবে। যেন বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়া যায়। অন্যথায় শেখা হবে সবকিছুই, তবে কোনটিই ভালভাবে হবে না। সুতরাং বিষয় নির্বাচন খুব গুরুত্বের সাথেই করতে হবে।

পড়ার জায়গা ও পদ্ধতি : পড়া যদি হয় বুঝ নির্ভর, তবে পড়ার স্থান যত নিরিবিলি হবে ততই ভাল। কারণ আমরা যখন কোন নতুন বিষয় বোঝার চেষ্টা করি তখন আমাদের মস্তিষ্কে তার একটা কাল্পনিক রূপ গঠন হ'তে থাকে। এর মাঝে যদি মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয় তবে অসমাপ্ত গঠিত রূপটি হারিয়ে যায়। এই বিষয়টি অনেকটা ইন্টারনেট থেকে কোন ফাইল ডাউনলোড করার মত। পরিপূর্ণ ডাউনলোড হওয়ার পূর্বে যদি কানেকশনে সমস্যা হয় তবে ডাউনলোড ফেইলড হয়ে যায়। পরবর্তীতে সেটা আবার নতুনভাবে ডাউনলোড করতে হয়। এজন্য পড়ার স্থান অবশ্যই মনোযোগ বিনষ্টকারী সকল উপকরণ থেকে মুক্ত হ'তে হবে।

মুখস্থ পড়া আবার কিছুটা ব্যতিক্রম। কারণ পড়া মুখস্থ করার সময় আমাদের মস্তিষ্কে কোন কাল্পনিক রূপ গঠন হয় না। সরাসরি সেই পড়ার প্রতিচ্ছবিই অঙ্কিত হয়। এজন্য পড়া

মুখস্থ করার সময় নিরবতা খুব বেশী প্রয়োজনীয় নয় বরং নিজের উচ্চারণ নিজের কানে শুনতে পাওয়ার গুরুত্বটাই বেশী। এজন্য আমরা হিফয বিভাগে দেখি, সবাই অনেক উচ্চ আওয়াযে পড়া মুখস্থ করে। তবে একজন মুখস্থকারীর পাশের জনের আওয়াযে কোন সমস্যা হয় না।

অনেক সময় পড়তে পড়তে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। পড়লেও যেন পড়া হয় না। মনে হয়, পড়াগুলো কেমন যেন পিছলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমরা অনেকেই জোর করে পড়ি। যা ঠিক নয়। এ অবস্থায় একটু বিরতি নিতে হবে। দশ মিনিটের জন্য রেস্ট নিতে হবে বা বাইরে একটু হাঁটাচাটি করতে হবে। আমাদের মনে হয়, গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতি ঘন্টায় বিরতি নেয়া উত্তম। তাহ'লে তুলনামূলক বেশী লেখাপড়া করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে সাবজেক্ট পরিবর্তন করে পড়াও বেশ ফলপ্রসূ। খেয়াল রাখতে হবে, একটানা কোন সাবজেক্ট এত বেশী পড়া যাবে না যেন মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয় বা পড়ায় বিরক্তি চলে আসে।

তাহক্কীকী মেজাজ : ছাত্রজীবনে তাহক্কীকী মেজাজ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রতিটি শব্দ বুঝে পড়ার অভ্যাস যদি না থাকে তবে খুব বেশী ইলমী যোগ্যতা আসে না। হয়ত গলার জোরে অনেক কিছু বলা যায় তবে কোনকিছু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার শক্তি অর্জিত হয় না। তবে এই মেজাজ একদিনে তৈরি হবে না। দিনে দিনে নিজের মস্তিষ্কে তৈরি করতে হবে। তাকে এই ধরনের কাজ দিয়ে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। আমরা এখানে দুয়েকটি পদ্ধতি আলোচনা করব। যে পদ্ধতিগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে কাজে আসবে ইনশাআল্লাহ।

আমরা যা কিছু পড়ব, যা কিছু নতুন জানব প্রতিটি ইলমকে 'কেন' দ্বারা প্রশ্ন করব। এর মাধ্যমে ইলম বৃদ্ধি হবে। যেমন, শিক্ষক বললেন, আরবী শব্দসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত। এটি একটি নতুন জ্ঞান। তবে আমি যখন বলব, কেন তিন ভাগ করা হ'ল? চার ভাগ নয় কেন? তখন এর উত্তরে আমার আরেকটি জ্ঞান অর্জিত হবে। এটা হ'ল কোন বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করার প্রথম ধাপ। এক্ষেত্রে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করতে লজ্জা পায়। তাদের জানতে হবে, প্রশ্ন করা কোন লজ্জার বিষয় নয় বরং যে কোন বিষয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করাই মুহাক্কিক ছাত্রের আলামত। তবে অবশ্যই তা জানার জন্য হ'তে হবে। অন্যথায় শিক্ষকের সাথে বে-আদবী হবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাংলা, আরবী, ইংরেজীর সাথে উর্দুও পড়ানো হয়। আমরা যখন প্রাথমিক লেভেল পার করেছি, মোটামুটি নাছ পড়া হয়েছে সে সময় থেকেই যে কোন নাম শুনলে বলে দিতে পারতাম এটা কোন ভাষার শব্দ। নামের মাঝে যে মুরাক্কাব হয়েছে এটা কোন প্রকারের মুরাক্কাব। যে কোন প্রতিষ্ঠানের নাম শোনা মাত্রই মাথায় খঁট করে উঠত যে, মুরাক্কাব ছহীহ হয়েছে কি-না! এটা তাহক্কীকের আরেকটি ধাপ। কোন শিক্ষার্থী যদি আজ থেকেই মনস্থ করে, সে তার শ্রেণীর সকল ছাত্রের নাম, তার দেখা সকল প্রতিষ্ঠানের নাম, সংস্থার নাম ইত্যাদি তাহক্কীক করবে এবং সে এটা নিয়ে চর্চা শুরু করে। তবে আশা করা যায় সে

ধীরে ধীরে তাহক্কীকী মেজাজ লাভ করতে পারবে।

এর পরের ধাপ হ'ল, আমরা যখন ক্লাসে পাঠ্যপুস্তক বা বাইরের কোন বই পড়তাম তখন আমাদের মস্তিষ্কে এভাবে সেটাপ দিতাম যে, আমি যে পড়াটা আজকে পড়ছি এখানে লেখক একটি বড় ধরণের ভুল করেছেন। এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে। কিছুক্ষণের জন্য লেখককে আমার প্রতিপক্ষ বানিয়ে নিতাম। ফলে আমরা প্রতিটি শব্দ খুঁটে খুঁটে পড়তাম। খুব খেয়াল রাখতাম, লেখকের কোন কথা তার আগের কোন কথার সাথে কোনভাবে সাংঘর্ষিক হ'ল কি না। একই বক্তব্য যখন দ্বিতীয়বার আসত তখন সর্বদা আগের বক্তব্যের সাথে মিলিয়ে দেখতাম। কখনো দেখা যেত আমাদের শিক্ষকদেরই আলোচনা দু'রকম হয়ে যেত। তখন আমরা এই বিষয়গুলোতে প্রশ্ন করতাম। অনেক শিক্ষক এমন প্রশ্নে বিরক্ত হ'তেন। তবে জ্ঞান অর্জনের স্বার্থে তাদের বিরক্তিকে আমরা তেমন কিছু মনে করতাম না।

নোট পদ্ধতি : পড়তে বসে আমরা অনেক পড়ি। তবে যে সমস্যাটা হয় তা হ'ল, এক পৃষ্ঠা পড়ার পরে যখন পরের পৃষ্ঠায় যাই তখন আগের পৃষ্ঠায় কী পড়েছি তা আর মাথায় থাকে না। এজন্য আমার একজন শিক্ষক বলতেন, ক্লাসে হাথিরা না নিলে যেমন ছাত্ররা ফাঁকি দেয় তেমনিই পড়তে বসে পড়ার হাথিরা না নিলে পড়াও ফাঁকি দেয়। আমি যখন তৃতীয় পৃষ্ঠা পড়ছি তখন আমাকে দেখতে হবে, প্রথম দুই পৃষ্ঠাতে আমি যা পড়েছি সে পড়াগুলো আছে নাকি হারিয়ে গেছে। যদি সেগুলো হারিয়ে যায় তবে সামনে পড়ে তেমন লাভ নেই। পড়া সর্বদা শক্তভাবে ধরে রাখতে হবে। এজন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হ'ল প্রতিটি আলোচনা পড়ার পরে সেখান থেকে নোট রাখা। অর্থাৎ আমি এই পাঠ পড়ে কি বুঝলাম, সেটা দু'এক লাইনে লিখে ফেলা। এই পদ্ধতি বেশ ফলপ্রসূ।

আমরা গুরুত্ব দিকে সব বিষয়ের জন্য আলাদা নোটখাতা রাখতাম। তবে নোটখাতা মাঝে মাঝে হারিয়ে যেত। তখন খুব কষ্ট লাগত। তাই নোট যেন না হারায় তাই আমরা কিতাবের মাঝেই নোট করতাম। বছরের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্যবইগুলো কিনে প্রতিটি বইয়ের শেষে অতিরিক্ত পনের থেকে বিশ পৃষ্ঠা যুক্ত করে বাইণ্ডিং করে নিতাম। সেখানে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় নোট করে রাখতাম। এই পদ্ধতিতে পড়ার কারণে পরীক্ষার আগে আমাদেরকে অতিরিক্ত পড়ার চাপ নিতে হ'ত না। বই সংযুক্ত নোটের সাহায্যে খুব অল্প সময়েই কিতাব আয়ত্ত্ব হয়ে যেত।

নোট করার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তা হ'ল পড়াকে বিভিন্ন কৌশলে সর্গক্ষণকরণের ওপর দক্ষতা থাকা। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে হয়ত বোঝা যাবে। যেমন, ইলমুছ ছীগায় মু'তালের অনেকগুলো মূলনীতি রয়েছে। এই সবগুলো মূলনীতি সর্বদা মুখস্থ রাখা কঠিন বিষয়। পরীক্ষাতে লেখার ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুয়েকটা ছাড়া পড়ে যায়। আবার একই মূলনীতি ক্লাসে মুখস্থ করতে হয়, আরেকদফা পরীক্ষার আগে মুখস্থ করতে হয়। এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য আমরা সবগুলো মূলনীতির উদাহরণের শব্দগুলো দিয়ে একটি

বাক্য বানিয়ে ফেলতাম। সেটা মুখস্থ করে নিতাম। আমাদের জানা থাকত, এই বাক্যের প্রতিটি শব্দে একটি করে মূলনীতি রয়েছে। তখন আর এগুলো মুখস্থ রাখা কঠিন মনে হ'ত না।

আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, একই পরিশ্রম যেন আমাকে বার বার করতে না হয়। চর্বিত চর্বণ আমি যতক্ষণ করব ততক্ষণে আমি আরেকটি বিষয় শিখতে পারব। আর এজন্য প্রতিটি বিষয়ের নিজস্ব নোট থাকা খুব দরকার। অবশ্য নোটে খুব ছোট হরফে লিখতে হবে, যেন অল্প জায়গায় অনেক বেশী তথ্য রাখা যায়। তাহলে একটি কিতাব আয়ত্ত্ব করতে যেখানে চার থেকে পাঁচদিন সময় লেগে যায় সেখানে নোট থেকে একটি কিতাব মাত্র কয়েকঘণ্টায় আয়ত্ত্ব করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ! এজন্য আমরা যদি ভাল শিক্ষার্থী হ'তে চাই তবে এমন একটি নোট আমাদের জন্য অপরিহার্য, যেখানে খুব কম কথায় পুরো কিতাবের মাহফূম লেখা থাকবে।

তাকরারের গুরুত্ব : ছাত্রজীবনে তাকরারের গুরুত্ব অনেক বেশী। তাকরারের অর্থ হ'ল, ক্লাসে প্রতিদিন যতটুকু পড়া হবে ততটুকু পড়া গ্রুপ স্টাডির মত করে আবার ছাত্রদের মাঝে পর্যালোচনা করা। এখানে একজন শিক্ষার্থী তাকরার পরিচালনা করবে। যে শিক্ষকের মত করেই ছাত্রদেরকে পড়াগুলো বোঝাবে। আমাদের অনেক মেধাবী ছাত্র তাকরার থেকে অনিহা প্রকাশ করে। তারা মনে করে, আমার তো পড়া হয়ে গেছে। আমি কেন অন্যদের পেছনে সময় নষ্ট করব! তারা হয়ত জানে না যে, তাকরার এমন একটি ব্যবসা, যেখানে উভয় পক্ষ লাভবান হয়। বেশী লাভবান হয় যে তাকরার পরিচালনা করে।

যে তাকরার করায় তাকে কখনো পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয় না। কারণ তার মস্তিষ্কে পড়াগুলো খুব গভীরভাবে গেঁথে যায়। একটি কিতাবের গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার আয়ত্ত্ব থাকে। সে কখনোই এই পড়াগুলো ভুলে যায় না। আরো বড় প্রাপ্য হ'ল, যে কোন কঠিন বিষয় খুব সহজ করে শিক্ষার্থীদের বোঝানোর যোগ্যতা অর্জিত হয়। আমাদের অনেকেই পড়ালেখা শেষে শিক্ষক প্রশিক্ষণে যায়। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণে কখনোই সেই বিষয়গুলো শিখতে পারে না, যা তাকরারের মাধ্যমে শেখা সম্ভব। কারণ প্রশিক্ষণে কেবল কিছু মূলনীতি শেখা যায়। যে মূলনীতিগুলো কোথাও কার্যকর, কোথাও অচল। তবে দক্ষ শিক্ষক সত্তা তাকরার থেকে গড়ে ওঠার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

বই নির্বাচন পদ্ধতি : কারো কাছে গিয়ে বলা যে, আমার জন্য একটি ভাল বই নির্বাচন করুন। এটা কখনোই বই নির্বাচনের আদর্শ পদ্ধতি হ'তে পারে না। কারণ আমার কোন বই পড়া প্রয়োজন এটা আমিই ভাল জানি। আমার দুর্বলতা সক্ষমতা আমিই জানি। এক্ষেত্রে আমি যে বিষয়গুলো জানিনা সে বিষয়গুলোর একটি লিস্ট আমার কাছে থাকতে হবে। আমার একটি খাতায় আমি ক্রমিক নম্বর দিয়ে লিখে রাখব, আমি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, নারীবাদ, পুঁজিবাদ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যথেষ্ট জ্ঞান রাখি না। এখন এই বিষয়গুলোর ওপরে আমাকে বই পড়তে হবে। আমি একটি একটি করে অজ্ঞতা দূর করব।

বই পড়ার ক্ষেত্রে অবশ্যই নোট নিতে হবে। বইয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো মার্ক করতে হবে। অনেক শিক্ষার্থী বইয়ে দাগ দিতে চায় না। তারা এটাকে কিতাবের আদব মনে করে। তবে এটা ঠিক নয়। কারণ বই ছাপানোই হয়েছে এখান থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য। নতুন রাখা বা সাজিয়ে রাখার জন্য নয়। এখন জ্ঞান আহরণ করার স্বার্থে সেখানে যদি কিছু নোট করতে হয় বা দাগ দিতে হয় তবে সেটা কোন বে-আদবী হবে না ইনশাআল্লাহ। বরং এটা কিতাবের যথাযথ ব্যবহার বলেই গণ্য হবে।

ছাত্রজীবনে আমি কোন কিতাবের নোট কিনিনি। যে কিতাবগুলো দুর্বোধ্য মনে হ'ত সেগুলোর মূল কিতাব আমি দুই কপি কিনতাম। একটি নিয়ে আমি দারসে বসতাম। সেটা ফ্রেশ থাকত। আরেকটি থাকত যেটা আমি নোট হিসাবে ব্যবহার করতাম। শিক্ষক যখন পড়াতে তখন সেখানে হারাকাত দিয়ে নিতাম। শব্দের অর্থ লিখে নিতাম। বিভিন্ন নোট আমি পৃষ্ঠার মধ্যেই করতাম। আলহামদুলিল্লাহ এই পদ্ধতিতেও আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমি আরেকটু বেশী উপকৃত হব। এটা কোন দোষের বিষয় নয়।

পরীক্ষার প্রস্তুতি : আমাদের লক্ষ্য কখনোই পরীক্ষায় শুধু ভাল নম্বর পাওয়া নয়। আমরা জ্ঞানী হ'তে চাই। আর জ্ঞানী হ'তে হ'লে প্রতিটি বইয়ের গুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়তে হবে। কারণ এখানে কোনকিছুই অপ্রয়োজনীয় নয়। হয়ত সেটা পরীক্ষায় আসবে না, তবে জীবনে কখনো তো সেটা অবশ্যই প্রয়োজন হবে। সে লক্ষ্যই আমাদেরকে শিখতে হবে। আমাকে চিন্তা করতে হবে, আমি ভবিষ্যতে এই সকল বিষয়ে কিতাব সংকলন করব ইনশাআল্লাহ। তখন যেন আমার যে কোন মন্তব্যে ইলমী ভ্রষ্টতা সৃষ্টি না হয়।

আমি বিশেষজ্ঞ হব। আমার আয়ত্বাধীন বিষয়ে আমি যদি কোন মন্তব্য করি তবে আমার মন্তব্যে যেন সূচ প্রবেশ করানোর কোন সুযোগ না থাকে। সে বিষয়ে কেউ যদি ১০০ কিতাব অধ্যয়ন করে আমার মন্তব্যে কলম ধরতে আসে তবুও যেন সে ব্যর্থ হয়। আর এই পরিস্থিতি তখনই সৃষ্টি হবে যখন আমিও মন্তব্য করার পূর্বে সে বিষয়ে বহু কিতাব অধ্যয়ন করেই মন্তব্য করব। তাই পরীক্ষার সিলেবাস কখনো মুখ্য নয়, বিষয়ভিত্তিক পূর্ণ জ্ঞানার্জনই মুখ্য। নির্দিষ্ট বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করাই হবে আমার পরীক্ষার প্রস্তুতি।

পরীক্ষার জন্য বিশেষ তাকরার : প্রাথমিক বা মাধ্যমিকের ছাত্রদের জন্য এই পদ্ধতি নয়। এটা উচ্চ-মাধ্যমিক বা তার ওপরে যারা পড়াশোনা করে তাদের জন্য। অনেক সময় আমাদের পড়া এতটাই বেশী হয়ে যায় যে, আমরা সব পড়া কভার করে উঠতে পারি না। যখন দেখা যায়, আমি একদিনে ত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ার সক্ষমতা রাখি তবে আমাকে প্রতিদিন একশ পৃষ্ঠা পড়তে হবে। তখন আমরা চারজন করে স্টাডি গ্রুপ তৈরি করতাম। প্রতিদিন সবাই ২৫ পৃষ্ঠা কর ভাগ করে নিতাম। সারাদিন পড়ার পরে রাতে চারজন তাকরারে বসতাম। সবাই নিজ ২৫ পৃষ্ঠায় কী কী পড়েছে, কোনগুলো

গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে, কী কী নোট করেছে সেগুলো উপস্থাপন করত। আমরা প্রয়োজনভেদে এগুলো নোট করে নিতাম। এভাবেই আমরা বিশেষ তাকরারের মাধ্যমে একে অপরের কাছে উপকৃত হ'তাম।

শেষ কথা : আমি একজন ছাত্রকে দেখেছি, যে অপ্রসিদ্ধ একটি মাদ্রাসা থেকে বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তাকে বলা হয়েছিল, বোর্ড পরীক্ষায় তো অমুক অমুক মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা রাজত্ব করে। তারাই মেধা তালিকা দখলে রাখে। তখন সে একটি চিরকুটে লিখেছিল, আগামী পরীক্ষার জন্য তোমরা তোমাদের প্রতিযোগীদের প্রস্তুত কর, আমি আমার শেষ রাতের রোনাজারী নিয়ে প্রস্তুত হচ্ছি। এই চিরকুট সে তার পড়ার টেবিলে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছিল। তারপর থেকে সে দিন-রাত সমানভাবে পরিশ্রম করেছে। আমি তাকে সেই পরীক্ষায় বোর্ড স্ট্যাণ্ড করতে দেখেছি।

সুতরাং আমরা এখানে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি যেগুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিশ্রম অনুযায়ী ফলাফল প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। এগুলো কোন ইসমে আযম নয় বা কোন ঝাড়ফুক নয় যে, বিনা পরিশ্রমেই ফল পাওয়া যাবে। এই সবকিছু নিয়ম মেনে পরিশ্রম করার পরেও হয়ত ফলাফল পাওয়া যাবে না, যদি আল্লাহ না চান। আবার কোন পরিশ্রম না করেও অনেককিছু পাওয়া যাবে, যদি আল্লাহ চান। এগুলো শুধু অসীল মাত্র! তাই একজন তালিবুল ইলমকে বিশ্বাস রাখতে হবে, আসমান থেকেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। তাকে সবকিছু সেখানেই চাইতে হবে। একজন তালিবুল ইলমকে জানতে হবে, আল্লাহ সবাইকে একরকম মেধা দান করেননি। যতই কৌশল অবলম্বন করা হোক, সবাই যে পড়ালেখায় ভাল করবে এমনও নয়। তবে শেষ পর্যন্ত তারাই জীবনযুদ্ধে এগিয়ে থাকবে যাদের শেষ রাতে ছালাতে দাঁড়ানোর অভ্যাস আছে। জীবনের সকল সমস্যা আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করার মানসিকতা আছে। পৃথিবীর কোন প্রতিকূল পরিবেশ তাদেরকে পেছনে ফেলতে পারবে না ইনশাআল্লাহ।

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর অধিভুক্ত
ও নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদের অধীনে পরিচালিত

দারুত তাওহীদ আস-সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা, কুষ্টিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

একজন হাফেয কাম সহকারী শিক্ষক (আরবী) আবশ্যিক

শর্তাবলী :

- হাফেয দাওরায়ে হাদীছ/ফাযিল/কামিল পাস।
- ছহীহ আকীদাহ সম্পন্ন হ'তে হবে।
- প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও নাগরিকত্ব সনদ।
- সকল পরীক্ষা পাসের সনদের কপি ও পাসপোর্ট সাইজের ২ কপি ছবি।
- অভিজ্ঞতার সনদ (যদি থাকে)।
- আগ্রহী প্রার্থীগণকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সহ আগামী ২০শে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে সেক্রেটারী বরাবর আবেদনপত্র পৌঁছাতে হবে।

যোগাযোগ : নন্দলালপুর (ঈদগাহ সংলগ্ন), পোঃ চড়াইকোল,
কুমারখালী, কুষ্টিয়া। মোবাইল : ০১৫৪০-০৯১৩৫২, ০১৯১৯-৮৯৫৮৪৫।

ঐতিহাসিক বাগদাদের মর্যাদা পতন

-মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ*

বাগদাদ ছিল ইসলামী সভ্যতার হৃদস্পন্দন, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের রাজধানী, ইতিহাসের বিস্ময়। এই নগরীর সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য যেন রূপকথার রাজপ্রাসাদে জ্বলতে থাকা পূর্ণিমার চাঁদের আলো। যার দীপ্তিতে স্নান হয়ে যেত দুনিয়ার অন্য সব রত্ন। যেখানে বাতাসও যেন জ্ঞান ও সৌন্দর্যের গন্ধে ভরপুর ছিল। সেখানে জ্ঞানের আলো জ্বালানো হ'ত কলমের আখরে, আর সভ্যতার বিকাশ মাপা হ'ত চিন্তা ও গবেষণার গভীরতায়। বাগদাদের বিশেষত্ব আলঙ্কারিক শব্দের গাঁথুণীতে বাক্যের বন্ধনে সীমাবদ্ধ রেখে বর্ণনা করা কঠিন। বাগদাদ কেবল আব্বাসীয়দের রাজধানী ছিল না বরং ছিল মানবসভ্যতার এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তাইতো ইউনুস বিন আব্দুল আ'লা আছ-ছাদাফী (মৃ. ২৬৪ হি.) বলেন, আমাকে ইমাম শাফেঈ (রহ.) একবার প্রশ্ন করলেন, *مَا رَأَيْتَ* 'তুমি কি বাগদাদ দেখেছো?' আমি বললাম, না! তখন তিনি বললেন, *مَا رَأَيْتَ* 'তাহ'লে তো তুমি দুনিয়া-ই দেখনি।'।

এই অনিন্দ্য সুন্দর নগরীর ভিত্তি স্থাপন করেন দ্বিতীয় আব্বাসী খলীফা আবু জা'ফর আল-মানছুর (মৃ. ১৫৮ হি.)। সে সময় আব্বাসী খিলাফতের রাজধানী ছিল ইরাকের কূফা নগরীর সীমান্তবর্তী হাশিমিয়া উপশহর। ১৪১ হিজরীতে রাওয়ান্দিয়া^১ দ্রাষ্ট ফিরক্কার অনুসারীরা হাশিমিয়ায় আক্রমণ করার পর খলীফা অনুভব করলেন যে, রাজ্যের জন্য একটি সুরক্ষিত ও সুসংগঠিত শহরের প্রয়োজন। বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করার পর তিনি দজলা ও ফোরাতে নদী দ্বারা প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত বাগদাদকে নির্বাচন করলেন। সেখানে কয়েক রাত থেকে নগরীর অবস্থান, মনোরম ভূপ্রকৃতি, দূষণমুক্ত মৃদু মন্দ বায়ু এবং আবহাওয়ায় তিনি বিমোহিত হ'লেন। তিনি সেখানেই শহর নির্মাণের নির্দেশ দিলেন।^২

খতীব বাগদাদী লিখেছেন, আল-মানছুর ১৩৬ হিজরীতে আব্বাসী খিলাফত গ্রহণ করেন। ১৪৫ হিজরীতে তিনি বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং প্রকৌশলীদের

ডেকে একটি গোলাকার (বৃত্তাকার) শহর নির্মাণের আদেশ দেন। বলা হয়, সমগ্র পৃথিবীতে বাগদাদই একমাত্র গোলাকার নগরী ছিল। ১৪৬ হিজরীতে নির্মাণ সম্পন্ন হ'লে খলীফা সেখানে বসবাস শুরু করেন।^৩ দজলা নদীর তীরবর্তী শহরটি গোলাকার করার পরিকল্পনায় আল-মানছুরের দূরদর্শী চেতনার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কেননা গোলাকার শহরের কেন্দ্রস্থলে রাজপ্রাসাদ স্থাপন করলে শহরের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং শহরের প্রতিটি অংশ সমান দূরত্বে অবস্থান করে। সেজন্য তিনি শহরের মধ্যস্থলেই প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন এবং প্রাসাদের পাশেই ছিল জামে মসজিদ।

বাগদাদ নগরীর চারটি প্রধান দরজা ছিল। পূর্বে বাবুল খোরাসান, পশ্চিমে বাবুল শাম, দক্ষিণে বাবুল বহরা এবং উত্তরে বাবুল কূফা। প্রতিটি দরজার উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং প্রতি দুই দরজার মধ্যে আঠারোটি প্রাচীর-টাওয়ার বানানো হয়েছিল। শুধু বাবুল বহরা এবং বাবুল কূফার মাঝখানে একটি অতিরিক্ত টাওয়ার ছিল। প্রতিটি দরজায় একজন সেনাপ্রধানের অধীনে এক হাজার সৈন্য শহরের নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে দায়িত্ব পালন করত।^৪ তখন শহরের ভিতরে শুধুমাত্র গোসলখানার সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। প্রত্যেক গোসলখানায় পাঁচজন কর্মী কাজ করত। অর্থাৎ শুধুমাত্র গোসলখানার কর্মীদের সংখ্যা ছিল তিন লক্ষ!^৫ তাহ'লে অনুমান করাই যায়, শহরের মোট জনসংখ্যা হয়ত এই সংখ্যার পাঁচগুণের কম ছিল না। খলীফা আবু জা'ফর এই নগরীর সৌন্দর্য খুব বেশী দিন উপভোগ করতে পারেননি। ১৫৮ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তৎপরবর্তী আরো দু'জন খলীফার খিলাফতকাল অতিবাহিত হ'লেও বাগদাদের উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয়নি। আব্বাসীয়দের ৪র্থ খলীফা হারুণুর রশীদ (মৃ. ১৯৩ হি.)-এর শাসনামলে বাগদাদ সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করে। তাঁর সময়েই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাকেন্দ্র ঐতিহাসিক 'বায়তুল হিকমাহ' (House of wisdom) প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বায়তুল হিকমাহকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন ৭ম খলীফা আল-মামুন (মৃ. ২১৮ হি.)। মূলত তাঁর সময়ে বায়তুল হিকমায় ফার্সী, গ্রীক, মিশরীয়, কালদীয়, ভারতীয়সহ বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থ সংগৃহীত হ'ত। অতঃপর খলীফা সংগৃহীত গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদের জন্য ইহুদি, পার্সী, খ্রিস্টান, মুসলিম নির্বিশেষে সকল ভাষাভাষী ও মতাদর্শের পণ্ডিতদের নিযুক্ত করতেন। শূন্যের আবিষ্কারক এবং বীজগণিতের জন্মদাতা মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারেমী (মৃ. ২৩২ হি.) সেই বিরাট গ্রন্থাগারের একজন লাইব্রেরিয়ান ছিলেন। আরবী সাহিত্য, পদার্থ, রসায়ন, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল ও ভূতত্ত্ববিদ্যা, মানচিত্রাঙ্কণ এবং জ্যোতির্বিদ্যাসহ প্রভৃতি বিষয়ে মৌলিক রচনায় বায়তুল হিকমা অভূতপূর্ব

*শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১০২ পৃ.।
২. খোরাসান থেকে দ্রাষ্ট ফেরক্কার রাওয়ান্দিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে। তারা আত্ম স্থানান্তরে বিশ্বাসী ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, আদম (আ.)-এর আত্মা খলীফা আল-মানছুরের পুলিশ বিভাগের প্রধান ওহমান ইবনু নাহীকের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর খলীফার এক গভর্ণর হায়হাম ইবনে মু'আবিয়া হ'লেন জিব্রীল (আ.)। তাদের মতে, যিনি তাদের আহার ও পানীয় দেন তিনিই তাদের রব। সেজন্য তারা খলীফা আল-মানছুরকে স্রষ্টা মনে করত। একদিন তারা খলীফার প্রাসাদে এসে তাঁর চারদিকে তাওয়াফ করতে থাকে এবং বলতে থাকে এটাই আমাদের প্রভুর প্রাসাদ! তাদের এরূপ শিরকী কর্মকাণ্ডের কারণে খলীফা তাদের ২০০ জন লোককে কারাবদ্ধ করেন। ফলে পরবর্তীতে তারা আল-মানছুরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। খলীফা তাদের বিদ্রোহ দমন করে এই ফেরক্কার মূলোৎপাটন করেন। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৭৫-৭৬ পৃ.।
৩. প্রাক্ত, ১০/৯৭ পৃ.।

৪. খতীব বাগদাদী, তারিখে বাগদাদ, ১/৬৬-৬৭ পৃ.; আল-বালাহুরী, ফুতুহুল বুলদান, ১/২৮৯ পৃ.।
৫. তারিখে বাগদাদ, ১/৭২-৭৭ পৃ.।
৬. তদেব, ১/১১৭ পৃ.।

সাফল্য অর্জন করেছিল। ইসলামী স্বর্ণযুগের প্রধান বুদ্ধিবৃত্তিক এই কেন্দ্রের জ্ঞানের আলোক শিখা এশিয়া, আফ্রিকা, স্পেন ছাড়িয়ে ইউরোপের অন্ধকার মাটিকে আলোকিত করেছিল।

এই শহরেই ৪৫৯ হিজরীতে ২৬তম আব্বাসীয় খলীফা আল-ক্বায়েম বিআমরিল্লাহ (মৃ. ৪৬৮ হি.)-এর সময়ে সেলজুক সুলতান আল্প আরসালান (মৃ. ৪৬৫ হি.) ও মালিকশাহ (মৃ. ৪৮৫ হি.)-এর চৌকষ মন্ত্রী নিয়ামুল মুলক তুসী (মৃ. ৪৮৫ হি.)-এর হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে উচ্চ শিক্ষার অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক নিয়ামিয়া মাদ্রাসা। তৎকালীন সময়ে বিশ্বব্যাপী পরিচিত এই শিক্ষা নগরীতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান সাগরে অবগাহনের জন্য আসত। কিন্তু নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এই শহরের ভাগ্যে যা ঘটেছিল তা হয়ত পৃথিবীর আর কোন শহরের ভাগ্যে ঘটেনি। কখনো কামানের গোলায়, কখনো বুলেটের আঘাতে বাগদাদের হৃদপিণ্ড ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল। আব্বাসীয় খলীফাদের ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্ব, অযোগ্যতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, মাযহাবী দ্বন্দ্ব এবং ভোগ-বিলাসীতার কারণে বাগদাদের জৌলুস এক সময় হারিয়ে যায়। শেষ আব্বাসীয় খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ (মৃ. ৬৫৬ হি.)-এর সময়ে তাতারীদের হাতে বাগদাদের মর্যাদা ও হৃদয়বিদারক পতন ঘটে।

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহ বাপ-দাদাদের মত দীনদার ও সাহসী ছিলেন না। তিনি খিলাফত পাওয়ার পর রাফেযী শী'আ ইবনু আলকামীকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। সে খলীফাকে ইচ্ছামত চালাত এবং আব্বাসী খিলাফত ধ্বংস করে রাফেযী ধর্মমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখত। সেজন্য আলকামী তাতারীদের (মোঙ্গল) সাথে গোপনে সম্পর্ক রাখত এবং ইরাক এসে বাগদাদ দখলের পরামর্শ দিত। সে তাতারীদের পক্ষ থেকে কোন খবর আসলে খলীফাকে জানাত না কিন্তু খলীফার খবর তাতারীদের জানিয়ে দিত।^১ তাতারীরা ৬০৬ হিজরীতে নিজ রাষ্ট্রের বাইরে তুর্কী ও ফারগানা এলাকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ইবনু জাওযীর নাতি বলেন, মাওয়ারাউন্নাহারে (مَوَارِئُ النُّهْر) ৬১৫ হিজরীতে তাতারীদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারা বুখারা ও সমরকন্দ দখল করে হত্যাকাণ্ড চালায়। ৬১৫ হিজরীতে খোরাসান আক্রমণ করে। খোরাসানের সুলতান খাওয়ারিয়ম শাহ (মৃ. ৬১৭ হি.) পূর্বেই শহরসমূহ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ধ্বংস করেছিলেন। তারা হাতের কাছে কিছুই না পেয়ে মানুষকে হত্যা এবং বন্দি করে রাখে। সেই বছর বর্তমান ইরানের প্রদেশ হামাদান ও কাযভীন ধ্বংস করে। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তারা আযারবাইজান ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ ধ্বংস করে। তাইতো ইবনুল আতীর (মৃ. ৬৩০ হি.) বলেন, 'যদি কেউ বলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া সৃষ্টি

করার পর, তাতারদের মত কঠিন পরীক্ষায় পৃথিবীবাসীকে আর কখনো ফেলেননি তাহ'লে সে সত্যই বলবে'।^২

খোরাসান দখলের পর কুখ্যাত মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খান মারা যায়। তার স্থলে নেতৃত্বে আসে স্বীয় সন্তান তোলাই খান। সে মারা যাওয়ার পর তার পুত্র দুর্ধর্ষ হালাকু খান খোরাসানে রাজত্ব করে। খোরাসান, হামাদান, রায়, মার্ভ, নিশাপুর, কাযভীন, আযারবাইজান, বুখারা, সমরকন্দ, কাশগড় ও আর্মেনিয়াসহ বহু মুসলিম দেশ তারা দখল করে লুটপাট, ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ড চালায়। ৪৮৩ হিজরীতে নিযারীয়া শী'আ হাসান ছাববাহ (মৃ. ৫১৮ হি.) সেলজুক সুলতান মালিকশাহের তাড়া খেয়ে ইরানের কাযভীনে অবস্থিত ২১৬৩ মিটার উচ্চতাসম্পন্ন 'আল-বুর্ঘ' পর্বতে অবস্থিত 'আলামূত' দুর্গ দখল করে বাতিনী মতবাদ (গুপ্ত ঘাতক) প্রচার করতে থাকে। বাতিনীদের উৎখাত করার জন্য ৬৫৪ হিজরীতে হালাকু খান আলামূত দুর্গ অবরোধ করেন। দুর্গের শাসক রুকনুদ্দীন খোরশাহ এক পর্যায়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রায় দুই শতাব্দী ধরে আগলে রাখা দুর্গকে হালাকু তছনছ করে দেয়। খোরশাহকে কিছুদিন সম্মান দেখানোর পর তাকে এবং তার পরিবারের নারী, পুরুষ, শিশুসহ সকল আত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।^৩

এই অভিযানের পূর্বে হালাকু খান খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর সমর্থন এবং সৈন্য সহযোগিতা চেয়েছিল। কিন্তু মুস্তা'ছিম বিল্লাহ সমর্থন জানালেও সেনাবাহিনী দিয়ে সাহায্য করেননি। ফলে অভিযান শেষে হালাকু খান খলীফার কাছে দূত পাঠিয়ে হুমকি দেয়।^৪ তার ঠিক দু'বছর পরে ৬৫৬ হিজরীতে বাগদাদ আক্রমণ করে। আলামূত দুর্গ পতনের পর ইসমাইলী শী'আদের উপর বিজয় অর্জন করে হালাকু বর্তমান ইরানের হামাদান প্রদেশে তার সদর দপ্তর স্থাপন করেছিল। মূলত এর পরেই খলীফাকে বাগদাদ দখলের হুমকি দিয়ে চিঠিতে দুইটি শর্ত জুড়ে দেয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল যে, বাগদাদের দুর্গসমূহ ভেঙে ফেলতে হবে, পরিখাগুলো ভরাট করতে হবে এবং সমুদয় অঞ্চল হালাকুর ছেলের কাছে সমর্পণ করতে হবে। চিঠি পেয়ে মুস্তা'ছিম বিল্লাহ শারফুদ্দীন ইবনুল জাওযীকে প্রধান করে কয়েকজন দূত হালাকুর কাছে পাঠালেন এবং হুমকির জবাবে লিখলেন, 'অহংকার ছেড়ে নিজের দেশে ফিরে যাও। তুমি যা আদেশ দিবে তাই চূড়ান্ত? আমাকে যে শর্ত দিয়েছ সেটা বাস্তবায়ন করার সামর্থ্য তোমার নেই। তোমার কি মনে হয় এই সাহস, সৈন্যবাহিনীর শক্তি আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে আকাশের নক্ষত্রকেও বন্দী করে নিবে? লক্ষ লক্ষ অশ্বারোহী ও পদাতিক যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য আমার এক ঈশারার অপেক্ষায় রয়েছে। সময় হ'লে তারা

৮. তদেব, পৃ. ৪৭১, ৪৭৩।

৯. রশীদুদ্দীন ফয়লুল্লাহ হামাদানী, জামে'উত তাওয়ারীখ, আরবী অনুবাদক : মুহাম্মাদ ছাদিক নিশাত, মুহাম্মাদ মুসা হিন্দাওয়া, ফয়াদ আব্দুল মুত্তী আছ-ছাইয়াদ, ২য় খণ্ড-প্রথম অংশ (কায়রো : দ্বীস আল-বারী আল-হালাবী প্রেস, তা. বি), পৃ. ২৫২-২৫৮।

১০. তদেব, পৃ. ২৬৭।

৭. মাওলানা জালালুদ্দীন আস-সুয়তী, তারীখুল খুলাফা, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাবিবুল মতিন সরকার (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০২৪), পৃ. ৪৬৮।

সমুদ্রের পানিও শুকিয়ে ফেলবে। তুমি সৌহার্দের পথ অবলম্বন করে খোরাসানে ফিরে যাও। আর যুদ্ধ করতে চাইলে দেবী করো না, নিয়ত করে পরে অযুহাত দিতে পারবে না; আমার সেনাবাহিনী যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত। খলীফার এই জবাব পেয়ে রাগে হালাকু কঠোর ভাষায় আবার লেখেন, ‘তুমি যুদ্ধের প্রস্তুতি নাও...যদি শয়তানও আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে তবে ঈশ্বরের সাহায্যে আমি তাকেও পরাজিত করব’।

দূতগণ ফিরে এসে হালাকুর উত্তরের ভয়াবহতা সম্পর্কে খলীফাকে অবগত করলেন। খলীফা পরামর্শ সভা ডাকলেন। ইবনু আলকামী যোগ্য ও বিচক্ষণ দূতদের সাথে বিপুল অর্থ ও মূল্যবান সামগ্রী উপঢৌকন পাঠিয়ে হালাকুর কাছে দুঃখ প্রকাশ করার মতামত দিলেন। খলীফা এই প্রস্তাব মেনে নেন। কিন্তু মুজাহিদুদ্দীন আইবেক কয়েকজন আমীরকে নিজের পক্ষে নিয়ে সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রতিরোধের পরামর্শ দিলেন। ফলে খলীফা হালাকুকে সামান্য কিছু উপহার পাঠালেন। যাহোক হালাকু ও খলীফার মধ্যে আদান-প্রদানকৃত পত্রাবলীর ফলাফল পরিশেষে অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধে রূপ নিল। হালাকু হামাদানে বসে বাগদাদ দখলের পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন। তিনি চারদিক থেকে বাগদাদকে অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেজন্য তার এক সেনানায়ক বায়জু নয়ানকে পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণের জন্য পাঠালেন। আর তিনি নিজে সেনাবাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে পূর্ব দিক থেকে অবরোধ করতে রওয়ানা হ’লেন।^{১১}

হালাকু হামাদান থেকে ২০ ফারসাখ (প্রায় ১০০-১২০কি.মি) দূরে ‘দীনাওয়ার’ (ইরানের কেরমানশাহ প্রদেশের শহর) পৌঁছালে খলীফার দূত শারফুদ্দীন ইবনুল জাওয়ী হালাকুকে খাজনা দেওয়ার শর্তে শান্ত করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ওদিকে নয়ান দজলা অতিক্রম করে ৬৫৬ হিজরীর ১০ই মুহাররম পশ্চিমে আব্বাসীয় বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং তাদের পরাজিত করে। এসময় বহু মানুষ ভয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করে এবং বাগদাদের পূর্ব দিকে চলে যায়। নয়ান ত্রিশ হাজারেরও বেশী অশ্বারোহী নিয়ে দুজাইল এলাকায় আসলে মুজাহিদুদ্দীন আইবেক তাকে কিছুটা প্রতিহত করতে সক্ষম হন। কিন্তু মঙ্গোল সেনারা পাল্টা আক্রমণে আব্বাসীয় বাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। তারা বহু মানুষকে হত্যা ও বন্দী করে। রাতের অন্ধকারে দজলার একটি বাঁধ খুলে দেয়। এতে পালাতে থাকা লোকদের পথ বন্ধ হয়ে যায়। অনেকে কাঁদা পানিতে ডুবে মারা যায়, অনেকে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণে বাঁচে, আবার কেউ কেউ মরুভূমি পেরিয়ে সিরিয়ার দিকে পালিয়ে যায়। মুজাহিদুদ্দীন বারো হাজার সৈন্য হারিয়ে অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়ে বাগদাদে ফিরে আসেন। নয়ান পশ্চিমে এসে লুটপাট চালায় এবং খলীফার বাহিনী পশ্চিমে প্রতিরোধে ব্যস্ত থাকায় হালাকু বিনা বাধায় দুই লক্ষ যোদ্ধা নিয়ে পূর্ব দিকে অবস্থান নেয়।^{১২}

বাগদাদকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়। খলীফা প্রতিরক্ষা বৃহৎ রচনা করেন এবং শহরের চতুর্দিকে পাথর নিক্ষেপণ যন্ত্র (মিনজানীক) স্থাপন করেন। ১২ই মুহাররম শুরু হয় যুদ্ধ। দুঃখজনক বিষয় হ’ল এ সময় বাগদাদ রক্ষার জন্য মাত্র দশ হাজার অশ্বারোহী ছিল। অথচ পূর্ববর্তী খলীফা মুসতানসির (মৃ. ৬৪০ হি.)-এর শাসনকালে সৈন্য সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ। খলীফার শী‘আ মন্ত্রী ইবনে আলকামী অত্যন্ত সুকৌশলে বাগদাদের সৈন্য কমিয়ে দেন। কারণ বাগদাদের কারখ অঞ্চলে রাফেযী শী‘আরা বসবাস করত। কারখের শী‘আ এবং বছরার সুন্নীদের সাথে সবসময় মাযহাবী মতভেদ ও সংঘাত লেগেই থাকত। একবার দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। বছরাবাসী সেনাপতি রুকনুদ্দীন আদ-দাওয়েদার এবং খলীফাপুত্র আমীর আবু বকরের কাছে অভিযোগ করল। তারা সৈন্যদের কারখে হামলা করার নির্দেশ দিলেন। তাতে কারখ শহর এবং রাফেযীদের মহল্লা লুণ্ঠিত হ’ল। মন্ত্রী আলকামীর আত্মীয়-স্বজনের বাড়ী-ঘরও লুণ্ঠন থেকে রেহাই পায়নি। কারখবাসীরা এ বিষয়ে মন্ত্রী আলকামীর কাছে অভিযোগ করে। তিনি বাহ্যিকভাবে তাদের ধৈর্য ধরে সহনশীল আচরণ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু এ ঘটনার পর থেকে মন্ত্রীর আক্রোশ বৃদ্ধি পায়। তিনি ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জঘন্যতম চক্রান্তে লিপ্ত হন। তিনি ইসলামকে উৎখাত করে রাফেযী বিদ‘আতকে প্রতিষ্ঠিত করার সুদূরপ্রসারী চেষ্টা লালন করতেন। সে লক্ষ্যে সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন সুবিধা থেকে বঞ্চিত করেন। ফলে তাদের অনেকে বাজারে এবং বিভিন্ন মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে দানপ্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। বাগদাদকে ক্রমশ অরক্ষিত করার জন্য তিনি সৈন্য সংখ্যা কমাতে কমাতে দশ হাজারে নামিয়ে আনেন। তারপরেই তাতারীদের সাথে পত্র-বিনিময় করে বাগদাদ দখলে প্ররোচিত করেন।^{১৩}

৬৫৬ হিজরীর ১৯শে মুহাররম পর্যন্ত হালাকুর বাহিনীকে আব্বাসীয় সৈন্যরা প্রতিরোধ করতে থাকে। মঙ্গোলরা লাগাতার তীর ও পাথর বর্ষণ করে শহরের সুরক্ষা প্রাচীর ভেদ করার চেষ্টা করে। অবশেষে ২৫শে মুহাররম শহর দেয়ালের সবচেয়ে নিচু টাওয়ার তারা নিজেদের দখলে নিতে সক্ষম হয়। সেখান দিয়ে মঙ্গোল বাহিনী দেয়াল উপরে শহরে ঢুকে পড়ে। এরপরই শুরু হয় নৃশংস হত্যা, ভয়াবহ লুটপাট ও নির্মম নির্যাতন। আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পেলে খলীফা হতাশ হয়ে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি অটল সম্পদসহ দূত প্রেরণ করে হালাকুর কাছে যুদ্ধ বিরতির আবেদন করেন কিন্তু হালাকু তাতে সম্মত হয়নি। ফলে ৪ঠা ছফর সরাসরি সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে খলীফা নিজ পরিবারের সদস্য, আলেম-ওলামা, কাযী এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে প্রতিনিধিদল সঙ্গে নিয়ে বাগদাদ থেকে হালাকুর শিবিরে যান। মঙ্গোলদের ইতিহাস লেখক রশীদুদ্দীন

১১. ড. হাসান ইব্রাহীম হাসান, তারীখুল ইসলাম, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল জীল, ১৪তম সংস্করণ, ১৪১৬ হি.), পৃ. ১৪৭-১৪৯।
১২. তারীখুল ইসলাম, পৃ. ১৫০; জামে‘উত তাওয়ারীখ, পৃ. ২৮৫-২৮৬।

১৩. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/২০১ পৃ.; কুতুবুদ্দীন আবুল ফাতাহ মুসা, যাইল মিরআতুয যামান, ১ম খণ্ড (কায়রো : দারুল কিতাবুল ইসলামী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৮৬।

ফয়লুল্লাহ হামাদানী প্রতিনিধি দলের সংখ্যা ৩০০০ উল্লেখ করেছেন। তবে ইমাম ইবনু কাছীরের মতে, এ দলের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন। তন্মধ্যে খলীফাসহ মাত্র ১৭ জনকে হালাকুর কাছে যেতে দেওয়া হয়। অবশিষ্টদের বাহন থেকে নামিয়ে সর্বশ্ব লুট করে হত্যা করা হয়। হালাকু খলীফাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন যে, তুমি শহরের লোকদের অস্ত্র ত্যাগ করে বাইরে জমায়েত হ'তে বল যাতে আমরা তাদের গণনা করতে পারি। তখন খলীফা সরল মনে শহরে ঘোষণা করালেন যেন সবাই অস্ত্র সমর্পণ করে বাইরে আসে। মানুষ দল বেঁধে বেরিয়ে আসল কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মঙ্গোল সৈন্যরা তাদের ধরে ধরে হত্যা করতে লাগল। হালাকু খলীফার অনুসারী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের নয়ানের সেনা শিবিরে তাঁবু স্থাপন করে বন্দি করে রাখলেন। তারপর ৭ই ছফর মঙ্গোল সৈন্যরা একযোগে শহরে প্রবেশ করে সাধারণ হত্যাকাণ্ড ও লুটপাট শুরু করল।^{১৪}

তাতার বাহিনী বাগদাদে এমন নির্মম গণহত্যার জোয়ার বইয়ে দিয়েছিল, যার বিভীষিকা লিখে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ, বাড়ী-ঘর, মসজিদ, মাদ্রাসা কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সেদিনগুলোতে মৃত্যু ছিল বাতাসে ভাসমান অস্ত্রিভেদ আর বেঁচে থাকার সকল আর্তি ছিল নিষ্ফল আবেদন। শুধুমাত্র কিছু খ্রিষ্টান, কিছু ব্যবসায়ী যারা বিপুল ধনসম্পদের বিনিময়ে প্রাণের নিরাপত্তা পেয়েছিল এবং যারা মন্ত্রী আলকামীর বাসায় আশ্রয় নিয়েছিল তারা ব্যতীত সমগ্র নগরীর মানুষের উপর নেমে এসেছিল নৃশংস আক্রমণ। বহু মানুষ প্রাণ বাঁচাতে লুকিয়ে পড়েছিল কূপের ভিতর, পুরনো কবরে কিংবা গবাদিপশুর খোঁয়াড়ে। কোথাও কোথাও লোকজন বিরান বাড়ীতে আশ্রয় নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। তারা সেই দরজা ভেঙ্গে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে তাদেরকে হত্যা করেছিল। যারা বাসার ছাদে উঠে ভেবেছিল মৃত্যু হয়তো নিচেই ঘুরপাক খাচ্ছে তাদেরও রক্ষা হয়নি। তাতারীরা সেই ছাদে উঠেই পৈশাচিকভাবে তাদেরকে হত্যা করেছে। নিহতদের প্রবাহিত রক্ত ছাদ থেকে গড়িয়ে অলিতে-গলিতে প্রবাহিত হয়েছে। আববাসীয়দের নিশ্চিহ্ন করার জন্য খলীফার ভবন থেকে ডাকা হ'ত 'বনু আব্বাসের অমুক কোথায়?' যখন সেই ব্যক্তি তার স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বের হ'তেন তখন তাকে কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে ছাগলের মত যবেহ করা হ'ত। মসজিদ ও মুসাফির খানায় আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের হত্যা করা হয়েছিল। ব্যাপকভাবে ইমাম, খতীব ও হাফিযগণ নিহত হয়েছিলেন। ফলে বাগদাদের মসজিদসমূহে মাসের পর মাস না আযান হয়েছে আর না কোন জামা'আত। বাগদাদ হালাকুর দখলে যাওয়ার পর টানা চল্লিশ দিন শহরজুড়ে হত্যা আর লুটপাটের নৃশংস তাণ্ডব অব্যাহত ছিল। কোথাও কোন মানুষ ছিল না। চোখ যতদূর যায় শুধু লাশ আর লাশ। নিহত মানুষের পাহাড়সম ভূপে পথঘাট ভরে

গিয়েছিল। জনাকীর্ণ শহরটির হৃৎপৃষ্ঠ যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল। পথে-ঘাটে পড়ে থাকা লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ বৃষ্টির পানিতে পচে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। লাশের উৎকট দুর্গন্ধে শহরের বাতাস ও পানি দূষিত হয়ে মহামারী দেখা দিয়েছিল। এমনকি এই বায়ু দূষণ সিরিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে সেখানে ব্যাপক মানুষ মহামারীর শিকার হয়েছিল। চল্লিশ দিন পর যখন তাতারীরা শহরের নিরাপত্তা ঘোষণা করে তখন বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী ভীত-সন্ত্রস্ত ও ক্ষুধার্ত লোকজন বের হয়ে আসতে থাকে। তাদেরকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন কবর থেকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে। কারও সাথে কারও পরিচয় নেই। পিতা পুত্রকে চিনে না, ভাই ভাইকে চিনে না। সম্পূর্ণ বিধবস্ত, দূষিত ও মহামারীপিড়িত শহরে ক্ষুধা-অনাহার এবং রোগ-শোকে বেঁচে থাকা অবশিষ্ট মানুষগুলোরও শেষ আশ্রয় হয়েছিল অন্ধকার কবর। ঠিক কত মানুষকে তারা হত্যা করেছিল তার সঠিক হিসাব আল্লাহই ভাল জানেন। কেউ বলেন আট লক্ষ, কারও মতে আঠার লক্ষ আবার কারও মতে বিশ লক্ষ।^{১৫}

মুর্খ বর্বর তাতারীরা শুধু মানুষ হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি। পাঁচশত বছরের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পসংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার 'বায়তুল হিকমার' সম্বিলত লক্ষ লক্ষ মূল্যবান বিরল গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, গবেষণাপত্র ও দলীল-দস্তাবেজ তারা দজলা নদীতে ফেলে দেয়। ফলে খরস্রোতা দজলার পানি বইয়ের কাগজ ও অক্ষরের কালিতে কালো হয়ে যায়।^{১৬} পাঁচশত বছর ধরে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্বদানকারী ইলমের নূর একদিনেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অন্য একটি বর্ণনায় বলা হয়, মঙ্গোলরা সেদিন বাগদাদের বিপুল জ্ঞানভাণ্ডারে আগুন লাগিয়ে দেয়। যা পৃথিবীর আর কোন লাইব্রেরীর সংগ্রহে ছিল না। এমনকি এটাও বলা হয়ে থাকে যে, তারা সেই গ্রন্থগুলো মাটি ও পানির সঙ্গে মিশিয়ে ইটের পরিবর্তে সেতু নির্মাণে ব্যবহার করেছিল।^{১৭}

হালাকু খান খলীফা মুস্তা'ছিম এবং তাঁর সাথীদের বন্দী শিবিরে আটক করার পর ৯ই ছফর বাগদাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে। অতঃপর খলীফাকে প্রাসাদে ডেকে এনে রাজ কোষাগার খুলে সমুদয় অর্থ সম্পদ জব্দ করে উপস্থিত তাতার আমীর ও সেনাপতিদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। তারপর মুস্তা'ছিমকে গুপ্তধন বের করার নির্দেশ দেয়। খলীফা প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সংরক্ষিত সোণায় ভরা হাউজের সন্ধান দেন। মাটি খুঁড়ে আব্বাসীয়দের পাঁচশত বছরের সম্বিলত হাউজ ভর্তি লাল স্বর্ণ পাওয়া যায়। এ সময় হালাকু এক থালা স্বর্ণ খলীফার সামনে রেখে বললেন, 'এগুলো খাও'। খলীফা বললেন, 'এগুলো খাওয়া সম্ভব নয়'। হালাকু তখন বলেছিল, 'তাহ'লে কেন এগুলো জমিয়ে রেখেছিলে? সৈন্যদের কেন

১৪. জামেউত তাওয়ারীখ, পৃ. ২৮৭-২৯১; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/২০১ পৃ.।

১৫. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/২০১-২০৪ পৃ.।

১৬. আব্দুল্লাহ আল-আজলান, হারাকাতুত তাজদীদ ওয়াল ইছলাহা ফী নাজদ (লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯ হি.), পৃ. ১২।

১৭. ইউসুফ বিন তাগরীবারদী, নুজুমুয যাহিরা ফী মুলুকি মিহর ওয়াল কাহিরা, ৭ম খণ্ড (মিসর : দারুল কুতুব, ওয়ারাতুছ ছাকফাতি ওয়াল ইশাদিল কুউমেয়ী, তা.বি.), পৃ. ৫১।

দাওনি? এই লোহার দরজাগুলো দিয়ে কেন তীরের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ করোনি? কেন আমু দরিয়া নদীর তীরে এসে আমাকে প্রতিরোধ করোনি? জবাবে খলীফা বললেন, ‘এটাই তাক্বদীরে নির্ধারণ করা ছিল’। হালাকু বললেন, ‘এখন তোমার ওপর যা ঘটতে চলেছে সেটাও নিশ্চয়ই তাক্বদীরে নির্ধারণ করা আছে’।^{১৮} অতঃপর হেরেমের সাতশত মহিলা ও এক হাজার দাসীকে বন্দী করা হয়। তবে খলীফার মিনতির কারণে আত্মীয়-স্বজন ও নিকটতম পর্দাশীল নারীদের মধ্য থেকে একশ’ জনকে তাঁর সাথে যেতে দেওয়া হয়। মৃতদেহের বিষাক্ত দুর্গন্ধে হালাকু টিকতে না পেরে ৬৫৬ হিজরীর ১৪ই ছফর বাগদাদ ছেড়ে ‘ওয়াক্ফ ওয়াল জালাবিয়া’ (وقف والجلابية) ঘামে শিবির স্থাপন করে।

সেখানেই সেদিন খলীফাকে ডেকে এনে প্রথমে তাঁর বড় ছেলে পঁচিশ বছর বয়সী আবুল আব্বাস আহমাদ এবং খলীফার সেবায় নিয়োজিত পাঁচজন দাসকে হত্যা করা হয়। পরদিন খলীফার সাথে যারা বন্দী তাবুতে ছিল তাদের এবং তারপরদিন খলীফার দ্বিতীয় সন্তান তেইশ বছর বয়সী আবুল ফয়ল আব্দুর রহমানকে হত্যা করা হয়। তিন কন্যা সন্তানকে বন্দী করা হয় এবং সবচেয়ে ছোট সন্তান মুবারক শাহকে হালাকুর স্ত্রী ওলজাই খাতুনকে কাছে পাঠানো হয়।^{১৯}

জৈষ্ঠ্য পুত্রকে হত্যার পর মুস্তা‘ছিম বিল্লাহকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, মঙ্গোলদের মুস্তা‘ছিম বিল্লাহকে হত্যার কোন পরিকল্পনা ছিল না। খলীফা বাগদাদের অর্ধেক খাজনার বিনিময়ে হালাকুর সাথে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কুচক্রী মন্ত্রী আলকামী হালাকুকে বোঝায় যে, অর্ধেক খাজনার ভিত্তিতে সন্ধি হ’লে এটা এক দুই বছরের বেশী স্থায়ী হবে না। ফলে হালাকু সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মূলত আলকামী এবং হালাকুর রাফেয়ী শী‘আ মন্ত্রী নাছিরুদ্দীন তুসী (মৃ. ৬৭২ হি.) খলীফাকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করে। উল্লেখ্য যে, দার্শনিক নাছিরুদ্দীন আলামুত দুর্গ অবরোধের সময় রুকনুদ্দীন খোরশাহের দূত হিসাবে কাজ করেছিল। দুর্গ পতনের পর হালাকু তাকে ডেকে নিয়ে মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করে। খলীফাকে কিভাবে হত্যা করা হয় সেটা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বিমত আছে। কথিত আছে যে, মঙ্গোলরা বিশ্বাস করত রাসুলের বংশের খলীফার রক্ত মাটিতে পড়লে দুনিয়ায় ভূমিকম্প আসবে। সেজন্য তারা মুস্তা‘ছিম বিল্লাহকে একটি চটের বস্তায় ভরে নির্মমভাবে লাথি দিতে দিতে হত্যা করে, যেন কোন রক্তপাত না ঘটে। তবে কারও মতে স্বাসরোধ করে আবার কেউ কেউ তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারার কথা লিখেছেন।^{২০} বাগদাদের মর্মস্ৰুত পতন এবং খলীফার হৃদয়বিদারক মৃত্যুতে সমগ্র মুসলিম বিশ্ব শোকে স্তব্ধ হয়ে

গিয়েছিল। রক্তে রঞ্জিত ভূমি, চারিদিকে বিধ্বস্ত নগরকাঠামো, ক্ষতবিক্ষত মসজিদ-মাদ্রাসার অব্যক্ত আতর্জনাদ আর নিস্তব্ধ নীরবতায় পাঁচশত পঁচিশ বছরের দৌর্দণ্ড প্রতাপ খেলাফত আর তিলে তিলে গড়ে তোলা ইসলামী সভ্যতা বিলীন হয়ে যায়। তাইতো ভগ্ন হৃদয়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাগদাদের নিষামিয়া মাদ্রাসার উত্তরসূরী ফারসী কবি শেখ সা‘দী (মৃ. ৬৯০ হি.) মর্ছিয়া (শোক কবিতা) কবিতায় লিখেছিলেন,

آسمان را حق بود گر خون بگرید بر زمین
بر زوال ملک مستقیم امیرالمومنین
ای محمد گر قیامت می بر آری سر ز خاک
سر بر آور وین قیامت در میان خلق بین

‘হে আকাশ তুমি বৃষ্টির বদলে আজ ঝরাবে না খুন!
আমীরুল মুমিনীন মুস্তা‘ছিমের মৃত্যু হায় কি করুন।
হে মুহাম্মাদ! জানি ধরা হ’তে উঠবেন রোজ ক্বিয়ামতে
উঠে দেখুন ক্বিয়ামতে নেমে এসেছে আজ সৃষ্টি জগতে’।

যে বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর জন্য ইসলামী বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় সেই আলকামীর ইচ্ছাও পূরণ হয়নি। আলকামী ভেবেছিল বাগদাদ হয়তো তার হাতে থাকবে, তখন সে ফাতিমী শী‘আ খিলাফত প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু তাতাররা বাগদাদের দখল নিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং নামমাত্র মন্ত্রীত্ব দিয়েছিল। ফলে কয়েক মাস পরেই শোকে অনুশোচনায় তার মৃত্যু ঘটে। এমনকি যে নয়ান বাগদাদের পশ্চিমাংশ দখল করে তাদের বিজয় এনে দিয়েছিল, শ্রেফ খলীফার সাথে পত্র যোগাযোগের সন্দেহে হালাকু তাকেও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।^{২১} আব্বাসীয় শেষ খলীফা মুস্তা‘ছিম বিল্লাহর মৃত্যুর সাথে সাথে আব্বাসীয় খিলাফতের পতন ঘটে। পরবর্তী সাড়ে তিন বছর মুসলিম বিশ্ব খলীফা শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে।

২১. যাইল মিরআতুয যামান, ১/৮৯-৯০ পৃ.।

ডাঃ মোঃ শওকত হাসান

এমবিবিএস (এসএসএমসি)
পিজিটি (ডায়াবেটিস, থাইরয়েড ও হরমোন)
ডি-কার্ড (কোর্স-কার্ডিওলজি)
হৃদরোগ, মেডিসিন, ডায়াবেটিস চিকিৎসক
স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ফেনী কার্ডিয়াক সেন্টার এন্ড স্পেশালিজড হাসপাতাল

১৭০, শহীদ শহিদুল্লাহ কায়সার সড়ক, পুলিশ কোয়ার্টার,
(ফেনী চক্কু হাসপাতালের পার্শ্বে), ফেনী।

ফোন: ০৩৩১-৬২১১৭, মোবাইল: ০১৯০৫-১১১৬৬৬
০১৯০৫-২২২৭৭৭, ০১৯০৫-৭৭৭১১১

রোগী দেখার সময়

প্রতিদিন সকাল ৯-টা দুপুর ২-টা, বিকাল ৪-টা রাত ৮-টা (শুক্রবার বন্ধ)

১৮. আলাউদ্দীন আতা মালিক আল-জুইয়ানী, তারীখে জাহানশাহী, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : হল্যান্ডের ভূমি থেকে লন্ডনে ব্রিল প্রেসে মুদ্রিত, ১৩৫৫ হি.), পৃ. ৩৯০।

১৯. জামেউত তাওয়ারীখ, পৃ. ২৯১-৯৪।

২০. আল-বিদায়া ১৩/২০১ পৃ.; যাইল মিরআতুয যামান, ১/৮৯ পৃ.।

কবিতা

একদিন এই সত্য

-মুবাশশির সা'দ

বার্ধক্য একদিন বাধা দেবে আড্ডায়,
কত উদয়-অস্ত হারাবে ব্যস্ততায়।
কভু নিঃশব্দে দাঁড়াব বন্ধুর গোরে,
চিরচাঞ্চল্য রইবে না কোন খবরে।
সফেদ কেশে হয়তো সন্ধ্যাবেলা,
সহসা রোজ হবে না গুরু শব্দমেলা।
ডায়েরীর ওপরে ধুলোর আন্তরগণ,
দুর্বল ফুঁয়ে নেত্র হবে বালুবরণ!
একদিন এই সত্য নিতে হবে মেনে,
হ'তে হবে প্রস্তুত! অজানায় বা জেনে।
হঠাৎ মৃত্যু মোর দ্বারে নাড়বে কড়া,
সেদিন বন্ধ হবে এপারের মহড়া!
বহুকাল হ'তে জানি আগামীর সত্য,
একালে গোছাও তবে ওকালের পথ্য!

তুমি কবি, তুমি সৈনিক

-সারওয়ার মিহবাহ

এমন দিনের সৈনিক তুমি চারিদিকে হাহাকার,
চলনে বলনে বাজে তব মাঝে পুরাতন ঝংকার।
পুরনো দিনের সৈনিক যারা ছিল তপস্যা-গুরু,
তাদের যেখানে পথ চলা শেষ সেইখানে তব গুরু।
প্রসব ব্যথায় মায়ের মুখে কালিমার সেই ধ্বনি,
নিরব বেলায় কানে বাজে আয়ানের গুনগুনি।
শিরায় শিরায় উতলায় খুন মুখে ওঠে তাকবীর,
তোমাতেই ফের যিন্দা হবে বিপ্লবী তিতুমীর।
বাঁশের কেল্লা না থাক তোমার হিম্মত আছে বুকো,
স্বপ্নের মাঝে মৃত্যু তোমার সামনে সালাম ঠুকে।
হে কবি! আমার সাথে সুর মিলিয়ে একটু বল...
'বাড় বাধগায় ভেঙ্গে যাক এ জীবনের দুইকূল,
কলম হাতে জীবন্ত আমি বিদ্রোহী নয়রুল।

বিদ্রোহী কবি গত হয়ে গেছে রেখে গেছে কোহিনূর,
পদ্মার পাড়ে কুড়িয়ে পেয়েছি তার বিদ্রোহী সুর।
আমারো রক্তে দহন আছে ছায়ানটের নৃত্য,
আমিই হয়েছি নয়া যামানার পুরুষোত্তম সত্য।
কবি নেই বলে থেমে যাবে কেন জীবনের সংগ্রাম?
থেমে যাবে কেন নব আহ্বান, ছন্দের পয়গাম?
আমি বিদ্রোহী বসাবো আবার কবিতার মজলিস,
মম কলমের সর্বাপেক্ষে দংশেছে আশীবিষ।
নেই কো আজকে কাশী নয়রুল, মহাকবি ইকবাল,
বুকের শক্তি হস্তে আনিয়া ধরিয়েছি হাল।
নতুন যুগের অবতার নই, হইয়া আসিনি নবী,
ধরার ফটকে দাঁড়িয়ে আছি নয়া যামানার কবি।

যুবসংঘ তুমি পারবে

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান, দিনাজপুর।

যুবসংঘ তুমি পারবে

এদেশে অহির রাজ কায়েম করতে।
তুমিতো আছ মানহাজুন নবুয়ার পথে,
বাকীরা গেছে লিংকন-বিজাতীয়দের সাথে,
আপোষ করনি কভু বাতিলের সাথে,
এভাবে আদর্শের উপর দৃঢ় থাকলে
যুবসংঘ! আল্লাহর ইচ্ছায় তুমিই পারবে।
যুবসংঘ! তুমি কি পাচ্ছ ভয়?

ভয় না পেয়ে অতীতের দিকে চেয়ে দেখ একবার,
মীলাদ-কিয়াম, শবেবরাত আর দলবদ্ধ মুনাযাত,
শিরক-বিদ'আত ছওয়াব ভাবত কত-শত জনপদ,
সেখান থেকে ফিরিয়েছ তাদের, দেখিয়েছ সঠিক পথ
দলীল খুঁজে আমল করতে তুমিই তো শিখালে!
যুবসংঘ! আল্লাহর ইচ্ছায় এবারও তুমি পারবে।
কোটি মানুষের হৃদয়ের কথা বলি শোন!
তারা ভোট চায় না, শুধু চায় নিরাপত্তা ও শান্তি।
তুমি তাদের দেখিয়েছ খেলাফতের পথ,
এই পথেই তারা পাবে একদিন সুখের দেখা।
যুবসংঘ! তুমি হার মেন না! পথ হারিও না!
যুবসংঘ তুমিই পারবে
এদেশে অহির রাজ কায়েম করতে।

দারুস সুন্নাহ শপ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সকল প্রকার
ইসলামী বই, তাফসীর ও হাদীছ গ্রন্থ, হাদীছ ফাউন্ডেশন
শিক্ষা বোর্ড, আহলেহাদীস তা'লিমী বোর্ড ও কওমী
মাদ্রাসার বই-পুস্তক এবং দেশী-বিদেশী আতর, টুপি,
খৈজুর, খাঁটি মধু, ঘি, কালোজিরার তেল, জয়তুন তেল,
অন্যান্য খাঁটি ও অর্গানিক পণ্য সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা
বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ করুন :

০১৭৪০-৪৯০১৯৯, ০১৮৪৯-৮১১৩৪৪

অর্ডার করতে ভিজিট করুন : Darus Sunnah Shop

সেন্ট্রাল রোড, আল-মানার ভবন
(নিচ তলা), হাজী লেন, রংপুর।

অহি-র জ্ঞানে আলোকিত হও, আদর্শ সমাজ গড়ার শপথ নাও
হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড অধিভুক্ত

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, বাগেরহাট

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার (বালক)

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে

ভর্তি
চলছে

মক্তব বিভাগ

নাযেরা বিভাগ

হিফয বিভাগ

কিতাব বিভাগ

শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত।

ফরম বিতরণ : ১ থেকে ২৮শে ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত

ফলাফল প্রকাশ : ২৮শে বিকাল ৩ টা

ভর্তি পরীক্ষা : ৩রা জানুয়ারী ২০২৬, শনিবার সকাল ১০টা

স্থান : কালদিয়া, পোঃ গোটাপাড়া, বাগেরহাট সদর, বাগেরহাট

যোগাযোগ : ০১৭৩১৩৩০১১১, ০১৩১৩৫৯১৯৪০



স্বদেশ



ভালো কাজের বিনিময়ে কারামুক্তি পাচ্ছেন আসামীরা

চট্টগ্রামে লঘু অপরাধে দণ্ডিতদের কারাগারে না পাঠিয়ে ভালো কাজের মাধ্যমে সংশোধনের এক যুগান্তকারী সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ‘প্রবেশন’ নামক এই বিশেষ আইনী ব্যবস্থায় আসামীরা পরিবারের সাথে থেকেই নিজেদের শুধরে নিচ্ছেন। ২০২৩ সাল থেকে চলতি বছরের অক্টোবর পর্যন্ত ২ বছর ১০ মাসে চট্টগ্রাম আদালতে মাদক বহন ও বিক্রি, মারামারিসহ বিভিন্ন লঘু অপরাধের মামলায় ৫৩৭ জন আসামী প্রবেশনের সকল শর্ত পূরণ করে সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছেন। চলতি বছরের প্রথম ১০ মাসে আরও ৫৪৬ জন নতুন আসামীকে প্রবেশন সুবিধা দিয়েছেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন আদালত।

‘প্রবেশন’ হ’ল এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে কোন লঘু অপরাধীর সাজা স্থগিত রেখে, তাকে কারাবন্দী না রেখে বা কোন প্রতিষ্ঠানে আবদ্ধ না করে সমাজে খাপ খাইয়ে চলার সুযোগ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় আদালতের নির্দেশে আসামী একজন প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে থাকেন এবং নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে পরিবারের সঙ্গে থাকার সুযোগ পান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশনের শর্ত পূরণ করতে পারলেই মেলে চূড়ান্ত মুক্তি। শর্তগুলোর মধ্যে সাধারণত রয়েছে- বই পড়া, বৃক্ষরোপণ, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, মাদকবিরোধী শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, ফেসবুকে মাদককে ‘না’ বলার প্রচারণা চালানো, প্রতিবেশীর সঙ্গে ভালো আচরণ, ইয়াতীমদের খাবার সরবরাহ, সৎভাবে জীবনযাপন ও পিতা-মাতার সেবা করার মতো কাজ।

প্রবেশন আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী পুরুষ আসামিরা মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত না হ’লে প্রবেশন পেতে পারেন। আর নারী আসামিরা মৃত্যুদণ্ড বাদে যেকোন দণ্ডের ক্ষেত্রে এই সুযোগ পেতে পারেন।

চট্টগ্রাম যেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি আবদুস সাত্তার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, ‘প্রবেশনের সুযোগে আদালতে মামলারজট করার পাশাপাশি কারাগারে বন্দীর সংখ্যাও কমবে। লঘু অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিরা কারাগারে গিয়ে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের সঙ্গে থাকলে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন। প্রবেশনে পরিবারের সঙ্গে থেকে সাজাভোগ করে নিজেদের সংশোধনের সুযোগ পাবেন’।

[দেশের সকল আদালতে এই আইন কার্যকর হওয়া প্রয়োজন (স.স.)]

টান্জাইলে কলার বিপ্লব : এক পরিবারের সাফল্য ও অনুপ্রেরণার গল্প

টান্জাইলের ঘাটাইল উপেলার গারো বাজার সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে সবুজের সমারোহ। এ যেন এক কলার রাজ্য। প্রায় সাড়ে সাতশ’ একর জমির উপর বাতাসের তালে দুলাচ্ছে প্রায় সাত লক্ষ কলা গাছ। এই বিশাল কর্মক্ষেত্রের পিছনে রয়েছে এক পরিবারের ৩৫ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা আর দূরদর্শীতার এক অসাধারণ গল্প। শুধু কৃষি উৎপাদনই নয়, পারিবারিক বন্ধনের এক অনন্য নথীও স্থাপন করেছে আব্দুর রশীদের পরিবার। এর সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫ বছর আগে ১৯৮৯ সালে। ঘাটাইল উপেলার আব্দুর রশীদ মাত্র ৫ টাকা দরে ৫০০টি ‘মেহের সাগর’ কলার চারা ক্রয় করেন। নিজ বাড়ির আঙ্গিনায় স্বল্প পরিসরে শুরু করেন কলা চাষ। প্রথমবারেই আসে অভাবনীয় সাফল্য। উৎপাদিত কলা বিক্রি করে প্রায় তিনগুণ মুনাফা অর্জন করেন তিনি।

সেই শুরু, এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি আব্দুর রশীদকে। তার এই সাফল্য দেখে অনুপ্রাণিত হন তার ৯ ভাই। পরবর্তীতে তাদের সন্তান ও ভগ্নিপতিরাও এই কৃষি উদ্যোগে যোগ দেন। সময়ের সাথে সাথে তাদের প্রচেষ্টা আর পরিশ্রমের ফসল হিসাবে গড়ে উঠেছে এই বিশাল কলা বাগান। পারিবারিক এই প্রকল্পটি আজ এক বৃহৎ কৃষি উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

বর্তমানে এই প্রকল্পে কলা গাছের পাশাপাশি লেবু, ড্রাগন, পেঁপেসহ বিভিন্ন ফলেরও চাষ করা হচ্ছে। বিশাল এই খামার ব্যবস্থাপনার জন্য বছরে প্রায় ২৬ কোটি টাকা খরচ হয়। বছরে গড়ে প্রায় ১০ লক্ষ মেট্রিক টন কলা উৎপাদন হয়, যা থেকে আয় হয় প্রায় ৩৯ কোটি টাকা। এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় এক সহস্রাধিক শ্রমিকের, যা স্থানীয় অর্থনীতিতে একটি বড় অবদান রাখছে।

আব্দুর রশীদের এই সাফল্য শুধু কৃষিতেই সীমাবদ্ধ নয়। বর্তমান সময়ে যেখানে পারিবারিক সম্পর্কগুলো সহজেই ভেঙ্গে পড়ছে, সেখানে এই পরিবারটি সততা, আন্তরিকতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসকে পুঁজি করে যৌথভাবে সফল ব্যবসা পরিচালনার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রমাণ করে, পারিবারিক বন্ধন অটুট রেখেও কিভাবে বড় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

স্থানীয় কৃষকদের জন্য আব্দুর রশীদের পরিবার এখন এক অনুপ্রেরণার নাম। তাদের এই কৃষি খামারটি কেবল টান্জাইলের ঘাটাইল নয়, সারাদেশের জন্যই এক অনুকরণীয় মডেল হয়ে উঠেছে। তাদের গল্প বলে দেয়, সঠিক পরিকল্পনা, কঠোর পরিশ্রম এবং পারিবারিক একতা থাকলে যেকোন কাজেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

[ব্যতিক্রম থেকে বা দাদন ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সূদে ঋণ না নিয়ে হালাল পথে একরূপ বৈধ উপার্জনে তরুণরা এগিয়ে আসুক, আমরা সেই দো’আ করি (স.স.)]



বিদেশ



অনুশোচনায় ভুগছে ইস্রাঈলী সেনারা

ব্রিটিশ টেলিভিশন আইটিভির ‘ব্রেকিং ব্র্যাক্সস: ইনসাইড ইস্রাঈলস ওয়ার’ প্রামাণ্যচিত্রে খোদ ইস্রাঈলী সেনারা ই গাযায় যুদ্ধের ভয়াবহ ও অনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। তারা স্বীকার করেছেন যে, সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণহীন যুদ্ধ পরিস্থিতি ও নৈতিকতার পতন ঘটেছে। যেখানে অফিসারদের খেয়ালখুশি মতো বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। সেনারা জানান, যুদ্ধের প্রটোকল উপেক্ষা করে নিছক সন্দেহের বশে (যেমন : ছাদে কাপড় শুকানো এক ব্যক্তিকে ‘স্পটার’ ভেবে) ‘নিরাপদ এলাকা’ হিসাবে চিহ্নিত ভবনেও গোলাবর্ষণ করে বহু মানুষ হতাহত করা হয়েছে। সৈন্যরা আরও প্রকাশ করেছেন যে, ২০২৩-এর ৭ই অক্টোবর হামাসের আক্রমণের পর রাজনৈতিক নেতা, বিশেষত চরমপন্থী ধর্মীয় নেতারা (যেমন রাবি আদ্রাহাম জারবিভ) তাদেরকে বেসামরিক-সামরিক নির্বিশেষে সবার ওপর প্রতিশোধ নিতে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন, যা এই বর্বর আচরণে ইন্ধন জোগায়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজায় প্রায় ৭০ হাজার নিহতদের মধ্যে প্রায় ৮৩%ই বেসামরিক লোক, যা আধুনিক যুদ্ধে নথীবিহীন একটি সংখ্যা।



মুসলিম জগত



ধূমপানে প্রজন্মভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা চালু করল মালদ্বীপ

মালদ্বীপে ২০০৭ সালের জানুয়ারীর পর জন্ম নেয়া কেউ আর ধূমপান করতে পারবে না। সম্প্রতি সেদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, মালদ্বীপই একমাত্র দেশ, যারা এমন প্রজন্মভিত্তিক

নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, প্রেসিডেন্ট মুহাম্মাদ মুইজ্জরের উদ্যোগে নেওয়া এই পদক্ষেপ ১লা নভেম্বর থেকে কার্যকর করা হয়। নতুন বিধান অনুযায়ী, ২০০৭ সালের ১লা জানুয়ারী বা তার পরে জন্ম নেয়া ব্যক্তিদের জন্য তামাকজাত পণ্য কেনা, সেবন বা বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা সব ধরনের তামাকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বিক্রেতারা ক্রেতাদের বয়স যাচাই করে তবেই বিক্রি করবে। বিলাসবহুল পর্যটনের জন্য পরিচিত মালদ্বীপ ১ হাজার ১৯১টি ছোট প্রবাল দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এখন থেকে এই নিয়ম পর্যটকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। মালদ্বীপের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরো জানিয়েছে, ই-সিগারেট ও ভ্যাপিং পণ্যের আমদানি, বিক্রি, বিতরণ, মালিকানা ও ব্যবহার সবই নিষিদ্ধ। বয়স নির্বিশেষে এই নিষেধাজ্ঞা সবার জন্য প্রযোজ্য। অপ্রাপ্তবয়স্কদের কাছে তামাক বিক্রি করলে ৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার এবং ভ্যাপিং ডিভাইস ব্যবহার করলে ৩২০ ডলার জরিমানা করা হবে।

উল্লেখ্য যে, বৃটেনে একই ধরনের প্রজন্মভিত্তিক নিষেধাজ্ঞার প্রস্তাবটি এখনো আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। তবে প্রথম দেশ হিসাবে নিউজিল্যান্ড ২০২২ সালে এমন আইন চালুর পর এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তা বাতিল করে দেয়।

সউদী আরবের নতুন গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ ছালেহ বিন ফাওয়ান বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাওয়ান

সউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন শায়খ ছালেহ বিন ফাওয়ান বিন আব্দুল্লাহ আল-ফাওয়ান। দেশটির যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মাদ বিন সালামান তাঁকে এ পদে নিয়োগ দিয়েছেন। সউদী বাদশাহর দেওয়া আনুষ্ঠানিক এক আদেশে বলা হয়, গ্রাণ্ড মুফতীর পাশাপাশি শায়খ ছালেহ-আল ফাওয়ান দেশটির সিনিয়র স্কলারস কাউন্সিল বা হাইআতু কিবারিল উলামা-এর চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। স্কলারি রিসার্চ অ্যান্ড ইফতার স্থায়ী কমিটির প্রধান হিসাবেও নেতৃত্ব দেবেন তিনি। উল্লেখ্য যে, সউদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী মন্ত্রী পদমর্যাদার। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয আল-শায়খ এর মৃত্যুর পর শায়খ ছালেহ বিন ফাওয়ানকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। শায়খ ছালেহ আল-ফাওয়ান ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ সালে সউদী আরবের আল-কাসীম প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬০ সালে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে শরী‘আহ ফ্যাকাল্টি থেকে গ্রাজুয়েট সম্পন্ন করেন। এরপর ফিকহ-এর উপর মাস্টার্স ও ডক্টরেট করেন। পরে রিয়াদের কলেজ অব শরী‘আহ থেকে স্নাতকোত্তর ও ডক্টরাল ডিগ্রি নেন। পড়াশোনা শেষে শায়েখ ছালেহ আল-ফাওয়ানকে সউদী আরবের হায়ার ইনস্টিটিউট অব জুডিশিয়ারির পরিচালক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৯২ সালে তিনি দেশটির কেন্দ্রীয় ফতওয়া বোর্ডের স্থায়ী কমিটির সদস্য হন। ছালেহ আল-ফাওয়ান বহু গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক। এছাড়া তিনি রেডিও অনুষ্ঠান পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ছিল জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ‘নূরুন আলাদ দারব’।

দুর্নীতির অভিযোগে ভাইয়ের অফিস সীলগালা করে দিলেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আল-শারা

দুর্নীতির অভিযোগে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমাদ আল-শারা তার নিজের ভাই জামাল আল-শারার দামেস্কের অফিস সীলগালা করে দিয়েছেন। অভিযোগ অনুযায়ী, জামাল রাষ্ট্রপতির ভাই হিসাবে পারিবারিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ ব্যবসায়িক সুবিধা নিচ্ছিলেন।

এই ঘটনার পর প্রেসিডেন্ট আল-শারা তার পিতাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের ডেকে সতর্ক করে দেন যে, রাজনৈতিক প্রভাবকে ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে না। এই পদক্ষেপকে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে একটি কঠোর বার্তা হিসাবে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সুপার অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার, বাঁচতে পারে কোটি প্রাণ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক যুগান্তকারী সাফল্যে, ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বিজ্ঞানীরা একটি বিশেষ এনজাইম আবিষ্কার করেছেন, যা ‘এ’ গ্রুপের কিডনিকে সর্বজনীন দাতা ‘ও’ গ্রুপে রূপান্তর করতে পারে। ‘ও’ গ্রুপের কিডনির তীব্র চাহিদার কারণে রোগীদের যেখানে প্রতিস্থাপনের জন্য দীর্ঘ ২ থেকে ৪ বছর অপেক্ষা করতে হ’ত, এই নতুন পদ্ধতি সেই সময়েই নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনবে। গবেষকরা (যাদের মধ্যে বিজ্ঞানী স্টিফেন উইদার্স অন্যতম) ইতিমধ্যেই একজন রোগীর শরীরে এই রূপান্তরিত কিডনী সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন এবং এটি কোন গুরুতর প্রতিক্রিয়া ছাড়াই কাজ করেছে। নেচার বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণার ফলে এখন আর কিডনিকে এহীতার রক্তের গ্রুপের সাথে হুবহু মেলানোর প্রয়োজন হবে না, যা বিশ্বব্যাপী কিডনি প্রতিস্থাপনের সাফল্যের হার বহুগুণ বাড়িয়ে দিবে এবং কোটি প্রাণ বাঁচানোর সম্ভাবনা তৈরি করবে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। -সম্পাদক।

বিসমিল্লা-হির রহমান-নির রহীম

রাসুলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেছেন, ‘আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক কিয়ামতের দিন দু’আল্লের ন্যায় পাশাপাশি থাকব’ (বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

ইয়াতীম ও দুস্থ প্রকল্প

সম্মানিত সুধী!

‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় মারকায ‘আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী’, নওদাপাড়া, রাজশাহী সহ দেশের ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন শতাধিক ইয়াতীম ও দুস্থ (বালক/বালিকা) প্রতিপালিত হচ্ছে। তাই নিম্নের স্তর সমূহ হ’তে যেকোন একটি স্তরে অংশগ্রহণ করে ইয়াতীম ও দুস্থ প্রতিপালনে নিয়মিত দাতা সদস্য হোন এবং অসহায়-অনাথ শিশুদের সেবায় এগিয়ে আসুন। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

স্তর সমূহের বিবরণ

স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক	স্তরের নাম	মাসিক কিস্তি	বার্ষিক
১ম	৩০০০/=	৩৬,০০০/=	৬ষ্ঠ	৪০০/=	৪,৮০০/=
২য়	২৫০০/=	৩০,০০০/=	৭ম	৩০০/=	৩,৬০০/=
৩য়	২০০০/=	২৪,০০০/=	৮ম	২০০/=	২,৪০০/=
৪র্থ	১০০০/=	১২,০০০/=	৯ম	১০০/=	১,২০০/=
৫ম	৫০০/=	৬,০০০/=	১০ম	৫০/=	৬০০/=

অর্থ প্রেরণের মাধ্যম

পথের আলো ফাউন্ডেশন ইয়াতীম প্রকল্প, হিসাব নম্বর ০১৫২২০০০২৭৬১ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা।
বিকাশ, নগদ ও রকেট : ০১৭৪০-৮৭৭৪২৯-৭, ০১৭২২-৬২০৩৪০-৮।
বিকাশ : ০১৭৯৯-৬০৯৮২৯।

বার্ষিক ৩৬,০০০/- টাকা দিয়ে ১জন ইয়াতীমের ভরণ-পোষণে এগিয়ে আসুন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা সম্মেলন : বগুড়া

প্রচলিত রাজনীতিকে পাল্টানোই আহলেহাদীছের রাজনীতি

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৪ই নভেম্বর শুক্রবার সেন্ট্রাল হাইস্কুল ময়দান, বগুড়া : অদ্য বিকাল ৪-টা থেকে রাত সাড়ে ১০-টা পর্যন্ত বগুড়া শহরের সেন্ট্রাল হাইস্কুল ময়দানে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ২৬ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেন, প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ এতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জনগণ, যা শিরকী আকীদা ও কুরআনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এজন্য প্রচলিত রাজনীতিকে পাল্টানোই আহলেহাদীছের রাজনীতি। এ রাজনীতিকে পরিবর্তন করে তিনি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে উদাত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান বেলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমুদ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ড. মীযানুর রহমান, জনাব রুহুল আমীন (মুর্শিদাবাদ, ভারত), যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি হাফেয মুখলেছুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাফেয মীযানুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবু সাঈদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন বগুড়া-সদর উপজেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুস সালাম ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক আব্দুর রহমান। সম্মেলনে পৃথক প্যাডেলে মহিলাদের বিপুল সমাগম ঘটে।

যেলা সম্মেলন : রাজশাহী

হকের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

১৫ই নভেম্বর শনিবার কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দান, রাজশাহী : অদ্য বিকাল সাড়ে ৩-টা থেকে রাত ১০-টা পর্যন্ত মহানগরীর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, নবী-রাসুল, ছাহাবায়ে কেরাম, চার ইমাম ও সালাফে ছালেহীন হকের পথে অবর্ণনীয় নির্যাতন সহ্য করেছেন। তারা মানুষের আকীদা ও আমলের সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার করেছেন। তাই প্রচলিত ইসলাম বাদ দিয়ে প্রকৃত ইসলামের পথে চলতে গেলে নবী-নবী-রাসুলের পথ ধরে সংগ্রাম ও দৃঢ়তার প্রয়োজন। আহলেহাদীছ আন্দোলন সে পথেই মানুষকে আহ্বান জানায়।

রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মাকরুফ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, মারকাযের মুহাদ্দিছ হাফেয আব্দুল মতীন, সোনামণির কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক নাজমুন নাদিম, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মামুনুর রশীদ, সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ ও রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক যিল্লুর রহমান। সম্মেলনে পৃথক প্যাডেলে মহিলাদের ব্যবস্থা ছিল।

ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প : সম্মেলনে 'আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম'-এর উদ্যোগে ফ্রী মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে রোগীদের ফ্রী চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়। এতে নেতৃত্ব দেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. মহীদুল হাসান মাকরুফ।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে দেশব্যাপী মানববন্ধন

গত ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার বাদ জুম'আ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন 'ইসকন' নিষিদ্ধের দাবীতে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন যেলায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে সরকারের নিকট ৪ দফা দাবী জানানো হয়। তা হ'ল- (১) হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন ইসকনের সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে। (২) ইসকনের হাতে এ পর্যন্ত সংঘটিত হত্যা, নির্যাতন এবং অপহরণের সাথে জড়িত সকল অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। (৩) প্রশাসনের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা ইসকনের দোসরদের চিহ্নিত করে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। (৪) মেয়েদের বিবাহের সময়সীমা ১৮ বছর বাতিল করতে হবে। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ :

১. সাহেব বাজার, রাজশাহী : রাজশাহী-সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক মুস্তাক্কীম আহমাদ, রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তোফায্যল হোসাইন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান ও মোহনপুর উপজেলার ধুরইল এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুর্তাযা।

২. বায়তুল মোকাররম, ঢাকা : অদ্য বাদ জুম'আ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেইটে ঢাকা-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে ইসকনের কার্যক্রম নিষিদ্ধের দাবীতে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্ব মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা কাযী হারুনুর রশীদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তাসলীম সরকার, ঢাকা-উত্তরের সভাপতি হাফেয মাওলানা মুহাম্মাদ এরশাদুল্লাহ, ঢাকা-দক্ষিণ 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুর রায়হাক, ঢাকা-উত্তর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম ও কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মুহাদ্দিছ প্রমুখ।

৩. পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসাইনের সভাপতিত্বে ইসকন নিষিক্তের দাবীতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন; যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ হেলায়েত হোসাইন, যুববিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

৪. কান্দিরপাড়া, পূবাশী চত্বর, কুমিল্লা : অদ্য বিকেল ৩ টায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা মুহলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা জামীলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আমজাদ হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রুহুল আমীন প্রমুখ।

(৫) গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা উপযেলাধীন বোনারপাড়া উপযেলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ চত্বর। (৬) চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার রহনপুর উপযেলাধীন ডাকবাংলা পাড়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সামনে। (৭) দিনাজপুর যেলার বিরামপুর থানাধীন ঢাকা মোড়, বিরল থানাধীন বিরল বাজার বকুলতলা মোড় এবং (৮) চিরিরবন্দর থানাধীন ঘুঘুরাতলী বটতলীমোড়। (৯) নারায়ণগঞ্জ যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন চরপাড়া হাইওয়ে রোড সল্লগু এবং (১০) সোনারগাঁও উপযেলাধীন নোয়াপুর বাজার এশিয়ান হাইওয়ে রোড। (১১) পাবনা যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন দাশুড়িয়া ট্রাফিক মোড়। (১২) নাটোর যেলা নলডাঙ্গা থানাধীন হরিদা খলসী বায়তুন নূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ চত্বর। (১৩) নীলফামারী যেলার ডিমলা রামডাঙ্গা আমতলী বাজার এবং (১৪) নীলফামারী শহরের বড় বাজার ট্রাফিক মোড়। (১৫) খুলনা যেলার খালিশপুর থানাধীন মুজগুন্নী মোহাম্মাদী জামে মসজিদ। (১৬) সিরাজগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন প্রেসক্লাব চৌরাস্তা মোড়। (১৭) ৪ঠা নভেম্বর মঙ্গলবার সাতক্ষীরা যেলা শহরের শহীদ আব্দুর রায়যাক পার্ক-মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

দেশব্যাপী যেলা কমিটি সমূহ পুনর্গঠন

(গত সংখ্যার পর)

৩৮. দিনাজপুর-পশ্চিম ২৮শে সেপ্টেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ৯-টায় যেলার বীরগঞ্জ থানার নাগরী সাগরী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব মুফীযুদ্দীন আহমাদদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুফীযুদ্দীন আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই বৈঠকে 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৩৯. দিনাজপুর-পূর্ব ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার বিরামপুর থানাধীন বিরামপুর-চাঁদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় মুহাম্মাদ আনওয়ারুল হককে সভাপতি ও অধ্যাপক যাকির হোসাইনকে

সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। অতঃপর 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪০. নারায়ণগঞ্জ ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রূপগঞ্জ থানাধীন কাঞ্চন বাজারস্থ যেলা কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. আ. ন. ম. সাইফুল ইসলাম নাদিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় ডা. আ. ন. ম. সাইফুল ইসলাম নাদিমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ জালালুল কবীরকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪১-৪২. বরিশাল-পূর্ব ও পশ্চিম ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন কাশিপুর দারুল উলুম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার অফিস কক্ষে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামিদ। সভায় মাওলানা আব্দুল খালেককে সভাপতি ও মুহাম্মাদ বশীরুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বরিশাল-পূর্ব এবং মাওলানা ইব্রাহীম কাওছার সালাফীকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট বরিশাল-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৩. গাইবান্ধা-উত্তর ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার জয়দেবপুর থানাধীন মণিপুর বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভায় মাওলানা খায়রুল ইসলামকে সভাপতি ও হাতিম বিন পারভেযকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৪. জয়পুরহাট ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন আরামনগর আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদ্রাসা মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম ও যুব বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার। সভায় ডা. আমীরুল ইসলামকে সভাপতি ও নাজমুল হককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই বৈঠকে 'আল-আওনে'র কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'আল-আওনে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৫. ঢাকা-উত্তর ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় আশুলিয়া থানাধীন জিরানী-পুকুরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি হাফেয মাওলানা এরশাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত

উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এবং প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় হাফেয মাওলানা এরশাদুল্লাহকে সভাপতি ও ডা. আব্দুল জাব্বারকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৬. ঢাকা-দক্ষিণ ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব ঢাকার বংশালস্থ যেলা কার্যালয়ে ঢাকা-দক্ষিণ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আহসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদুদকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই বৈঠকে ‘আল-আওনে’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরের উপস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট যেলা ‘আল-আওনে’র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৭. পিরোজপুর ৩রা অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম’আ যেলার স্বরূপকাঠি থানাধীন সোহাগদল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাস্টার শাহ আলম বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মাস্টার শাহ আলম বাহাদুরকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহবুবুল আলমকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৮. টাঙ্গাইল ৪ঠা অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন পাতুলীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ শামসুল আলম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় অধ্যাপক শামসুল আলম খানকে সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৪৯. লালমণিরহাট ৪ঠা অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষখোঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আশরাফুল আলমকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫০. মানিকগঞ্জ ৪ঠা অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার সদর থানাধীন নওখণ্ড বায়তুর রহমান জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও জামীল আহমাদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫১. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-দক্ষিণ ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক শহীদুল করীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় অধ্যাপক শহীদুল করীমকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫২. চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর ৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার গোমস্তাপুর উপজেলাধীন রহনপুর ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নুরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা আব্দুল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইনকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৩. গাইবান্ধা-পূর্ব ১১ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার সাঘাটা থানাধীন শিমুলবাড়ী মা’হাদ ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সালাফিইয়াহ মাদ্রাসা জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় অধ্যাপক আশরাফুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলামকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৪. মাগুরা ১১ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন ঘোড়ানাস মুসিাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়াহীদুয্যামানকে সভাপতি ও মাহমুদুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৫. শেরপুর ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম’আ যেলার সদর থানাধীন বাজিতখিলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় ডা. মুহাম্মাদ এনামুল হককে সভাপতি ও কামরুল ইসলাম কাওছারকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৬. যশোর ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম’আ যেলার কেশবপুর থানাধীন দুর্বাডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা খলীলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’ -

এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা খলীলুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৭. রাজবাড়ী ১৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন সূর্যনগরস্থ বায়তুল হিকমা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাওলানা মকবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত পরামর্শ সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম। সভায় মাওলানা মকবুল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ ইউসুফ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৮. কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ ১৮ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার উলিপুর থানাধীন পাঁচপীর মাস্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুন্নাযমান। সভায় সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মাহফযুল হককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৫৯. কুড়িগ্রাম-উত্তর ১৮ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য বিকাল ৩-টায় যেলার নাগেশ্বরী থানাধীন বোর্ডেরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার ও শূরা সদস্য মুহাম্মাদ তরীকুন্নাযমান। সভায় সোহরাব হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মোবারক আলীকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬০. নড়াইল ১৮ই অক্টোবর শনিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১১-টায় যেলার নড়াগাতী থানাধীন পনিপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মাস্টার সারোয়ার জাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাস্টার সারোয়ার জাহানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬১. নেত্রকোণা ২১শে অক্টোবর মঙ্গলবার : অদ্য দুপুর ১২-টায় যেলার সদর থানাধীন মজবআলীছ আযহারুল ইসলামের বাড়ীর বৈঠকখানায় যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল হককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬২. ফেনী ২২শে অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের সরকারী হাসপাতাল মোড়স্থ দারুলহাদীছ আস-সালাফী মাদ্রাসার শিক্ষক মিলনায়তনে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মাদ

মহিউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় সৈয়দ মুহাম্মাদ মহিউদ্দীনকে সভাপতি ও মাওলানা মাহবুবুর রহমানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৩. লক্ষ্মীপুর ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের বাঞ্ছানগর মুহাম্মাদী জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুছতফা মাহতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। সভায় মুছতফা মাহতাবুদ্দীনকে সভাপতি ও সৌলিম রেয়াকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৪. শরীয়তপুর ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় যেলার ভেদরগঞ্জ থানাধীন চিতা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আব্দুল কাইয়ুম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় আব্দুল কাইয়ুম সরকারকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মালেককে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৫. মাদারীপুর ২৪শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা কামাল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মাওলানা কামাল হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৬. নোয়াখালী ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর যেলার কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন বসুরহাট হাদীছ ফাউন্ডেশন পাঠাগারে যেলা কমিটি উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা কমিটির আহ্বায়ক মুহাম্মাদ মুছতফা কামালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ হাকিব। সভায় মুহাম্মাদ মুছতফা কামালকে আহ্বায়ক ও নূরুল আলমকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা আহ্বায়ক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৭. পটুয়াখালী ৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সদর থানাধীন নতুন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন 'আন্দোলন'-এর কার্যালয়ে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৮. ভোলা ৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার সদর থানাধীন উত্তর বাগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি

মুহাম্মাদ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় মুহাম্মাদ কামরুল হাসানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৬৯.বরগুনা ৭ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলা শহরের ডি. কে. পি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কবীরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। সভায় অধ্যাপক জাহাঙ্গীর কবীরকে সভাপতি ও ডা. মুহাম্মাদ যাকির মোল্লাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭০. পঞ্চগড় ৮ই নভেম্বর শনিবার : অদ্য সকাল ১১-টায় যেলার সদর থানাধীন মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ যয়নুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শামীম প্রধানকে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

৭১.ঠাকুরগাঁও ৯ই নভেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার রানীশংকল থানাধীন এএইয়াউস সুনান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ মুযাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সভায় মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল খালেককে সেক্রেটারী করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

মাসিক ইজতেমা

৬ই অক্টোবর সোমবার হরিহরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর থানাধীন হরিহরপুর হাড়িয়ার ঘাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মৌগাছী এলাকা ‘আন্দোলন’-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ খোরশেদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন উপযেলা ‘আন্দোলন’-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা ময়েযুদ্দীন, মৌগাছী এলাকার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াহহাব ও যেলা ‘যুবসংঘ’র অর্থ সম্পাদক আব্দুল লতীফ।

প্রশিক্ষণ

২৫শে অক্টোবর শনিবার মহিষাঁচা, আদিতমারী লালমণিরহাট : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার আদিতমারী থানাধীন মহিষাঁচা বাজার কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ লালমণিরহাট যেলার উদ্যোগে এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয়

গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। একই সময় যেলার আয়-ব্যয় হিসাব অডিট করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় অডিট টিমের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন।

সুধী সমাবেশ

৮ই নভেম্বর শনিবার শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদ, রংপুর : অদ্য বাদ যোহর ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ রংপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলা মারকায শেখ জামালুদ্দীন জামে মসজিদের বহুতল ভবন নির্মাণ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি বিষয়ে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘আন্দোলন’-এর সভাপতি আব্দুল করীম সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান ও সাধারণ সম্পাদক ডা. মুহাম্মাদ ছাবিত। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা ‘যুবসংঘ’র সভাপতি মুহাম্মাদ মতীউর রহমান ও গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুল্লাহ আল-মামুন। উক্ত অনুষ্ঠানে নীলফামারী, কুড়িগ্রাম-দক্ষিণ, রংপুর-পূর্ব, দিনাজপুর-পূর্ব ও পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

হাদীছ ফাউন্ডেশন পাঠাগার উদ্বোধন ও ইসলামিক কনফারেন্স
৩১ই অক্টোবর শুক্রবার কোম্পানীগঞ্জ, বসুরহাট, নোয়াখালী : অদ্য বিকাল ৪-টায় ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ নোয়াখালী যেলার উদ্যোগে কোম্পানীগঞ্জ থানাধীন বসুরহাটে হাদীছ ফাউন্ডেশন পাঠাগার উদ্বোধন ও ইসলামিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যেলা ‘যুবসংঘ’র সভাপতি শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ‘আহলেহাদীছ পেশাজীবী ফোরাম’র কেন্দ্রীয় সভাপতি ডা. শওকত হাসান।

মারকায সংবাদ

হিফয সমাপনী অনুষ্ঠান ২০২৫

১৩ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার নওদাপাড়া রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয সমাপনী অনুষ্ঠান ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’-এর মুহতারাম আমীরে জামা‘আত ও মারকাযের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড-এর চেয়ারম্যান ও মারকায নির্বাহী পরিচালনা কমিটির পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুরুল হুদা, হিফয বিভাগের পরিচালক হাফেয লুৎফর রহমান ও শিক্ষক হাফেয আব্দুল্লাহ আল মারুফ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে ‘আন্দোলন’-এর আমেলা সদস্যবৃন্দ, মারকাযের শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ২০২৪ সালের হিফয সমাপ্তকারী ২২ জন ও ২০২৫ সালের ২৮ জন ছাত্রকে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন হিফয বিভাগের সহ-পরিচালক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : আমার পিতা হাইস্কুলের গণিত শিক্ষক, যেখানে ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়াশোনা করে। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত শিক্ষকতা করার পর যে পেনশন পাবেন সেটা কি ছেলে হিসাবে আমার জন্য হালাল হবে?

-মুহাম্মাদ সামী, গাযীপুর।

উত্তর : এমন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করলে যে উপার্জন হারাম হবে এমনটি নয়। কারণ শিক্ষকতার মূল পেশাটি হালাল। তবে সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরীর ক্ষেত্রে দৃষ্টি সংযম, পূর্ণ পর্দা ও তাকওয়া বজায় রেখে চলতে হবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাঙ্গক চেষ্টা করতে হবে।

সুতরাং পিতার উপার্জন তার নিজের জন্য হালাল এবং সন্তানের জন্যও হালাল হবে ইনশাআল্লাহ (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৩/২১৪; ওছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/১০৩, ১৩/১২৭)। এছাড়া পিতার উপার্জন হারাম মিশ্রিত হ'লেও সন্তানের জন্য সেটা গ্রহণ করা হালাল। কারণ কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'উল ফাতাওয়া ২৯/৩০৭)।

প্রশ্ন (২/৮২) : আমরা জানি মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় বা এগুলির কোন বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা নিষেধ। এক্ষেপে হজ্জ-ওমরার বিজ্ঞপ্তি প্রচারও কি উক্ত নিষেধের আওতায় পড়বে?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : হজ্জ-ওমরার কাফেলার বিজ্ঞপ্তি মসজিদের ভিতরে প্রচার করা যাবে না। কারণ এটা ব্যবসার অংশ। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখ, তবে বল! আল্লাহ তোমার ব্যবসায় লাভবান না করুক' (তিরমিযী হা/১৩২১; মিশকাত হা/৭৩৩)। শায়েখ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, মসজিদের ভিতরে হজ্জ ও ওমরার বিজ্ঞপ্তি টানানো বৈধ নয়। কারণ সাধারণত যারা এসব সফরের আয়োজন করে, তারা আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে। সেটি এক ধরনের ব্যবসা। তবে মসজিদের বাহিরে এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি টানানো যেতে পারে (মাজমু' ফাতাওয়া ২৪/৯০; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/২৭০)।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : জুম'আর দিনে খুৎবা চলাকালীন সময় ইমাম ছাহেব মসজিদের জন্য কালেকশন করতে পারবেন কি?

-ফরীদুল ইসলাম, জামালপুর।

উত্তর : জুম'আর খুৎবায় দান-ছাদাকা সম্পর্কে আলোচনা করা জায়েয। তবে খুৎবা চলাকালীন দান-ছাদাকা আদায় করা যাবে না। কারণ খুৎবা হ'ল ইবাদত, নছীহত এবং আল্লাহর যিকির। এটি দুনিয়াবী লেনদেনের স্থান নয়। ইমাম যখন খুৎবা বাদ দিয়ে দান-ছাদাকা উত্তোলন শুরু করেন, তখন তিনি নিজেই খুৎবার বিধান (নীরব থাকা ও শোনানো) লঙ্ঘন করেন এবং মুছল্লীদেরকেও লঙ্ঘনে বাধ্য করেন। এতে সবার মনোযোগ বিনষ্ট হয় এবং জুম'আর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খুৎবার সময় কংকর (বা মাটির টুকরো) স্পর্শ করল, সে অনর্থক কাজ করল' (মুসলিম হা/৮৫৭)।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : আমার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর উভয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। বাবার দ্বিতীয় সংসারে এক ভাই ও বোন আছে। আর মায়ের দ্বিতীয় সংসারে এক ভাই ও বোন আছে। আমার সৎপিতাও সবসময় আমাকে ছেলের মতই দেখেন। আমি দুই পরিবারকেই সহযোগিতা করি। ইসলামী হক ও অধিকারের দিক থেকে কাদের প্রতি আমার বেশি দায়িত্ব রয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, বেঙ্গলো, ইতালী।

উত্তর : ইসলামে আত্মীয়তার হক মূলত রক্তের সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর বংশ নির্ধারিত হয় পিতৃ-সূত্রে। অতএব পিতার দ্বিতীয় সংসারের সন্তানগণ অর্থাৎ সৎ ভাই-বোনেরা প্রথম অধিকার পাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রশস্ত জীবিকা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সে যেন নিকটাত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করে' (বুখারী হা/৫৯৮৫; মিশকাত হা/৪৯১৮)।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : আমি পেশায় একজন দর্জি। প্রবাস থেকে আমার পরিচিত একজন কিছু জামা বানিয়ে দিতে বলল। প্রশ্ন হচ্ছে আমি অল্প দামে বাজার থেকে কাপড় কিনে তার কাছ থেকে বেশী দাম নিতে পারব কি?

-জাবেদ হুসাইন, রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর : যদি গ্রাহকের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজটি করা হয়, তবে লাভ রেখে কাপড়ের দাম বেশী বলা যাবে না। কারণ এটা হবে কাপড়ের প্রকৃত মূল্য বা তথ্য গোপন করার শামিল, যা খেয়ানত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' (মুসলিম হা/২৯৪)। আর যদি পুরো পোষাকের দাম নির্ধারণ করা হয় তবে সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হিসাবে সেবা ও পণ্যের মূল্য একত্রে গ্রহণ করতে পারে এবং বাজার-দর হিসাবে লভ্যাংশ রেখে জামা বানিয়ে দিবে। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ কর না তবে যদি তা পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হয়, তাহ'লে তা বৈধ' (নিসা ৪/২৯)।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : আমি দেড় বছর আগে আমার স্ত্রীর পিতা বা অভিভাবকের উপস্থিতি ছাড়াই বিয়ে করি, যদিও পরে আমাদের পরিবার তা মেনে নেয়। বিয়েটি কি শুদ্ধ হয়েছিল? যদি শুদ্ধ হয়ে থাকে, তবে দাম্পত্য কলহের জেরে আমি প্রথমে ১ তালাক, কিছদিন পর এক বৈঠকে ৩ তালাক এবং সবশেষে এক তালাক, তিন তালাক, তিন তালাক বলেছি। এমতাবস্থায় আমাদের বিয়ে ও তালাকের শারঈ হুকুম কী। বর্তমানে আমরা অনুতপ্ত হয়ে একত্রে বসবাস করছি। কারণ মেয়ের পিতা-মাতা ছাড়াছাড়ি হওয়ায় আমার স্ত্রীর কোন আশ্রয় নেই। এক্ষেপে

এই একত্রবাস বৈধ করার কোন উপায় আছে কি?

-ইউসুফ, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত: পিতা বা বৈধ অভিভাবকের সম্মতি ছাড়া কোন মেয়ের বিবাহ শুদ্ধ নয়। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে, সেই বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল’ (আবুদাউদ হা/২০৮৩: ছহীহুল জামে’ হা/২৭০৯)। দ্বিতীয়ত: যে সকল বিবাহ জনপ্রতিনিধি, কাযী বা রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে হয়ে থাকে সে সকল বিবাহকে বিদ্বানগণ শিবহে নিকাহ বা বিবাহের সাদৃশ্যপূর্ণ বলে গণ্য করেছেন (ইবনু কুদামা, মুগনী ৭/০৮, ১১/১৯৬: ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু’উল ফাতাওয়া ৩২/১০৩)। এক্ষণে উক্ত বিবাহ শিবহে নিকাহ হওয়ায় পরবর্তীতে তালাক প্রদান কার্যকর হয়েছে। প্রশ্নালোকে যদি বিধি মোতাবেক তিন মাসে বা তিন বারে তালাক প্রদান করা হয়ে থাকে, তবে তালাকে বায়েন হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে উক্ত মেয়ের অন্যত্র বিবাহ হয়ে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তালাকপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কোন সুযোগ নেই (বাক্বরাহ ২/২৩০)। সুতরাং এই বিবাহ অবিলম্বে বিচ্ছেদ করতে হবে। আর কেউ যদি স্ত্রীকে হায়েয অবস্থায় বা এমন তোছরে তালাক দেয় যাতে স্ত্রী সহবাস হয়েছে তাহলে সেটি তালাক গণ্য হবে না। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন, হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও, তখন তাদেরকে ইন্দত অনুযায়ী তালাক দাও এবং ইন্দত গণনা করতে থাক (তালাক ৬৫/০১)। সুতরাং বিষয়টি বিস্তারিত জেনে তিন তালাক সম্পন্ন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে (বিস্তারিত দ্র. হাফসা প্রকাশিত ‘তালাক ও তাহলীল’ বই)।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : বর্তমান বিভিন্ন অনলাইন ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় বড় কোম্পানী যে অনলাইন সুবিধাগুলো দেয়। যেমন প্রোডাক্ট কিনলে ১৫ থেকে ২০% ডিসকাউন্টের পাশাপাশি কোম্পানিতে নতুন মেম্বর এড করলে তার জন্য বোনাস, সাথে তাদের ক্রয়-কৃত প্রোডাক্ট থেকেও একটা লভ্যাংশ পাওয়া যায়। যেমন DXN কোম্পানী ইত্যাদি। এই সুবিধা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আবু ছায়েম, ঢাকা।

উত্তর : ডিএক্সএন মূলত MLM বা পিরামিড স্কিম পদ্ধতিতে পরিচালিত প্রতারণা মূলক ব্যবসা। তারা নানা আকর্ষণীয় প্যাকেজ দেখিয়ে সদস্য ভর্তি করে এবং প্রায় বিনা পরিশ্রমে মোটা অংকের লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। এতে ডিউনলাইন সদস্যদের কেনাকাটা থেকে লভ্যাংশ দেয়া হয়। অর্থাৎ কমিশনটি গ্রাহকের আনা ব্যক্তির কেনাকাটার উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ গ্রাহকের আয় হয় মানুষের মাধ্যমে টাকা টানার ওপর ভিত্তি করে, প্রকৃত পণ্য বিক্রয়ের ওপর নয়। এতে জুয়ার মতো অস্পষ্টতা (غرر) রয়েছে, যা হারাম। সুতরাং প্রচলিত ডিএক্সএন সহ যে কোন MLM ভিত্তিক নেটওয়ার্ক মার্কেটিং শরীয়তসম্মত নয়। এর সাথে যুক্ত হওয়া বা এখান থেকে উপার্জন করা হারাম (এ বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০৮, প্রশ্নোত্তর ২/৮২: আগষ্ট ২০২০, প্রশ্নোত্তর ৩/৪০৩)।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : জিব্রীল (আঃ) ব্যতীত অন্য কোন ফেরেশতা কি রাসুল (ছাঃ)-এর নিকট অহি নিয়ে আগমন করতেন?

-রাইসান, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কেবলমাত্র জিব্রীল (আঃ) নবী-রাসুলগণের নিকট অহি নিয়ে আগমন করতেন। যে সকল আয়াতে বা হাদীছে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো দ্বারাও কেবল তাঁকে বুঝানো হয়েছে। আর কুরআনের রীতি অনুযায়ী বহুবচনের শব্দ তাঁর সম্মানে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, তুমি বল, কে হ’তে পারে জিব্রীলের শত্রু? সে তো আল্লাহর হুকুমে তোমার হৃদয়ে কুরআন নাখিল করে থাকে। যা তার পূর্ববর্তী কিতাব সমূহের সত্যায়নকারী এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথপ্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা (বাক্বরাহ-মাদানী ২/৯৭)।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী কি স্বামীর ঘরে রেখে যাওয়া সন্তানকে দেখতে আসতে পারবে? সে সন্তান দেখতে এসে তাকে পিতা এবং সং মায়ের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করে।

-নিসা আখতার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : ‘যদি কোন শিশুর পিতা-মাতা পৃথক হয়ে যায়, তবে উভয়েরই তাদের সন্তানদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার অধিকার রয়েছে। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু যদি তারা সন্তানদেরকে তাদের পিতা বা সং মায়ের প্রতি অবাধ্য হ’তে প্ররোচিত করে, তবে নিঃসন্দেহে এটি পিতা ও সং মায়ের প্রতি অন্যায় ও ক্ষতির কারণ হবে। যা নিষিদ্ধ। রাসুল (ছাঃ) বলেন, ‘কেউ কার ক্ষতি করবে না বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না’ (ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১)। এক্ষণে মায়ের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ বারবার আসলে সে সাময়িক সন্তানদের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে এবং সাক্ষাতের সময় সবার সামনে সাক্ষাৎ করবে, যাতে পিতার বিরুদ্ধে কোন উস্কানীমূলক কথা বলতে না পারে (আল-মাওসু’আতুল ফিক্বহিয়া ১৭/৩১৭: ইবনুল ক্বাইয়িম, মিস্তাহ দারিস সা’আদাহ ২/৯০৫)।

প্রশ্ন (১০/৯০) : বিদ্যুৎ বিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দিতে না পারলে গ্রাহকের কাছ থেকে সুদ হিসাবে কিছু টাকা নেওয়া হয়। এজন্য গ্রাহীতা বা দাতা উভয়েই কি গুনাহগার হবে?

-রাকীব, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে বিলম্ব হ’লে যে অতিরিক্ত অর্থ নেওয়া হয়, তা সুদ হিসাবে নয় বরং সরকার বা কোম্পানী এটিকে জরিমানা হিসাবে নেয়। বিলম্ব পরিশোধ ঠেকানোর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসাবে এটা চালু আছে। এক্ষণে কেউ বিলম্বে বিল পরিশোধ করলে এবং তাতে জরিমানা দিতে হলে দাতা বা গ্রাহীতা কেউ গুনাহগার হবে না। তবে নিরাপদ হ’ল সময়মতো বিল পরিশোধ করা, যেন কোন শংকা না থাকে (ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ ১৫/৫৯)।

প্রশ্ন (১১/৯১) : রুকু’ ও সিজদায় লায়লাতুল ক্বদরের রাতে পঠিতব্য দো’আটি পাঠ করা যাবে কি?

-আব্দুর রহীম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে। বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে দরুদের

পরে হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ পাঠ করা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সাবধান! আমাকে রুকু ও সিজদায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই তোমরা রুকুতে তোমাদের রবের মহিমা বর্ণনা কর। আর সিজদায় অতি মনোযোগের সাথে দো'আ করবে। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে' (মুসলিম হা/৪৭৯; মিশকাত হা/৮৭৩)। তিনি বলেন, বান্দা সিজদার সময়ে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নৈকট্য লাভ করে। কাজেই এ সময় তোমরা অধিক পরিমাণে দো'আ পাঠ করবে (মুসলিম হা/৪৮২; মিশকাত হা/৮৯৪)।

প্রশ্ন (১২/৯২) : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি জেহরী ছালাতের প্রথম রাক'আতে কিরাআত অধিক লম্বা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ছোট করতেন?

-হেলালুদ্দীন, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই প্রথম রাক'আতে কিরা'আত তুলনামূলক লম্বা করা মুস্তাহাব (মির'আতুল মাফাতীহ ৩/১৩৩)। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমামতকালে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই এ আমল করতেন। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহা ও আরও দু'টি সূরা তেলাওয়াত করতেন। তিনি প্রথম রাক'আত দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয়টি সংক্ষেপ করতেন এবং মাঝে মাঝে ছাহাবীগণ তাঁর কাছ থেকে কিছু আয়াত শুনতে পেতেন। তিনি আছর ছালাতেও সূরা ফাতেহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং প্রথম রাক'আতে দীর্ঘ কিরাআত করতেন। আর ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আতেও তিনি দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষিপ্ত করতেন (বুখারী হা/৭৫৯)। তবে এটা না করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : আমি একজন সরকারী চাকুরীজীবী। আমাকে প্রতি মাসে বেতনের বাইরে একটি নির্দিষ্ট অংকের ভ্রমণ ভাতা প্রদান করা হয়। কিন্তু এই বিলটি পাওয়ার জন্য আমাকে যে ভ্রমণের কথা উল্লেখ করতে হয়, সেই ভ্রমণ আমি বাস্তবে করি না; এটি কেবল কাগজপত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। আমার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বিষয়টি সম্পর্কে অবগত আছেন এবং এতে তাদের কোন আপত্তি নেই। রাষ্ট্রীয় অর্থ এভাবে গ্রহণ করাকে আমি যুক্তিযুক্ত মনে না করায় বর্তমানে তা নেওয়া বন্ধ রেখেছি। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সম্মতি থাকলেও, বাস্তবে ভ্রমণ না করে এভাবে ভুয়া বিলের মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মুযযামিল হোসাইন, ফেনী।

উত্তর : উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সম্মতি থাকলেও ভ্রমণ না করে ভ্রমণ ভাতা নেওয়া জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রহণ কর না' (বাক্বারাহ ২/১৮৮)। এভাবে ভুয়া বিল অর্থ গ্রহণ করা একদিকে মিথ্যা এবং অন্যদিকে প্রতারণা। অতএব মিথ্যা ও প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। বরং এই বিল নেওয়া বন্ধ করা কিংবা ব্যবহৃত না হ'লে ফেরৎ প্রদানই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাকআত সূনাত বা তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়তে হয়। কিন্তু দু'এক মিনিট সময়

থাকলে ছালাত পড়া যায় না। এসময় আমার করণীয় কি? বসে থিকির করব না দাঁড়িয়ে থাকব?

-আব্দুল মোহাম্মিন, ভারত।

উত্তর : এ সময়ে দাঁড়িয়ে থেকেই বিভিন্ন থিকির করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেন বসে না পড়ে যতক্ষণ না সে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে' (বুখারী হা/১১৬৩)। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি একদিন মসজিদে প্রবেশ করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন লোকদের মাঝে বসে ছিলেন। আমিও বসে গেলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি বসার আগে দুই রাক'আত ছালাত পড়লে না কেন?' আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে এবং লোকদের বসা অবস্থায় দেখেছি, তাই আমিও বসে পড়েছি। তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন বসে না পড়ে যতক্ষণ না দুই রাক'আত ছালাত আদায় করে' (মুসলিম হা/৭১৪)। তবে কারো দাঁড়িয়ে থাকতে সমস্যা হ'লে বসে যাবে এবং থিকির করবে। কারণ তাহিয়্যাতুল মসজিদ মুস্তাহাব বা সূনাতে মুওয়াক্কাদাহ, ওয়াজিব নয় (নববী, আল-মাজমু' ৩/৫৪৪; ইবনু হাজার, ফাখ্বুল বারী ১/৫৩৮)।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : একটি প্রাইভেট কোম্পানীর আবাসিক এলাকায় একটি ঘরে এলাকাজুড়ে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের জামা'আত হয়। কিন্তু কোম্পানীর নিরাপত্তার কারণে এই ঘরে বাইরের সাধারণ মুহন্নীদের প্রবেশাধিকার নেই। প্রশ্ন হ'ল- এমন একটি সীমাবদ্ধ স্থানে, যেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি নেই, সেখানে শুধুমাত্র কোম্পানীর নিজস্ব লোকদের নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আতীকুর রহমান, পত্নীতলা, নওগা।

উত্তর : জুম'আ যেমন সমষ্টিগত একটি ইবাদত, তেমনি এটা ইসলামের একটি বড় শে'আর বা নিদর্শন। সুতরাং যত্রতত্র জুম'আ কায়েম করা যাবে না। বরং মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করবে। সম্ভব না হ'লে যোহরের ছালাত আদায় করবে। তবে নিকটস্থ এলাকায় জুম'আ মসজিদ না থাকলে সবাই মিলে সাময়িকভাবে কোন গৃহ বা স্থানে একজনের আযান ও খুত্বা প্রদানের শর্তে জুম'আ কায়েম করা যেতে পারে (ফাতাওয়া লাজানা দায়েমাহ ৮/১৭৮, ২১০; বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৩/১৪৭)।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : ঈসা (আঃ)-কে ইয়াহইয়া (আঃ) জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিভাবে আল্লাহর সন্তষ্টি অর্জন করা যায় এবং তাঁর অসন্তষ্টি থেকে দূরে থাকা যায়? ঈসা (আঃ) বললেন, রাগ করো না। তিনি আরও বললেন, রাগের উৎস হ'ল অহংকার, আত্মভরিতা ও বড়াই। বর্ণনাটি হযীহ কী?

-গোলাম রাক্বী, বরিশাল।

উত্তর : হুবহু এরূপ বর্ণনা কোন প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তবে ইমাম গাযালীসহ কতিপয় বিদ্বান 'রাগ, হিংসা ও সম্পদ সম্পর্কে সতর্কতা' পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা

করেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহুইয়া (আঃ) ঈসা (আঃ)-কে বললেন, রাগ করো না। ঈসা (আঃ) বললেন, 'আমি রাগ না করে পারি না, আমি তো মানুষ। ইয়াহুইয়া (আঃ) বললেন, সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট হবে না। ঈসা (আঃ) বললেন, এই কথাও সতর্কতার যোগ্য' (এহইয়াউ উলুমিদীন ৩/১৬৫)। এছাড়াও বর্ণনাটি মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, আবু নু'আইম ইছফাহানী ও হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) স্ব স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৪২৪৫, ৩৫৭২১; হিলইয়াতুল আউলিয়া ৪/৩৫৯; আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/৬১)। উক্ত বর্ণনাটির রবী'গণ বিশ্বস্ত হ'লেও এটি রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের কোন উক্তি নয়। বরং রবী আব্দুল্লাহ বিন আবুল ছযায়েল একজন তাবেঈ (মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ)।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : ওযুতে নারী-পুরুষের মাথা মাসাহের নিয়ম কি একই? মাথা মাসাহ করার সময় মাথার পিছন থেকে হাত আবার সামনে নিয়ে মাথা মাসাহ করতে হয়, মেয়েদের চুলের জন্য এটা একটু সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-লাজীনা, নাটোর।

উত্তর : ওযুতে নারী-পুরুষের মাথা মাসাহের নিয়ম কি একই। সুতরাং নারীরাও মাথা মাসাহ করবেন যেভাবে পুরুষেরা পাগড়ীর উপরে মাসাহ করে থাকেন। অর্থাৎ মাথা মাসাহের সময় হাত সামনের দিক থেকে পিছনের দিকে এবং পুনরায় সামনের দিকে আনা সবার জন্য সুন্নাত (নাসাঈ হা/১০০; মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/১৩৬, ২৪৬; ফাতহুল বারী ১/২৯৩; ইবনু কুদামাহ, মুগনী ১/৯৩)।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : পরিবারের সম্মতিতে ছেলে-মেয়ের বিবাহ ঠিক হয়েছে। কিন্তু ছেলে বিদেশ থাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ হয়নি। বিবাহের আগে ছেলে কি তার হরু জ্বীর জন্য টাকা বা উপহার পাঠাতে পারবে?

-ফাতীনা, নাটোর।

উত্তর : বিবাহের পূর্বে অপ্রয়োজনে যোগাযোগ বা ফোনে কথা বলা যাবে না। তবে উপহার পাঠাতে পারে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যদি স্বামী বিবাহের চুক্তির আগে মহিলাকে উপহার দেন এবং বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু পরে অন্য কারো সঙ্গে বিয়ে করেন, তবে সেই উপহার মহিলার নিকট থেকে ফিরিয়ে নেওয়া যাবে (আল ফাতাওয়াল কুবরা ৫/৪৭২)।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : শরীরে কোন প্রকার তাবীয বাঁধা থাকলে ছালাত কবুল হবে কি?

-কারিশমা কেয়া, ঢাকা।

উত্তর : সর্বপ্রকারের তাবীয ঝুলানো থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ তা স্পষ্ট শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলানো সে শিরক করল' (আহমাদ হা/১৬৯৬৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)। তবে তাবীয শরীরে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাতের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। কারণ এটা ছালাত ভঙ্গের কারণ নয় (বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/৩৫৩)। আর যদি কেউ তাবীয ব্যবহার করে এমন আকীদা নিয়ে যা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় তাহ'লে সে মুশরিক হয়ে যাবে। আর

মুশরিকের ছালাত কবুল হয় না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৩/৬৫; বিন বায, মাজমু' ফাতাওয়া ৯/২৭৮)।

প্রশ্ন (২০/১০০) : আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কর্মরত। আমাকে প্রতি মাসে ট্যাক্স ফ্রি সিগারেট দেয় খাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি সিগারেট খাই না। অন্যকেও দেই না। এমতাবস্থায় তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারব কি?

-মুহাম্মাদ ফয়ছাল, কুমিল্লা।

উত্তর : যা খাওয়া হারাম, তা থেকে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। সুতরাং উক্ত সিগারেট নষ্ট করে ফেলতে হবে। তা কাউকে দেয়া যাবে না, তা বিক্রয় করে লাভবানও হওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তু হারাম করেন, তখন তা বিক্রি করাও হারাম (ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪৯৩৮; আহমাদ হা/২৬৭৮; সুনান দারাকুত্নী হা/২৮১৫, সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২১/১০১) : সুদখোর মুসলিম ব্যক্তিকে সালাম দেয়া যাবে কি? জায়েয হ'লেও দেয়া উচিত কি-না?

-যাহীন, সিলেট।

উত্তর : কোন ব্যক্তি সুদের মত মহাপাপে জড়িয়ে পড়লেও কাফির হয়ে যায় না। সেজন্য তাদের সালাম দেওয়া যায়। তবে যদি বুঝা যায় যে, সালাম না দিলে সে লজ্জায় সংশোধন হ'তে পারে তাহ'লে তাকে সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। সুতরাং সুদখোরকে সালাম দেওয়া বা না দেওয়া পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে (শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২১/৫৩)।

প্রশ্ন (২২/১০২) : কোন মহিলা ও পুরুষ বর্তমানে স্বামী জ্বী এবং তাদের ঔরসজাত সন্তান আছে। তবে তাদের উভয়েরই এটা দ্বিতীয় বিয়ে এবং আগের পক্ষের তাদের সন্তান আছে। এখন উক্ত মহিলার আগের পক্ষের মেয়ের সাথে উক্ত পুরুষ লোকের আগের পক্ষের ছেলের বিবাহ দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল কাইয়ুম, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : ব্যক্তির পূর্বের জ্বীর ছেলের সাথে দ্বিতীয় জ্বীর পূর্বের স্বামীর ঔরসে জন্ম নেওয়া মেয়ের বিবাহ জায়েয। বৈমাত্রেয় বোন সং মায়ের আগের স্বামীর হওয়ায় বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে। কারণ এই দুইজনের মধ্যে কোন রক্তসম্পর্ক নেই, কোন দুধ-সম্পর্কও নেই এবং কোন বাধাসৃষ্টিকারী সম্পর্কও নেই। কুরআনে যেসব নারীকে বিবাহ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, এরূপ কেউ তাদের মধ্যে নেই (নিসা ৪/২৪; ছালেহ আল-ফাওয়ান, আল-মুনতাক্বা ৮৯/১৭, ৫/২৫৮)। ইবনু কুদামা বলেন, পিতার জ্বীর অন্য স্বামীর কন্যারা হারাম নয়। পিতার কন্যারা এজন্য হারাম যে তারা পিতার ঔরসজাত। কিন্তু তাদের জ্বীর অন্য স্বামীর মেয়েদের হারাম হওয়ার কোন কারণ নেই। ফলে এরা নিম্নের আয়াতের আওতাভুক্ত হবে, যেখানে আল্লাহ বলেন, 'এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে মালের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' (নিসা ৪/২৪; মুগনী ৭/১১৭)।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : আমি মাদ্রাসায় পড়ার এক মেয়েকে দেখে শুনে বিয়ে করেছি। পরে দেখি সে ছীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ভীষণ উদাসীন। সাথে সাথে ঝগড়াপ্রবণ ও কটুক্তিপরাণ। বিয়ের আগে যাচাই করা হয়নি, এজন্য নিজেকে দোষী মনে করি। মাঝে মাঝে এমন কষ্ট হয় যে আত্মহত্যার চিন্তাও আসে, কিন্তু পরকালের ভয়ে বিরত থাকি। এটা কি আমার ভাগ্যে লেখা ছিল নাকি আমার নিজের ত্রুটির ফল? আমার করণীয় কি? যদি ধৈর্য ধরে সংসার করি, তাহলে এর বিনিময়ে কি আমার কোন পুরস্কার মিলবে? আর মাঝে মাঝে আমি তাকে বলি, 'আমি মরে গেলে তোমাকে পরকালে চাই না' এতে কি আমার গোনাহ হবে?

-তৈমূর সা'দ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : সাধ্যানুযায়ী সদুপদেশ দিবে এবং পরিবর্তন লক্ষ্য করবে। সংশোধন হ'লে তাকে নিয়েই সংসার করবে। আল্লাহ বলেন, 'আর যদি তোমরা তাদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাহলে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের বিছানা পৃথক করে দাও এবং (প্রয়োজনে) প্রহার কর। অতঃপর যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়, তাহলে তাদের জন্য অন্য কোন পথ তাল্লাশ করোনা' (নিসা ৪/৩৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নারীদেরকে উত্তম নছীহত কর। কেননা নারী জাতিকে পুরুষের পাজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টি বেশী বাঁকা। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি ছেড়ে দাও, তাহলে তা সব সময় বাঁকাই থাকবে। অতএব নারীদের নছীহত করতে থাক' (বুখারী হা/৩৩৩১: মুসলিম হা/১৪৬৮; মিশকাত হা/৩২৩৮)। তালাক থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর নিকট ঘণিত হালাল কাজ হ'ল তালাক প্রদান করা' (আবুদাউদ হা/২১৭১; মিশকাত হা/৩২৮০; যঈফুল জামে' হা/৪৪)। হাদীছটির সনদ 'মুরসাল' হ'লেও মর্মগতভাবে সঠিক (ওছায়মীন, লিঙ্কউল বাবিল মাফতুহ ৩/৫৫)। তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা সত্ত্বেও তার মধ্যে সংশোধনের কোন লক্ষণ না পেলে তাকে তালাক দেওয়া যাবে (ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৭/৩১৯, ৩৬৪)। আর 'আমি মরে গেলে তোমাকে পরকালে চাই না' এমন বাক্য বলা থেকে বিরত থাকবে। কারণ এই ধরনের ভাষা পারস্পরিক সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে। তাছাড়া পরকালের বিষয়টি আল্লাহর হাতে।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : আমি হোস্টেলে থেকে রাত জেগে পড়ার কারণে ফজরে সঠিক সময়ে উঠতে পারি না। তাই ফজরের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার ১৫-২০ মিনিট পূর্বে ছালাত আদায় করি। এভাবে নিয়মিত একাকী ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মাহতাব হোসাইন, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তর : নিয়মিতভাবে ফজরের ছালাত শেষ সময়ে এবং বাড়িতে একাকী আদায় করা যাবে না। বরং জামা'আতে ফজরের ছালাত আদায়ের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, আমার মন চায় আযান হওয়ার পরেও যারা জামা'আতে আসে না, ইমামতির দায়িত্ব কাউকে দিয়ে আমি নিজে গিয়ে

তাদের ঘরে আঙুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে আসি' (রুঃ মুঃ মিশকাত হা/১০৫৩)। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের আযান শুনেছে এবং কোন ওযর বা অসুবিধা তাকে তার অনুসরণ করতে বাধা দেয়নি, তার আদায়কৃত ছালাত আল্লাহ কবুল করবেন না' (আবুদাউদ হা/৫৫১; মিশকাত হা/১০৭৭; হযীহুত তারগীব হা/৪২৬)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে এশার ছালাত আদায় করল সে যেন অর্ধেক রাত্রি নফল ছালাত আদায় করল। আর যে ব্যক্তি ফজর ছালাত জামা'আতসহ আদায় করল সে যেন পূর্ণ রাত্রি নফল ছালাত আদায় করল' (মুসলিম হা/৬৫৬; মিশকাত হা/৬৩০)। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত (জামা'আতে) পড়ে, সে ব্যক্তি (সন্ধ্যা পর্যন্ত) আল্লাহর দায়িত্বে থাকে' (তুবারাগী আওসাতু হা/৩৪৬৪; হযীহুত তারগীব হা/৪৬২)। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডার ছালাত আদায় করে (অর্থাৎ ফজর ও এশায়), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (বুখারী হা/৫৭৪; মিশকাত হা/৬২৫)। অতএব রাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে জামা'আতে ফজরের ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : বিবাহের পর স্ত্রী তার পিতার বাসায় জিনিসপত্র দিতে পারবে কি? বিশেষ করে স্বামীর আর্থিক সংগতি সেরকম না থাকলে তার অমতে কোন জিনিস পিতার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া স্ত্রীর জন্য জায়েয হবে কি?

-আরীফুল ইসলাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তর : স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কোন কিছুই পিতার বাড়ি বা অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কোন স্ত্রী যেন তার স্বামীর ঘরের কোন কিছু স্বামীর অনুমতি ব্যতীত খরচ না করে। জিজ্ঞেস করা হ'ল, 'হে আল্লাহর রাসূল! খাদ্যসামগ্রী খরচ করতে পারবে না? তিনি বললেন, খাদ্যদ্রব্য আমাদের উত্তম ধন-সম্পদ (তিরমিযী হা/২১২০: মিশকাত হা/১৯৫১)। তবে স্বামীর সাধারণ সম্মতি বা অনুমতি সাপেক্ষে তার সম্পদ থেকে কোন কিছু দান করলে বা খাবার পাঠালে স্ত্রীর জন্য তা দোষণীয় নয়। বরং ছওয়াবের কাজ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, স্ত্রী যখন তার স্বামীর গৃহের কোন ক্ষতি না করে দান করে, তখন তার জন্য তার দান করার ছওয়াব হয়। তার স্বামীর জন্য উপার্জন করার ছওয়াব হয় এবং তার সম্পদ রক্ষকের জন্যেও অনুরূপ ছওয়াব হয়। তাদের কার ছওয়াব থেকে কিছুমাত্র কমতি করা হবে না' (রুঃ মুঃ মিশকাত হা/১৯৪৭: 'স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : আমার বয়স ১৫। মাযহাবী পরিবারের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আমি আহলেহাদীছ। আমার মাদ্রাসার মুহতামিম আমাকে ডেকে বলেছেন তাদের মত ছালাত ও সম্মিলিত মুনাযাত না করলে মাদ্রাসা থেকে বহিষ্কার করবেন। আমি যদি তার কথা মেনে নিই, আমার কি গোনাহ হবে?

-জাহিদ, স্বপ্নপুরী, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : বিদ'আতকে এড়িয়ে চলা একজন মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব। সুতরাং কারো নির্দেশ বা হুমকিতে কোন বিদ'আতী কর্মে শরীক হওয়া যাবে না। বরং অন্য কোন বৈধ পথ ও পহার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'যে

ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেন। ‘... বস্তুত যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান’ (তালাক-মাদানী ৬৫/২-৩)। আর একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, ‘আল্লাহ কারো ওপর এমন বোঝা চাপান না, যা সে বহন করতে সক্ষম নয়’ (বাক্বার ২৮৬)। আর বিকল্প এমন মাদাসা খোঁজার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যেখানে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক চলার পরিবেশ রয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদ’আতের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি বিদ’আতের ওপর স্থির থাকে, তার জন্য তওবার দরজা বন্ধ থাকে, যতক্ষণ না সে তা ত্যাগ করে’ (ছহীহত তারগীব হা/৫৪)।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : এক হায়েয থেকে পরের হায়েয পর্যন্ত স্বামী একাধিকবার তালাক দিলে তা কি এক তালাক গণ্য হবে? আর যদি এক মাসের মধ্যে দুইবার আলাদা দিনে তালাক দিয়ে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয় এবং এরপর আবার তৃতীয়বার তালাক দেয় (অর্থাৎ তিনটিই এক তোহরে) তাহলে কি এটি এক তালাক হবে, না তিন তালাক হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : তালাক দেওয়ার পর ফিরিয়ে নিয়ে পুনরায় তালাক দেওয়া তা দুই তালাক হিসাবে গণ্য হয়েছে। যদিও তা একই তোহরে ঘটেছে। তবে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মাসিক (হায়েয) অবস্থায়, নিফাস অবস্থায় অথবা এমন তোহরে (পবিত্র অবস্থা) তালাক দেয় যে তোহরে সে স্ত্রী সহবাস করেছে, তবে বিগত মতে সেই তালাক সংঘটিত হবে না (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৫৮)। শায়খ বিন বায (রহঃ) এই তালাককে বিদ’আত হিসাবে অকার্যকর গণ্য করেছেন। কারণ আল্লাহ তা’আলা বলেন, ‘হে নবী! যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিবে, তখন তাদের ইদত অনুযায়ী তালাক দাও’ (তালাক ৬৫/১)। এর অর্থ হ’ল এমন অবস্থায় তালাক দিতে হবে যখন তারা সহবাসহীন পবিত্র অবস্থায় থাকবে। আলেমগণ বলেন, ইদত অনুযায়ী তালাক বলতে বোঝায় স্ত্রী যেন পবিত্র অবস্থায় থাকে, সহবাস না করা অবস্থায় অথবা গর্ভবতী অবস্থায়। এই রূপ তালাকই হচ্ছে শরী’আত নির্দেশিত সুন্নাতী তালাক (ফাতাওয়াত তালাক পৃ. ৪৪; বিস্তারিত দ্র. হাফাযা প্রকাশিত ‘তালাক ও তাহলীল’ বই)।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : একজন মহিলা প্রায় ১০ বছর স্বামীর সাথে সংসার করার পর জীবিকার উদ্দেশ্যে প্রায় দুই বছর বিদেশে ছিল। বিদেশ থেকে আসার পর সে স্বামীর সাথে রাত্রি যাপন করেনি। অতঃপর সে সরকারী নিয়মে স্বামীর কাছে ডিভোর্স লেটার পাঠিয়ে দেয় এবং লেটার পাঠানোর পরপরই (কোন বিরতি না দিয়ে) অন্যত্র বিয়ে করে। প্রশ্ন হ’ল, তার ও তার স্বামীর মাঝে কি বিচ্ছেদ হয়ে গেছে? আর তার দ্বিতীয় বিয়েটি কি শুদ্ধ হয়েছে?

-জিহাদ, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় খোলা* হয়েছে। খোলা* তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয় স্বামীকে মোহর বা

মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। সেজন্য ফিরিয়ে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, বরং চাইলে তাদের নতুন করে পুনরায় বিয়ে করতে হবে (মুগনী ৮/১৮১; নায়লুল আওতার ৬/২৯৫; আশ-শারহুল মুমত ১২/৪৬৭-৭০)। আর খোলা*কারী স্ত্রীর ইদত হচ্ছে এক হায়েয (ঋতু)। সে ইদতকাল তথা এক হায়েয পূর্ণ করার পর পূর্বের স্বামী বা অন্য যে কারো সাথে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ’তে পারবে (ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু’উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩)। এক্ষেত্রে ইদত পালন সম্পন্ন করার পূর্বে কোন পুরুষের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে (মুগনী ৮/১৮১; নায়লুল আওতার ৬/২৯৫)। সুতরাং পূর্ব স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ কার্যকর হয়েছে বটে, তবে এক মাস ইদত পালনের পূর্বেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করায় তা শুদ্ধ হয়নি। এমতাবস্থায় খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে এবং এক মাস ইদত পালন করার পর চাইলে নতুনভাবে বৈধ পন্থায় বিবাহ সম্পন্ন করবে।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : আমরা প্রবাসে কুরবানীর সময় দেখি, গরুকে প্রথমে গুলি করা হয় এবং এরপর সাথে সাথে মুসলিম ব্যক্তি যবহ করেন। এখানকার গরু খামারে ছাড়া অবস্থায় পালন করা হয়, গায়ে কোন দড়ি বা রশি থাকে না এবং এগুলো প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়। রশি দিয়ে বাঁধতে গেলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি থাকে, তাই তারা এই পদ্ধতি ব্যবহার করেন। এভাবে কুরবানী করা শরী’আতসম্মত কি?

-মুঈনুদ্দীন, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : গুলি করে অজ্ঞান বা আহত করার পর পশুর জীবন থাকা অবস্থায় যবহ করা সম্ভব হ’লে তা খাওয়া জায়েয। আর মৃত্যু ঘটানোর পর যবহ করা হ’লে তা হারাম। কারণ আল্লাহ তা’আলা পশু হালাল হওয়ার জন্য যবহকে শর্ত করেছেন (মায়েরদাহ ৫/০৩)। হাদীছে এসেছে, সা’দ বিন মু’আয (রহঃ) জানান যে, কা’ব বিন মালেকের একটি দাসী ভেড়া চরাচ্ছিল। তার ভেড়া থেকে একটি ভেড়া বাঘের আক্রমণে আহত হয়। সে সেই ভেড়াটিকে ধরল এবং পাথর দিয়ে যবহ করল। পরে নবী করীম (ছাঃ)-কে এর বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ’ল, তিনি বললেন, ‘খাও’ (রুখারী হা/৫৫০৫)।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : আমাদের পারিবারিক কবরস্থান আছে। সেখানে কবরের ওপর বাঁশঝাড় হয়েছে। কিছু বাঁশ বিক্রি করা হয়েছে। উক্ত বাঁশ বিক্রির টাকা মসজিদে দান করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : কবরস্থানের অর্থ উদ্ধৃত থাকলে মসজিদে দান করতে পারে। কারণ বিদ্বানগণ বলেন, ওয়াকফকৃত সম্পদ অধিকতর কল্যাণে অন্য খাতে ব্যয় করা যেতে পারে। ইমাম আহমাদ ও শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন (মাতালিবু উলিন নুহা ৪/৩৭৬)।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : জানাযার পর মৃতদেহকে সামনে রেখে সম্মিলিত দো’আ করা সুন্নাতসম্মত কি?

-হাবীবুল্লাহ মোল্লা, ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তর : জানাযার ছালাত মাইয়েতের জন্য আনুষ্ঠানিক দো'আ। অতএব সালাম শেষে পুনরায় দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে দো'আ করার কোন ভিত্তি নেই (বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১৪/১৯; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, মাজমু'উল ফাতাওয়া ৩/১৯৪)। তবে দাফন শেষে ব্যক্তিগতভাবে কবরের কাছে দাঁড়িয়ে বা বসে মাইয়েতের কবরে সাওয়ালা-জওয়াবের সময় অটল থাকা ও তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করা মুস্তাহাব (আবুদাউদ হা/৩২২১; হযীহুত তারগীব হা/৩৫১১)। সেজন্য সকলে ব্যক্তিগত ভাবে মাইয়েতের জন্য 'আল্লাহুম্মাগ ফির লাহ ওয়া ছাক্বিতহ' বলবে।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : আমরা তিন বোন, আমাদের কোন ভাই নেই। আমার পিতার সামান্য কিছু জমি আছে, যার অর্ধেক অংশ আমাদের বাড়ি এবং বাকি অর্ধেক ফাঁকা। পিতা তার নিজের উপার্জনে কেনা এই ফাঁকা জমিটুকু যদি বেচোয় আমার মাকে দান করে দেন, সেক্ষেত্রে শারঈ কোন বাধা আছে কি?

-শায়লা খাতুন, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ একজন সুস্থ মানুষ তার উপার্জিত সম্পদ বৈধ খাতে ব্যয়, দান-ছাদাক্বা বা হেবা করতে পারেন। তবে মৃত্যুকালীন অস্থিত জীবন জন্য করা যাবে না। কারণ স্ত্রী ওয়ারিছ। আবুবকর (রাঃ) তাবুক যুদ্ধের পূর্বে তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি দান করেছিলেন (আবুদাউদ হা/১৬৭৮; মিশকাত হা/৬০২১, সনদ হাসান)। ইবনু কুদামাহ বলেন, হাদীছ প্রমাণ করে যে, সন্তানদের মাঝে সমতা করা ওয়াজিব। অন্যান্য ওয়ারিছেরা এর স্থলাভিষিক্ত নয় (মুগনী ৬/৫৪)।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : চুল কাটার সঠিক নিয়ম কী? বর্তমান যুগে চুল সামনের দিকে কিছুটা রেখে দুই পাশ হালকা করে কেটে রাখা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ শিমুল, ঢাকা।

উত্তর : চুল পুরো মাথায় স্বাভাবিকভাবে রাখতে হবে। তবে বর্তমানে কিছু যুবক ও তরুণেরা যেভাবে কাফেরদের অনুকরণে মাথার কিছু অংশ মুগুন বা একেবারে ছোট করে এবং কিছু অংশ বড় করে রেখে দেয়, তা নিষিদ্ধ। যেমন,

(১) মাথার কিছু অংশ মুগুন করা। (২) মাথার দুই পাশ মুগুন করা এবং মাঝখান রেখে দেওয়া। (৩) মাথার মধ্যস্থলে মুগুন করা এবং দুই পাশ রেখে দেওয়া। (৪) মাথার সামনের অংশ মুগুন করা এবং পেছনের অংশ রেখে দেওয়া। (৫) মাথার পিছনের অংশ মুগুন করা এবং সামনের অংশ রেখে দেওয়া। (৬) একপাশের কিছু অংশ মুগুন করা এবং বাকী অংশ রেখে দেওয়া। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) মাথা আংশিক মুগুন থেকে নিষেধ করেছেন (বুখারী হা/৫৯২০)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) এক বালককে দেখলেন যার মাথার কিছু অংশ মুগুন করা হয়েছে এবং কিছু অংশ রেখে দেওয়া হয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেন, 'সব মুগুন করো অথবা সব রেখে দাও' (আবুদাউদ হা/৪১৯৫)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঘাড়ের পিছনের অংশ মুগুন করা যদি চিকিৎসা বা হিজামার কারণে না হয়, তবে এটি মাজুস তথা অগ্নিপূজকদের রীতি (যদিফুল জামে' হা/২৭৪০ আবুদাউদ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮৪, সনদ যদিফ হ'লেও মর্ম ছহীহ)। আনাস ইবনু

মালেক (রাঃ) বলেন, তিনি এক বালককে দেখলেন যার মাথায় দুই পাশে চুলের গুচ্ছ ছিল। তিনি বললেন, এই দুই গুচ্ছ কেটে ফেলো, কারণ এটি ইহুদীদের পোষাক ও চেহারার ধরণ (আবুদাউদ হা/৪১৯৭; মিশকাত হা/৪৪৮৪, সনদ যদিফ হ'লেও মর্ম ছহীহ বিস্তারিত দ্র. হাফাযা প্রকাশিত 'পোষাক ও পর্দা' বই)।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : শরীরের কোন স্থান কেটে গেলে সেখান থেকে রক্ত বের হয়ে তা কাপড়ে লাগলে সেই কাপড় কি নাপাক হয়ে যাবে?

-ফাতেমা বেগম, চন্দনপুরা, চট্টগ্রাম।

উত্তর : অল্প পরিমাণ হ'লে নাপাক হবে না। তবে পরিমাণে বেশী এবং দেহে বা কাপড়ে গড়িয়ে তা ভিজ়ে গেলে সেটা নাপাক হয়ে যাবে, যা পরিধান করে ছালাত আদায় করা যাবে না। কারণ ছালাতের অন্যতম শর্ত হ'ল পোষাক পবিত্র হওয়া। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'অল্প রক্ত এবং তা থেকে উৎপন্ন পুঁজ বা রস ইত্যাদি যদি ঘৃণার উদ্বেক না করে এমন অল্প পরিমাণ হয় তবে তা ক্ষমাযোগ্য (শারহুল উমদাহ ১/১০৩)। ইবনু কুদামাহ (রহঃ)ও একই মত পোষণ করেছেন (আল-মুগনী ১/৪০৯)। অতএব 'রক্ত, পুঁজ ও ক্ষতরস যদি তা যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্য কোন স্থান থেকে বের হয়, তবে অল্প পরিমাণ হ'লে তা ক্ষমাযোগ্য; কারণ এমন অল্প পরিমাণ থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা মানুষের জন্য কষ্টকর' (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৫/৩৬৩)।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা জমি-জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায় বিভোর হয়ে পড়ো না। তাহ'লে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে'। উক্ত হাদীছের তাৎপর্য কি? এখানে জমি কেনা এবং উপার্জন করতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে কি?

-শাকীল হোসাইন, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত হাদীছটি তিরমিযীসহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এর ব্যাখ্যায় ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, এই হাদীছের উদ্দেশ্য হ'ল মানুষকে সতর্ক করা যেন জমি, সম্পত্তি বা এর সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোতে এত ব্যস্ত হয়ে না পড়ে যে, তা আল্লাহর ইবাদত ও আখেরাতের কাজে বাধা সৃষ্টি করে (মিরক্বাত ৮/৩২৪২)। ত্বীবী বলেন, 'তুমি জমি বা সম্পদে এত লিপ্ত হয়ে যাবে না যে, তা তোমাকে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়'। আল্লাহ বলেন, '(মসজিদ আবাদকারী) ঐ লোকগুলি হ'ল তারাই, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে এবং ছালাত কায়াম ও যাকাত প্রদান থেকে উদাসীন করতে পারে না' (নূর ২৪/৩৭)।

অন্যদিকে, যদি কেউ সেই জমি বা ফসল নিজের প্রয়োজনের জন্য বা অন্য মুসলিমদের উপকারের জন্য চাষাবাদ করে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে, তাহ'লে তার জন্য নেকী অব্যাহত থাকে। মুসলিমের বর্ণনামতে, যে কেউ বৃক্ষ রোপণ করে বা ফসল লাগায়, তার জন্য এটি ছাদাক্বা হবে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এবং ছওয়াব চলবে যতক্ষণ সেই রোপণকৃত বৃক্ষের ফল বা ফসল খাওয়া হবে। এমনকি বৃক্ষ রোপণকারী মারা গেলেও অথবা মালিকানা অন্য কারো হাতে

চলে গেলেও তার নেকী অব্যাহত থাকবে (ফাৎহুল বারী ৫/০৪)।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : আমার ছেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরের শুরুতে খেলাধুলার জন্য একটি ফি নেওয়া হয়। অতঃপর সেই টাকা দিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। কিন্তু সব শিক্ষার্থী পুরস্কার পায় না। এই বিষয়টি কি গ্রাম-গঞ্জের জুয়া খেলার মত হবে?

-আবিদ, হবিগঞ্জ।

উত্তর : এটি জুয়া নয়। কারণ এই পুরস্কার সরাসরি শিক্ষার্থীর শ্রম, প্রচেষ্টা ও দক্ষতার মূল্যায়নস্বরূপ দেওয়া হয়। জুয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এতে পুরস্কার পাওয়া নির্ভর করে ভাগ্য, কপাল বা অনিশ্চিত সম্ভাবনার ওপর, যেখানে অংশগ্রহণকারীর নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা যোগ্যতার বিষয় নেই। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জ্ঞানচর্চা ও শরীরচর্চামূলক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা মেহনত করে, প্রতিযোগিতায় দক্ষতার ভিত্তিতে বিজয়ী হয় এবং পুরস্কার দেওয়া হয় যোগ্যতার স্বীকৃতিস্বরূপ। এখানে প্রতিযোগিতার মূল লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও খেলার চেষ্টাকে পুরস্কৃত করা, যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বৈধ (ইবনুল কাইয়িম, আল-ফুরাসিয়াহ পৃ. ৯৮-৯৯; ওছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতুহ ২/২)।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : আমি পাঁচ বছর আগে একটি জমি কিনেছি। কেনার সময়ের উদ্দেশ্য ছিল, এই জমি বিক্রি করে অন্য জায়গায় বাড়ি করার জন্য জমি কিনব। এক্ষেপে এই পাঁচ বছর জমির মূল্যের ওপর যাকাত দিতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান, খুলনা।

উত্তর : যদি কেউ বাড়ি বানানোর জন্য জমি কিনে এবং সেখানে বসবাসের উদ্দেশ্য রাখে, তাহলে সেই জমির জন্য যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। কারণ জমি সাধারণভাবে যাকাতের অন্তর্গত নয়। শুধুমাত্র ব্যবসার উদ্দেশ্যে রাখলে তা যাকাতের অন্তর্ভুক্ত হবে (মুগনী ২/৬২৩, ৬২৮)। শায়েখ ওছায়মীন এ ব্যাপারে বলেন, 'এই জমির উপর মূলত যাকাত নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত মালিকের সুনিশ্চিত উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় থাকে না যে এটি ব্যবসার জন্য। মালিক যদি দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে, এমনকি এক শতাংশ দ্বিধা থাকলেও তার ওপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়' (মাজমু' ফাতাওয়া ১৮/২৩২)। তিনি আরও বলেছেন, যদি কোন মানুষ দ্বিধাস্থিত থাকে এবং বলে, আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি জানি না, আমি কি এটিকে ব্যবসার জন্য রাখব, নাকি শুধু ফেলে রাখব। এর উত্তর হ'ল এতে যাকাত নেই, কারণ মূলনীতি হ'ল যাকাতের বাধ্যবাধকতা আসে শুধু তখনই যখন ব্যবসার উদ্দেশ্য সুনিশ্চিত হয় (ওছায়মীন, আল-লিক্বাউশ শাহরী ৫/০৩)।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : বর্তমানে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে নিজের প্রকৃত ছবিকে এডিট করে বিভিন্ন রূপ ধারণ করানো যায়। এভাবে ছবি এডিট করার সাথে মূর্তি-ভাস্কর্য নির্মাণ বা ছবি অঙ্কনের কোন পার্থক্য আছে কি?

-খন্দকার রহমত, ফরিদপুর।

উত্তর : যদি এমনভাবে পরিবর্তন করা হয়, যাতে নতুন অবয়ব বা বিকৃত চেহারা সৃষ্টি হয় তাহলে তা মূর্তি বা ছবি

অঙ্কনের অনুরূপ এবং আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টির রূপ বিকৃত করার শামিল, যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আর এখানে মূল পার্থক্য হ'ল হাতে তৈরী প্রতিকৃতি বনাম প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট আলোর প্রতিফলন। যদি উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি, তবে উভয়ই গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ লা'নত করেছেন এসব নারীর প্রতি যারা অন্যের দেহে উল্কি করে ও নিজের দেহে উল্কি করায়। যারা কপাল বা ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে বা উপড়িয়ে নেয় এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরা ও ফাঁক করে। আর যেসব নারী আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন ঘটায়' (মুসলিম হা/২১২৫)।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : কেউ যদি বিনা কারণে ছালাতের শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বে সহো সিজদা দেয় তাহলে তার ছালাত কি বাতিল হয়ে যাবে?

-ছাদিক মাহমুদ, রাজশাহী।

উত্তর : ছালাতে সহো সিজদা অতিরিক্ত কাজ। এটি কেবল ভুল সংশোধনের জন্য দেওয়া জায়েয বা আবশ্যিক। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি বিনা কারণে সহো সিজদা দেয় তাহলে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। কারণ সে ছালাতে এমন কাজ করেছে যা তার জন্য অনুমোদন নেই। কিন্তু কেউ যদি সালামের পরে ইচ্ছাকৃত সহো সিজদা দেয় তাহলে তার ছালাত বাতিল হবে না। কারণ সালামের মাধ্যমে ছালাত শেষ হয়ে গেছে। ইবনু আদিল বার (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণ এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, কেউ যদি নিজের ছালাতে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কিছু বাড়িয়ে দেয় যা অনুমোদিত যিকিরের অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে' (আল-ইস্তিযকার ১/৫২৯)। ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, 'এ বিষয়ে বিদ্বানগণের একমত রয়েছে যে, 'যদি কেউ ছালাতের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন সিজদা করে যা আদেশকৃত সিজদা বা তিলাওয়াতের সিজদা নয়, এমনকি সহো সিজদাও নয় তাহলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে' (মোরাতিবুল ইজমা' পৃষ্ঠা ৩১)। অতএব ছালাতে বিনা কারণে সহো সিজদা দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : পোলট্রি মুরগী, মাছ, কোয়েল পাখি, হাঁস ইত্যাদি খামারের যাকাত কিভাবে দিতে হবে?

-ছাবিত হাসান, কালকিনি, মাদারীপুর।

উত্তর : খামারে রক্ষিত মুরগী, মাছ, কোয়েল পাখি, হাঁস ইত্যাদির মূল্য নির্ধারণ করে এর যাকাত দিতে হবে। মূল্য নির্ধারণ করে তা নিছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে (ওছায়মীন, মাজমু' ফাতাওয়া ১৮/৫৪)।



দারুল আববার লাহব্রী

এখানে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড'-এর পাঠ্যবই, 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত সকল বই এবং 'তাকসীর পাবলিকেশন'-এর তাকসীর ইবনে কাছীর সহ বিশুদ্ধ আক্বীদা ও মানহাজ ভিত্তিক সকল বই পাওয়া যায়।

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। মোবো : ০১৭৮৪ ০১২৯৬৪

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ছোট্ট সোনামণিদের প্রথম পাঠ বর্ণমালা সিরিজ



আরবী



দ্বিনিয়াত শিক্ষা



বাংলা



ইংরেজী



গণিত

অর্ডার
করুন

৩ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

ইসলামী রাজনীতি
সম্পর্কে জানতে হাদীছ
ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
প্রকাশিত ৫টি বই
পাঠ করুন

একত্রে
২০০৮



অর্ডার করুন

৩ ০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেস্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ:

১. জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
২. রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
৩. স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
৪. রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
৫. কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদাতন্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ
মহিলাদের সব ধরনের
সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন
মহিলা টিমের মাধ্যমে করা হয়।

ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল

লক্ষীপুর, রাজশাহী
মোবাইল : ০১৭৭৭-২৪২৫৩৬, ০১৩০৪-৭১৬৫৩৬
দুপুর ৩.০০-টা থেকে বিকাল ৫.০০-টা পর্যন্ত
(শনিবার, সোমবার ও বুধবার)

রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ

শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী
ফোন : ০১৭৬২-৬৮৫০৯০, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬
বিকাল ৪.০০-টা থেকে রাত্রি ৮.০০-টা পর্যন্ত
(শনিবার থেকে বৃহস্পতিবার)

ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার

বাড়ী # ২২৩ ও ২২৪, কাজীহাটা, রাজপাড়া, রাজশাহী
ফোন : ০২-০২৫৮৮৮৫৩২২২, ০১৭১৭-৮১৮২৪৪
সিরিয়ালের জন্য হটলাইন : ০৯৬১০০৯৬৩৬
প্রতি বৃহস্পতিবার বিকাল ৩-টা থেকে ৫-টা পর্যন্ত

হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্য বই সমূহ

নার্সারী শ্রেণীর বই সমূহ



শিশু শ্রেণীর বই সমূহ



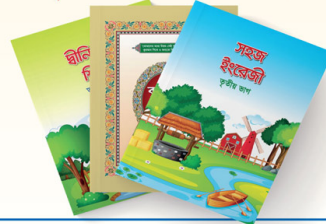
প্রথম শ্রেণীর বই সমূহ



দ্বিতীয় শ্রেণীর বই সমূহ



তৃতীয় শ্রেণীর বই সমূহ



চতুর্থ শ্রেণীর বই সমূহ

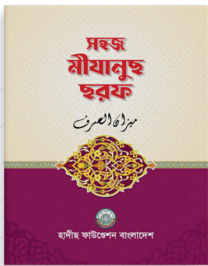


অন্যান্য শ্রেণীর বই সমূহ



বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাসলাক অনুসরণে রচিত।
- শিরক-বিদ'আতমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদাপুষ্টি বিষয়বস্তুর অবতারণা।
- ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো দ্বিনিয়ত আকারে ও সাবলীল ভাষায় দলীলভিত্তিক উপস্থাপন।
- কোমলমতি শিশুদের মনন বিকাশ ও সহজে বোঝার জন্য ধর্মীয় ভাব বজায় রেখে প্রাণী মুক্ত ছবি সংযোজন।
- সকল বিষয়ে ইসলামী চেতনাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।



মীয়ানুহ হুরফ

চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য প্রাথমিক হুরফের বই



তামরীনুহ হুরফ

পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠযোগ্য মাধ্যমিক হুরফের বই



তাকমীলুহ হুরফ

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য স্থলে পাঠযোগ্য



আমীনুন নাহ

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য নাহুর বই

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে না জানলে ইসলামী জ্ঞানার্জন কখনোই পূর্ণতা পায় না। আর বিশুদ্ধ আরবী শেখা কেবল ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ত্ব করার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই নাহ-হুরফের সহজবোধ্য ও যুগোপযোগী বই এখন প্রতিটি মাদ্রাসার মৌলিক চাহিদার শীর্ষে। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ' নিয়ে এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপযোগী নাহ ও হুরফের এক ব্যতিক্রমধর্মী সংকলন। যা ধাপে ধাপে সাজানো, সহজবোধ্য ও পরীক্ষিত পদ্ধতিতে রচিত। এই বইগুলো পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নাহ-হুরফ হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধ, আরো দক্ষ।



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০